MA-09-BENG-4.3

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
**Gauhati University**
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
**Institute of Distance and Open Learning Learning**

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
**M. A. in Bengali**

চতুর্থ ষাণ্মাসিক

# তৃতীয় পত্র (Paper : 3)
# মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব, বিকাশ বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য

## বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)
বিভাগ - ১ : মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য
বিভাগ - ২ : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাকরণ ১
বিভাগ - ৩ : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাকরণ ২
বিভাগ - ৪ : পালিভাষা পরিচয়

**Contributor :**

| | |
|---|---|
| Dr. Amalendu Chakrabarty<br>(Units: 1, 2, 3, 4 & 5) | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |

**Course Co-ordination :**

| | |
|---|---|
| Prof. Kandarpa Das | Director, GUIDOL |
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |
| Dipankar Saikia | Editor Study Material<br>GUIDOL |

**Content Editing :**

| | |
|---|---|
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |

**Language Editing :**

| | |
|---|---|
| Sanjoy Chandra Das | Assistant Professor, Department of Bengali<br>Pandu College, Guwahati |

**Proof Reading :**

| | |
|---|---|
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |
| Sanjoy Chandra Das | Assistant Professor, Department of Bengali<br>Pandu College, Guwahati |

**Format Editing :**

| | |
|---|---|
| Dipankar Saikia | Editor Study Material<br>GUIDOL |

**Cover Page Design**

| | |
|---|---|
| Bhaskar Jyoti Goswami | GUIDOL |

ISBN : 978-93-84018-76-4

April, 2015

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset Press, Mirza, Copies printed 500.

**Acknowledgement**

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

# পত্র পরিচিত

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের চতুর্থ ষাণ্মাসিকের অন্তর্গত তৃতীয় পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে আপনারা বাংলা ভাষায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হতে পারবেন। এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যের কৃতি লেখক, তাঁদের সাহিত্য কৃতি এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কিন্তু যে ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব তার ইতিহাস কিংবা নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে বাংলা আসমীয়া হিন্দি মারাঠি ইত্যাদি ভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের আর্যভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব এবং সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে আমরা আমাদের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে কোনো ধারণা লাভ করিনি। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অষ্টম পত্রের অধ্যয়ন আমাদের জ্ঞানের এই পরিধি প্রসারণে সহায়তা করবে।

ভারতবর্ষে সর্বমোট চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে (ক) ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan), (খ) দ্রাবিড় (Dravidian), (গ) অস্ট্রিক (Austric), (ঘ) ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese or Sino-Tibetian)। এর মধ্যে ভারতীয় আর্য ভাষা-ভাষী অধিবাসীর সংখ্যাই হচ্ছে সর্বাধিক। বস্তুত বাংলা অসমীয়া হিন্দি ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ফলে। এই ক্রমবিবর্তনী ধারার মধ্যস্তরে আমরা পেয়েছি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা পালি এবং প্রাকৃত ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা আবার ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী থেকে জাত একটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী। আমরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিবর্তনী ধারাকে এভাবে দেখাতে পারি :

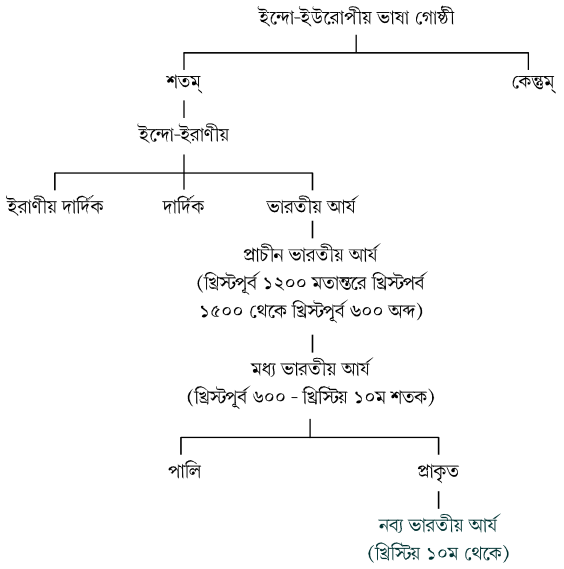

এই পত্রের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য। এই পত্রের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'সুভাষিত', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' ও হালের 'গাহাসত্ত সঈ'-এর কিছু নির্বাচিত অংশ। এই রচনাগুলি মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্যের অন্তর্গত। মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার সামগ্রিক ধারণা নিতে গেলে এই রচনাগুলির পঠন-পাঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। তারপর মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন-ভারতীয় আর্য-ভাষা থেকে কীভাবে মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে, সেই সম্পর্কে গভীর আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃত ভাষার সংজ্ঞা, প্রাকৃতভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে, প্রাকৃত-ভাষার বিভিন্ন স্তর, অশোক-প্রাকৃত, সাহিত্যিক-প্রাকৃতের আঞ্চলিক রূপভেদ ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। সবশেষে পালি-ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ, ব্যুৎপত্তি, উৎপত্তি স্থল, মিশ্র ভাষা হিসেবে পালি এবং পালিভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বক্ষ্যমাণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহকে কয়েটি বিভাগে ভাগ করেছি। আসুন, আমাদের পাঠ্য-বিষয়ের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক—

**বিভাগ - ১** : **মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য**

(ক) সুভাষিত (১-১০),

(খ) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৫৬ নং)

(গ) হালের 'গাহাসত্তসঈ' (১-১০)

**বিভাগ - ২** : **মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ- ১**

প্রাচীন-ভারতীয় আর্য-ভাষা থেকে মধ্য-ভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রাকৃত-ভাষার সংজ্ঞা বিচার, প্রাকৃত-ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

**বিভাগ - ৩** : **মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ**- ২

প্রাকৃত-ভাষার বিভিন্ন স্তর, অশোক-প্রাকৃত, সাহিত্যিক-প্রাকৃতের আঞ্চলিক রূপভেদ ও বৈশিষ্ট্য বিচার, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ

**বিভাগ - ৪** : **পালিভাষা পরিচয়**

(ক) পালিভাষার উদ্ভব ও বিকাশ, ব্যুৎপত্তি, উৎপত্তি স্থল, মিশ্রভাষা হিসাবে পালি

(খ) পালিভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত

হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো, মোট ২০ নম্বরের (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর বাড়ি থেকে তৈরি করে (Home Assignment) পাঠাতে হবে/উদ্দেশ্যধর্মী (objective type) OMR ভিত্তিক অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এছাড়া, বার্ষিক পরীক্ষায় আপনাদের ১২ নম্বরের ৫ টি প্রশ্ন (১২×৫=৬০) এবং ৫ নম্বরের ৪ টি প্রশ্নের (৫×৪=২০) উত্তর লিখতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যমান ৮০ (৬০+২০)= ৮০ ।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই সচেতন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে বা সরাসরি অবগত করালে আমরা কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। বিশেষ কারণে ভাষাতত্ত্বের 'অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ' বিষয়টি আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। পরবর্তী সংস্করণে তা আমরা অন্তর্ভুক্ত করব। আশা করি, আমাদের এই আয়োজন ও প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

# বিভাগ পরিচিত

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের তৃতীয় পত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে পাঠ্যান্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল — মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য ও আর্যভাষা। আমরা এই পাঠ্যান্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে মোট পাঁচটি বিভাগে ভাগ করেছি। আসুন, বিভাগগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক—

**বিভাগ - ১ : মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য**

**বিভাগ - ২ : মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব এবং নামকরণ**

**বিভাগ - ৩ : মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ-২ (অশোক-প্রাকৃত)**

**বিভাগ - ৪ : মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ-২ (সাহিত্যিক-প্রাকৃত)**

**বিভাগ - ৫ : পালিভাষা পরিচয় ও ব্যাকরণ**

## বিভাগ-১

## মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সহিত্য

## মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য

### বিষয় বিন্যাস


১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য

১.২.১ সুভাষিত (১-১০)

১.২.২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৫৬ নং)

১.২.১ হালের 'গাহাসত্তসঈ' (১-১০)

১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ১.০ ভূমিকা (Introduction)

মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভবের পিছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। বক্ষ্যমাণ বিভাগে আমরা মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্যের তিনটি মূল গ্রন্থ থেকে কিছু নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ ও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

### ১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের তৃতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রথম বিভাগে অন্তর্গত হয়েছে মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য। এই বিভাগ থেকে আপনারা বিভিন্ন মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্যের নির্বাচিত কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা জানতে পারবেন।

### ১.২ মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্য

এবার আমরা মধ্যভারতীয় আর্য-সাহিত্যের অন্তর্গত 'সুভাষিত', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও হালের 'গাহাসত্তসঈ'-এর কিছু নির্বাচিত রচনা সম্পর্কে আলোচনা করব। এখানে উক্ত গ্রন্থগুলির কিছু নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

## ১.২.১ সুভাষিত (১-১০)

সুভাসিত হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত বাণী। এগুলো আসলে মানুষের ধর্মজীবন এবং চরিত্রগঠনের উপযোগী কিছু মূল্যবান উপদেশ। পালি ভাষায় লিখিত এই সুভাসিত শ্লোকসমূহ যে গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে এক-একটি বর্গ অবলম্বনে উল্লিখিত হয়েছে তা 'ধম্মপদ' (= ধর্মপদ) নামে খ্যাত। ধম্মপদ সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থমালার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। কিন্তু আকারে ছোটো হলেও এই গ্রন্থটি ভাব ভাষা ও অতুলনীয় সাহিত্যিক উৎকর্ষে কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধম্মপদ তাহার একটি। ... ভগবদ্‌গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে , গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন,ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে।"

'ধম্মপদ' 'সুত্তপিটকের' অন্তর্ভুক্ত একখানি গ্রন্থ। 'ধম্মপদ' অর্থ হচ্ছে ধর্মসম্পর্কিত পদ বা কবিতা। এখানে 'ধর্ম' অর্থে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকেই বোঝায়। গ্রন্থখানি ২৬ টি বর্গে বিভক্ত; এতে সর্বমোট ৪২৩টি পদ্যে ভগবান বুদ্ধের বাণী সংকলিত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের সহায়ক নির্দেশাবলি স্থান পেয়েছে , তেমনি রয়েছে সমাজ-জীবনের পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার উপযোগী উপদেশাবলি, যা সুললিত কাব্যভাষায় চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে । এখানে কয়েকটিমাত্র সুভাসিতের মূল পালিভাষাসহ বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে । উল্লেখ্য, ভগবান বুদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের কোনো না কোনো ঘটনার অনুসরণে শিষ্যদের এই বাণীগুলো দিয়েছিলেন। এখানে আমাদের পাঠ্য অংশে বাণীগুলো উপস্থাপিত করার আগে সেই প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা করা হয়েছে। এই শ্লোকগুলো থেকে আমরা বুদ্ধের বাণীর সঙ্গে যেমন পরিচিত হব, তেমনি পালি ভাষায়-লিপিবদ্ধ এই গ্রন্থের অনুপম সাহিত্যিক মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবগত হব এবং এগুলোকে কেন সুভাসিত বলা হয়েছে তা-ও অনুধাবন করতে পারব।

১ . বুদ্ধের কাছে উপদেশ নিয়ে দুই ভিক্ষু বন্ধু বনে গেলেন যোগসাধনার জন্যে। তাঁদের মধ্যে একজন প্রমাদ ও আলস্যের বশে সাধনায় বেশিদূর অগ্রসর হতে না পারলেও অন্যজন অপ্রমত্ত থেকে অবিচল নিষ্ঠায় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চললেন এবং অবশেষে অর্হত্ত্বও লাভ করলেন। সাধনকাল শেষ হলে উভয় বন্ধু বুদ্ধের কাছে ফিরে এসে যাঁর যেমন ফল লাভ হয়েছে তাঁকে তা বললে বুদ্ধ এই উপদেশবাণীটি দিয়েছিলেন —

অপ্‌পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো।

অবলস্‌সং'ব সীঘস্‌সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।।

**অনুবাদ ঃ** দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, সেরূপ অপ্রমত্ত ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, প্রমত্ত ও সুপ্ত ব্যক্তিদের অতিক্রম করে অতি শীঘ্র পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন।

**অন্বয় ঃ** সুমেধসো = জ্ঞানী ব্যক্তি; পমত্তেসু অপ্‌পমত্তো = প্রমত্তদের মধ্যে অপ্রমত্ত থেকে;

সুত্তেসু বহুজাগরো = সুপ্তদের মধ্যে সদাজাগ্রত থেকে;

অবলস্সং হিত্বা = দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী;

সীঘস্সো ইব = দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায়; যাতি = অগ্রসর হন।

**ব্যাখ্যা ঃ** জন্মমরণসঙ্কুল এই সংসারে মানুষ একনিষ্ঠ সাধনার বলেই আনন্দময় মুক্তির অধিকারী হতে পারে। আর সাধনার পথে তার সব থেকে বড়ো সহায় হলো অপ্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা, সংযম ও চিত্তের বিশুদ্ধতা।

২. শ্রাবস্তীর ৬০ জন ভিক্ষুক বুদ্ধের কাছে যোগশিক্ষা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জনৈকা ভক্তিমতী মহিলার আশ্রয়ে ছিলেন। সেই মহিলা অচিরেই ভিক্ষুদের কাছে যোগশিক্ষা লাভ করে সিদ্ধ হন। ভিক্ষুদের কাছে এই কথা শুনে জনৈক ভিক্ষুক বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সেই মহিলার আশ্রয়ে গিয়ে রইলেন। কিন্তু ভিক্ষুর নিজের চিত্তদৌর্বল্য ছিল, শেষে তা রমণীর কাছে প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে তিনি সেখান থেকে বুদ্ধের কাছে ফিরে আসেন। ঘটনাটি শুনে বুদ্ধ এই উপদেশ দিয়েছিলেন —

দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো।

চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।।

**অনুবাদ ঃ** দুর্দমনীয়, লঘু, যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তের দমন মঙ্গলজনক; দমিত চিত্ত সুখ প্রদান করে।

**অন্বয় ঃ** দুন্নিগ্গহস্স = দুর্নিগ্রহ; লহুনো = লঘু; যত্থকামনিপাতিনো = যথেচ্ছ বিচরণশীল; চিত্তস্স = চিত্তের; দমথো = দমন; সাধু = উত্তম; দন্তং চিত্তং = সংযত চিত্ত; সুখাবহং = সুখাবহ।

**ব্যাখ্যা ঃ** চিত্তকে দমন করে শুদ্ধ করতে না পারলে বাইরের আচারে ফল নেই। " পড়ে রিপু ইন্দ্রের জালে, মন বেড়াচ্ছে ডালে ডালে; কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব কবে অমৃতরস।" গীতায়ও বলা হয়েছে - মন স্বভাবতই চঞ্চল ও দুর্দমনীয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশে আনা যায়।

৩. শ্রাবস্তীর কোনো এক ধনবতী মহিলা একান্ত বুদ্ধবিদ্বেষী পাটিক নামক এক পরিব্রাজককে পুত্রের মতো স্নেহে পালন করতেন। সেই ধনবতী মহিলা লোকমুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনে বুদ্ধকে নিজের গৃহে সমাদরপূর্বক নিয়ে এলে পাটিক বুদ্ধকে এবং সেই মহিলাকে অকথ্যভাষায় গালাগালি দিতে লাগল। এতে মহিলা মর্মাহত হয়েছেন দেখে বুদ্ধ তাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন —

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।

অত্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।।

**অনুবাদ ঃ** পরের দোষত্রুটি, পরের কৃত কিংবা অকৃতকর্মের কথা চিন্তা না করে নিজের ভালোমন্দ কাজের বিচার করা উচিত।

**অন্বয় ঃ** ন পরেসং = পরের ; বিলোমানি = বিচ্যুতি;

ন পরেসং কতাকতং = পরের কৃত ও অকৃত কার্য;

অত্তনো এব = আত্মার, নিজের; কতানি অকতানি চ = কৃত ও অকৃত কাজ সমূহ;

অবেক্খেয্য = দেখা উচিত।

**ব্যাখ্যা ঃ** কোনো কাজ করতে গেলে প্রশংসার চেয়ে সমালোচনারই শিকার হতে হয় বেশি। অনেকসময় নিন্দুকের গলা অকারণেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই কথা যিনি জানেন তিনি যেমন পরের নিন্দায় কান দেবেন না, তেমনি নিজেও পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে শত হাত দূরে থাকবেন। দৃষ্টিটা বাইরের থেকে অন্তরের দিকে ফেরালেই বোঝা যাবে নিজেরই কত কাজ করতে বাকি। সেখানে অপরের ছিদ্র অনুসন্ধান করবার সময় কোথায় ? আত্মানুসন্ধানের পথই হল সঠিক পথ, উন্নতির পথ।

৪. বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ উপাসিকা বিশাখা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে নিজ গুণে সবার মন জয় করে সেখানকার সবাইকে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিয়েছিলেন। বুদ্ধের শিক্ষা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে তিনি শ্রাবস্তীতে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, এবং নানা লোককল্যানকর কাজে প্রচুর দান করে বিশিষ্টা রমণীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর কথা শুনে বুদ্ধ এই গাঁথাটি উচ্চারণ করেছিলেন —

যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহূ।

এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।।

**অনুবাদ ঃ** পুষ্পরাশি থেকে যেমন নানাবিধ মালা প্রস্তুত করা যায়, তেমনি যে মানবজন্ম গ্রহণ করেছে তারও বহুবিধ কুশলকর্ম বা সৎকর্ম করা উচিত।

**অন্বয় ঃ** যথাপি = যেমন; পুপ্ফরাসিম্হা = পুষ্পরাশি থেকে;

কয়িরা মালাগুণে বহূ = নানাবিধ মালা গাঁথা যায়;

এবং = তেমনি; জাতেন মচ্চেন = জন্মের পর মানুষের;

কুসলং বহুং = অনেক কুশল, সৎকর্ম; কত্তব্বং = করা উচিত।

**ব্যাখ্যা ঃ** মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তার বুদ্ধিতে বা বিবেকেই নয়, তা তার হৃদয়েও। প্রেম, দয়া, পরোপকার, সেবা — এইসব সৎ প্রবৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত ফুলের মতোই তার হৃদয়নন্দন সুরভিত করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ফুটে থাকাতেই ফুলের পরিপূর্ণ সার্থকতা নয়, তাদের চয়ন করে, একত্র করে, নানা ছন্দে মালা গাঁথলে তবেই সৌন্দর্যে সৌরভে তারা আরো হৃদয়গ্রাহী, নানা ব্যবহারে আরো উপযোগী হয়ে ওঠে। সদ্‌গুণগুলোও তেমনি হৃদয়ে আবদ্ধ থাকলে অসার্থক। এগুলিকে একত্র করে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তবেই তাদের সার্থকতা। তার মধ্য দিয়েই আসে মানুষের অশেষ কল্যাণ। এই কল্যাণ কার দ্বারা কতটুকু সাধিত হলো তা-ই হলো জীবনের সাফল্যের আসল পরিমাপ।

৫. শ্রাবস্তীর পরম কৃপণ, আনন্দ শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হলে তিনি চণ্ডালপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এই চণ্ডালপুত্র ঘরে এবং বাইরে নিগৃহীত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর পূর্বজন্মের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে তাঁর কদাকার চেহারা দেখে সবাই তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। বুদ্ধ এই চণ্ডাল বালককে দেখে চিনতে পেরে শ্রেষ্ঠীর পূর্বজন্মের পুত্র মূলশ্রীকে ডেকে এনে তার পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং এরপর এই গাথাটি আবৃত্তি করলেন —

পুত্তা ম'থি ধনং ম'থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি।
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং।।

**অনুবাদ ঃ** আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে এরূপ চিন্তা করে নির্বোধ ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (সে বোঝে না) সে নিজেই নিজের নয়, পুত্র কিংবা ধন কী করে তার নিজের হবে।

**অন্বয় ঃ** পুত্তা মে অত্থি = আমার পুত্র আছে; ধনং মে অত্থি = আমার ধন আছে;
ইতি = এরূপ চিন্তা করে; বালো বিহঞ্ঞতি = অজ্ঞলোক দুঃখ পায়;
অত্তা হি = আত্মাই অর্থাৎ আপনিই ; অত্তনো নত্থি = আপনার নয়;
কুতো পুত্তো কুতো ধনং = কোথায় পুত্র কোথায় ধন?

**ব্যাখ্যা ঃ** তৃষ্ণার্ত পথিক যেমন মরীচিকার পিছনে ছুটে প্রাণ হারায়, ধন, পুত্র ইত্যাদির জন্য আকুল হয়ে তেমনি অজ্ঞ মানুষ ডেকে আনে অশেষ দুঃখ। এগুলো না পেলে তার যেমন দুঃখ হয়, পেলেও দুঃখ কিছু কম হয় না। অথচ এগুলো সত্যবস্তু নয়, এগুলো দিয়ে মানুষের ইহলোকের বা পরলোকের কোনো মঙ্গলই সাধিত হবে না। বরং ধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা, জনের জন্য মায়া প্রকৃত কল্যানের পথ রুদ্ধ করে রাখে। বিষয় চিন্তায় মগ্ন থেকে মানুষ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায় না। আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না ঘটতেই একদিন হঠাৎ সব শেষ হয়ে যায়। তারপর অতৃপ্ত বাসনার থেকে আবার জন্ম, আবার ভোগের তৃপ্তি না হতেই মৃত্যু। এইভাবেই বারবার আসা-যাওয়া, দুঃখ ভোগ। আত্মজ্ঞান লাভ হলে তবেই তার অব্যাহতি। তাই বিত্ত, পুত্র কোনোটাই মানুষের প্রকৃত আপনবস্তু নয়। আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়েই সে প্রকৃত প্রিয়বস্তুর সন্ধান পায়।

৬. জেতবন বিহারে এক খর্বকায় স্থবির বামন ছিলেন। তাঁর দৈহিক হ্রস্বতা নিয়ে অনেকেই নানারকম কৌতুক করত, অথচ তিনি অবিচল থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অত্যাচার সমস্তই প্রশান্ত চিত্তে সহ্য করতেন। একদিন এই স্থবিরের কথা উঠলে বুদ্ধ তাঁর সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে এই গাথাটি বলেছিলেন —

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।।

**অনুবাদ ঃ** সংহত শৈল যেরূপ বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয় না, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত হন না।

**অন্বয় ঃ** যথা = যেমন; একঘনো = ঘন, কঠিন; সেলো = শৈল;

বাতেন ন সমীরতি = বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয় না; এবং = তেমন;

পণ্ডিতা = পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ; নিন্দাপসংসাশু = নিন্দাপ্রশংসাতে;

ন সমিঞ্জন্তি = বিচলিত হন না।

**ব্যাখ্যা ঃ** যিনি জ্ঞানী, যাঁর সত্তা অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর জগৎ ভিতরেই বিস্তৃত; বহির্জগতের তাৎপর্য তাঁর কাছে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে। অন্তরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে বাইরের ভালমন্দ, মান-অপমান, নিন্দাস্তুতিকে অনায়াসেই তুল্য জ্ঞান করেন তিনি। পর্বতের মূল ধরিত্রীর যে গভীরে প্রোথিত থাকে, ভূপৃষ্ঠের ঝড়-ঝঞ্ঝার কোনো আলোড়নই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না। বাতাস ধীরই হোক আর প্রবলই হোক পর্বতের কাছে দুইই সমান। সে সব কিছু তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে থাকে অচঞ্চল।

৭. রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্যক্তির প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর পিতা সেই ব্যক্তিকে কৌশলে মুক্ত করে এনে কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লুব্ধচিত্ত সেই পাপী অলংকারের জন্য স্ত্রীর প্রেমকে উপেক্ষা করে তাকে হত্যা করতে গেলে স্ত্রী তাকে খরস্রোতা নদীগর্ভে ফেলে দেয়। পরে সেই রমণী সাধনা করে অল্পদিনে অর্হত্ব লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই গাথাটি বলেছিলেন—

যো স হস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।

একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো।।

**অনুবাদ ঃ** কোনো ব্যক্তি যদি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে জয় করে থাকে, (তার সেই জয়ের চেয়ে) যিনি আত্মজয় করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ রণবিজেতা।

**অন্বয় ঃ** যো সংগামে = যে সংগ্রামে; সহস্সেন সহস্সং = সহস্রগুণ সহস্র;

মানুসে জিনে = মানুষকে জয় করে; ( তার অপেক্ষা)

একম্ অত্তানং জেয্যম্ = যিনি একমাত্র আত্মাকে জয় করেন;

স বে সঙ্গামজুত্তমো = তিনিই উত্তম সংগ্রামজয়ী।

**ব্যাখ্যা ঃ** যে শত্রু চোখের সামনে আছে উপযুক্ত অস্ত্রপ্রয়োগে তাকে বিধ্বস্ত করা হয়তো কঠিন নয়। কিন্তু অদৃশ্য থেকে যে আঘাত হানে তার সঙ্গে যুদ্ধে জেতা সুকঠিন। মানুষের নিজের মনের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম প্রদেশ আর কোথাও নেই। সেই অন্ধকারের আড়াল থেকে যে প্রবল শত্রু আঘাতে আঘাতে মানুষকে জর্জরিত করছে তাদের পরাজিত করে যিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন তিনিই বীরশ্রেষ্ঠ। অন্য শত্রু তাঁর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু বাইরের হাজার শত্রুকে জয় করেও নিজের মনকে যিনি স্ববশে আনতে পারেননি, তাঁর জয়গৌরব সামান্যই।

৮. একবার জেতবনে কয়েকজন ভিক্ষুর মধ্যে বসার জায়গা, শোবার জায়গা ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ এবং বিবাদ বাঁধলে বুদ্ধ এই বিবদমান ভিক্ষুদের ডেকে এই উপদেশটি দিয়েছিলেন —

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো।

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।।

**অনুবাদ ঃ** দণ্ডে সকলে ত্রস্ত হয়, মৃত্যুকে সকলে ভয় করে। অপরকে নিজের মতো মনে করে হত্যা করবে না অথবা আঘাত করবে না।

**অন্বয় ঃ** সব্বে দণ্ডস্স তসন্তি = সবাই দণ্ড থেকে ত্রাস পায়;

সব্বে মচ্চুনোভায়ন্তি = সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে;

অত্তানং উপমং কত্বা = আত্মার বা নিজের সঙ্গে তুলনা করে;

ন হনেয্য ন ঘাতয়ে = কাউকে হত্যা করবে না বা আঘাত করবে না।

**ব্যাখ্যা ঃ** সমস্ত প্রাণীই সুখে আনন্দিত, দুঃখে কাতর, মৃত্যুতে ভীত। এই সহজ লক্ষণগুলি সকলকে বেঁধেছে এক সাধারণ সূত্রে। কিন্তু দুর্জয় ক্রোধ যখন জীবের জ্ঞান কেড়ে নেয়, তখন সব ভুলে তারা নৃশংস হানাহানিতে মত্ত হয় — মারে, মরে। অন্তত মানুষের মনে এই বোধটুকু প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যে, অনুভূতিতে আমরা সবাই সমান। কোনো আঘাত নিজেকে যতখানি কষ্ট দেয়, অপরকেও ততখানিই কষ্ট দেয়। এই উপলব্ধিতে সকল প্রাণীকেই নিজের মতো দেখে যিনি উদ্যত মুষ্টি সম্বরণ করতে পারেন তিনিই মানুষ, তিনিই প্রকৃত পরম যোগী।

৯. কোনো এক সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ভিক্ষুদের মধ্যে তর্কাতর্কি এবং মারামারি হলে বুদ্ধ তাদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন —

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং।

অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।।

**অনুবাদ ঃ** দণ্ডে সকলেই ত্রস্ত হয়, জীবন সকলেরই প্রিয়। সকলকে আত্মোপম জ্ঞান করে প্রাণের হানি অথবা আঘাত করবে না।

**অন্বয় ঃ** সব্বে দণ্ডস্স তসন্তি = সকলেই দণ্ড থেকে ত্রাস পায়;

জীবিতং সব্বেসং পিয়ং = জীবন সকলেরই প্রিয়;

অত্তানং উপমং কত্বা = নিজের সঙ্গে তুলনা করে;

ন হনেয্য ন ঘাতয়ে = কাউকে হত্যা করবে না বা আঘাতে করবে না।

**ব্যাখ্যা ঃ** সমস্ত প্রাণিই সুখে আনন্দিত, দুঃখে কাতর, জীবনে আসক্ত, মৃত্যুতে ভীত। এই সহজ লক্ষণগুলি সকলকে বেঁধেছে এক সাধারণ সূত্রে। তাই 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে', সে জাতির নাম শুধু মানুষজাতি নয় — সে অখিল প্রাণ, সুখে দুঃখে সে এক। কিন্তু দুর্জয় ক্রোধ যখন জীবের জ্ঞান কেড়ে নেয়, তখন সব ভুলে তারা নৃশংস হানাহানিতে মত্ত হয় — মারে, মরে। অন্তত মানুষের মনে এই বোধটুকু প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যে,

অনুভূতিতে আমরা সকলেই সমান। কোনো আঘাত নিজেকে যেমন কষ্ট দেয়, অপরকে ততখানিই কষ্ট দেয়। এই উপলব্ধিতে সকল প্রাণীকেই নিজের মতো দেখে যিনি উদ্যত মুষ্টিকে সম্বরণ করতে পারেন তিনিই মানুষ; তিনিই প্রকৃত পরম যোগী।

১০. শ্রীমা নামক রাজগৃহের কোনো এক মহারূপসী বারাঙ্গনাকে এক ভিক্ষু ভালোবেসেছিলেন। এই ভালোবাসা এত গভীর এবং প্রগাঢ় ছিল যে, শেষপর্যন্ত শ্রীমার কথা ভেবে ভেবে সেই ভিক্ষু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন শ্রীমার দেহান্ত ঘটল। মৃত বারাঙ্গনার দেহ যেন তৎক্ষণাৎ সৎকার করা না হয় এবং অন্তত চতুর্থ দিন পর্যন্ত যেন দেহ রাখা হয় সেভাবে বুদ্ধ আদেশ দিলেন। চতুর্থ দিন এই শবদেহ বিকৃত ও বীভৎস হয়ে উঠলে সেই প্রেমিক ভিক্ষুর মোহভঙ্গ হয়। তখন শ্মশানে সমবেত সকলকে বুদ্ধ জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে এই উপদেশবাণীটি দিয়েছিলেন —

পস্স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্সিতং।

আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্স নত্থি ধুবং ঠিতি।।

**অনুবাদ ঃ** চিত্রিত, অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত (অস্থি দ্বারা ঋজুকৃত) সমুন্নত, আতুর এবং বহু সংকল্পপূর্ণ বিম্বসদৃশ এই দেহমূর্তি দেখো — যার কোনো ধ্রুব স্থিতি নেই।

**অন্বয় ঃ** চিত্তকতং = চিত্রীকৃত; অরুকায়ং = ক্ষতপূর্ণ; সমুস্সিতং = অস্থিসমুন্নত;

আতুরং = রোগাতুর; বহুসঙ্কপ্পং = নানা সংকল্পপূর্ণ; বিম্বং = এই দেহকে;

পস্স = দেখ; যস্স ধুবং ঠিতি নত্থি = যার ধ্রুব স্থিতি বা স্থায়িত্ব নেই।

**ব্যাখ্যা ঃ** যেসব বস্তু মিলে মিশে এই দেহ তৈরি হয়েছে তাদের বেশির ভাগের নামেই ঘৃণায় কুঞ্চিত হয় আমাদের নাসিকা। আর এই বস্তুগুলির কোনোটাই অবিনাশী নয়, সবকটিই অনিত্য। অথচ মানুষ পতঙ্গের মতোই ঝাঁপ দেয় রূপের আগুনে, পুড়েও মরে। রূপের নেশায় যে উন্মাদ, সে ভাবে না যে, দেহের রূপ শুধুই চামড়া দিয়ে মোড়া এক অকিঞ্চিৎকর বস্তু। যে দেহের পরিণাম চিন্তা করে রূপের মোহ তার কাছে তুচ্ছ, তার লক্ষ্য হলো অরূপকে লাভ করা।

### ১.২.২ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

অভিজ্ঞান শকুন্তলম মহাকবি কালিদাসের রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। নাটকটি সংস্কৃতে লিখিত হলেও এর পাত্রপাত্রীরা সবাই সংস্কৃতে কথা বলেননি। রাজা সংস্কৃতে কথা বললেও নাটকের সাধারণ চরিত্রগুলো প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেছে। এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বিধৃত কাহিনিতে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের এই অঙ্কে রাজার রক্ষী দুজন ও ধীবর মাগধী-প্রাকৃতে কথা বলেছে।

মহর্ষি কন্বের আশ্রম থেকে বিদায় নেবার আগে রাজা দুষ্যন্ত নিজের নামাঙ্কিত

একটি আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে যান। পরে স্বামীগৃহে যাওয়ার পথে শচীতীর্থে আংটিটি শকুন্তলার আঙুল থেকে জলে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি রুইমাছ আংটিটি গিলে ফেলে। কোনো এক ধীবর মাছটি ধরলে তার পেটে আংটিটি পায় এবং এটি বিক্রয় করতে গেলে রাজার রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। আংটিটি পেয়ে রাজার শকুন্তলার কথা মনে পড়ে।

নাট্যকাহিনির এই অংশটি নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে।

**লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ঃ**

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের উল্লিখিত ষষ্ঠ অঙ্কে সাহিত্যিক প্রাকৃতের শৌরসেনী এবং মাগধী উপভাষা স্থান পেয়েছে। এখানে রক্ষী ও ধীবর মাগধী উপভাষায় এবং নাগরক শৌরসেনী উপভাষায় কথা বলেছে। এজন্যই রক্ষী দুজন ও ধীবরের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে মাগধী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন—

১। শিস্ ধ্বনির ব্যবহারে কেবল 'শ'-এর প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। যথা- শমাশাদিদে; ঈদিশশ্শ; ভাবমিশ্শা ইত্যাদি।

২। র এখানে 'ল'-তে রূপান্তরিত হয়েছে; যেমন, শক্রাবতারবাসী>শক্কাবতালবাশী; রাজকীয়ঃ>লাঅকীএ;

৩। জ্ঞ>এ্ঞএ্ঞ; উদাহরণ— রাজ্ঞা>লএ্ঞএ্ঞ।

৪। ক্ষ>স্ক; উদাহরণ— প্রেক্ষামি>পেস্কামি; প্রেক্ষসে>পেস্কসি।

৫। অ-কারান্ত ঃ>এ; যেমন— রাজকীয়ঃ>লাঅকীএ; ঈশ্বর ঃ>ঈশলে।

অপরদিকে নাগরকের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। যেমন—

১। ঘোষীভবন— তথা>তধা; কথয়তি>কধেদু।

২। শিস্ ধ্বনি হিসাবে কেবল 'স'-এর ব্যবহার; যেমন-- বিস্রগন্ধ>বিস্সগন্ধ; বিমর্ষিতব্য>বিময়িসিদব্বো।

৩। অ-কারান্ত বিসর্গ>ও; যেমন— সম্মিতঃ>সম্মিদো; প্রসাদীকৃতঃ>পসাদিকিদো।

৪। জ্ঞ>ণ্ণ; আজ্ঞাপয়তি>অণ্ণাবেদি>আণবেদি।

**অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ঃ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা—**

**১. প্রাকৃত ঃ**

রক্ষিণৌ ঃ ( পুরুষং তাড়ায়িত্বা) হন্ডে কুম্ভীলআ, ক্বধেহি কহিং তুঅ এশে মহালদণভাশুলে উক্কিণ্ণামক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুঁলীঅএ শমাশাদিদে।

ধীবরক ঃ (ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমি্শ্শা, ণ হগে ঈদিশশ্শ অকয্যশ্শ কালকে।

প্রথম ঃ কিং ণু ক্খু শোহণে বম্হণে শি ত্তি কদুঅ লঞ্ঞা পলিগ্গহে  দিণ্ণে।

ধীবরক ঃ শুণধ দাব হগে ক্খু শক্কাবদালবদালবাশী ধীবলে।

দ্বিতীয় ঃ হন্ডে পাডচ্চলা, কিং তুমং অস্মেহিং যাদিং বশদিং চ পুশ্চিদে।

নাগরক ঃ সুঅঅ, কধেদু সব্বং কমেণ। মাণং পডিবন্ধেধ।

উভৌ ঃ সং লাউত্তে আণবেদি। লবেহি লে লবেহি।

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

রক্ষিদ্বয় ঃ ওরে চোর, বল্ কোথায় তুই এই মহারত্নসমুজ্জ্বল রাজকীয় নামাক্ষর ক্ষোদিত আংটি পেয়েছিস্?

ধীবর ঃ মহাশয়েরা প্রসন্ন হোন। আমি এরকম অকাজ করতে পারি না।

প্রথম ঃ তাহলে কি একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে রাজা তোকে ( এই আংটি) উপহার দিয়েছেন।

ধীবর ঃ আপনারা তবে শুনুন। আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর।

দ্বিতীয় ঃ ওরে সিঁধেল চোর, আমরা কি তোকে তোর জাতি ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞেস করেছি?

নগররক্ষী ঃ সূচক! বাধা দিও না। একে আনুপূর্বিক সব কথা বলতে দাও।

উভয়ে ঃ প্রভু, আপনি যেমন আদেশ করেন। বল্ তবে বল্।

**লক্ষণীয় টীকা**

রাজকীয় ঃ > লাঅকীএ ; র > ল ; ‘য়’ লুপ্ত ; পদান্ত অঃ > এ।

অঙ্গুরীয়কঃ > অঙ্গুলীঅএ ; র > ল ; পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন অঃ > এ।

কথয় > কধেহি ; থ > ধ, পদমধ্যবর্তী অঘোষ বর্ণের ঘোষবত্বা।

এষঃ > এশে।

কুম্ভীলক > কুম্ভীলআ।

সমাসাদিতঃ > সমাশাদিদে ; শ > স, ত > দ

মহারত্নভাসুরঃ > মহালদণভাশুলে ; র > ল , ত> দ ; ন > ণ ;

পদান্ত অঃ > এ।  স > শ

উৎকীর্ণ নামাক্ষরঃ > উক্কিণ্ণণামক্খলে ; র > ল, পদান্ত অঃ > এ।

রাজ্ঞা > লঞ্ঞা ; র > ল, জ্ঞ > ঞ্ঞ।

অহকে > হগে।

অকার্যস্য > অকয্যশ্শ।

প্রসীদন্তু > পশীদন্তু ; স > শ।

ভাবমিশ্রা > ভাবমিশ্শা।

কারকঃ > কালকে ; র > ল, পদান্ত অঃ > এ।

ঈদৃশস্য > ঈদিশশ্শ ; ঋ > ই , স > শ।

শক্রাবতারবাসী > শক্কাবদালবাশী।

অস্মাভিঃ > অস্মেহিং ; অ-কার ব্যতীত অন্য স্বরের পর বিসর্গ লুপ্ত।

পুচ্ছিতঃ > পুশ্চিদে ; চ্ছ > শ্চ, ত > দ, পদান্ত অঃ > এ।

শোভণঃ > শোহণে ; ভ > হ - মহাপ্রাণবর্ণের হ'-কার পরিণতি, পদান্ত অঃ > এ।

রাজযুক্তঃ > লাউত্তে , পদান্ত অঃ > এ, র > ল।

পরিগ্রহঃ > পলিগ্গহে ;  র > ল, পদান্ত অঃ > এ।

কৃত্বা > কদুঅ , 'কৃ' ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ স্থানে 'দুঅ' হয়।

আজ্ঞাপয়তি > অগ্গাবেদি > আণবেদি।

**২. প্রাকৃত ঃ**

ধীবরক ঃ শে হগে যালবডিশগ্গহুদীহিং মশ্চবন্ধণোবাএহিং কুডুম্বভলণং কলেমি।

নাগরক ঃ ( প্রহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং দে আজীবো।

ধীবরক ঃ ভস্টকে, মা এবং ভণ —

শহযে কিল যে বিণিন্দিদে

ণ হু শে কম্ম বিবয্ষণীঅকে

পশুমালী কলেদি দালুণং

অনুকম্পামিদুলে যে শোণিকে।

নাগরক ঃ তদো তদো।

ধীবরক ঃ অধ একদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খন্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলত্তন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅন্তং ণং দংশঅন্তে য্যেব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ আঅসে। অধুনা মালেধ বা কুস্টেধ বা।

**বঙ্গানুবাদ**

ধীবর ঃ (সেই) আমি জাল, বড়শি প্রভৃতি মৎস্যশিকারের উপকরণের সাহায্যে আমার আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন করি।

নগররক্ষী ঃ (হেসে) তোমার জীবিকা বিশুদ্ধ বটে।

ধীবর ঃ মহাশয়, এরূপ কথা বলবেন না। সহজাত বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হলেও পশুঘাতী কশাইকে নিষ্ঠুর কাজ করতে হয়।

নগররক্ষী ঃ তারপর, তারপর?

ধীবর ঃ তারপর একদিন আমি একটি রুই মাছকে খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম। সেই সময়ে তার উদরের মধ্যে এই মহারত্নসমুজ্জ্বল আংটি দেখতে পাই। পরে, এখানে বিক্রির জন্য একে দেখাবার সময় মহাশয়গণের দ্বারা ধৃত হয়েছি। আংটি প্রাপ্তির ইতিহাস এটুকুই। এখন আপনারা আমাকে মারুন অথবা কাটুন।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ**

জালবড়িশপ্রভৃতিভিঃ > যালবডিশপ্পহুদীহিং ( ৩য়ার বহুবচন)।

মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ > মশ্চবন্ধণোবাএহিং।

মৎস্য > মশ্চ।

ভর্তৃকঃ > ভস্টকে ; পদান্ত অঃ > এ, র্ত >স্ট।

খলু > ক্খু > খু > হু।

সহজঃ > শহযে ; স > শ , জ > য, পদান্ত অঃ > এ।

প্রেক্ষামি > পেস্কামি; ক্ষ > স্ক।

বিক্রয়ার্থম > বিক্কঅস্তুং , র্থ > স্তু

অত্রকঃ > এত্তিকে

কূট্টয়থ > কুট্টেধ > কুস্টেধ।

শৌনিকঃ > শোণিএ।

বিবর্জনীয়কঃ > বিবয্যণীঅকে।

করোসি > কলেসি।

পশুমারী > পশুমালী।

কল্পিতঃ > কপ্পিদে।

আগমঃ > আগমে।

**৩. প্রাকৃত ঃ**

নাগরক ঃ (অঙ্গুরীয়কম আঘ্রায়) জানুঅ, মচ্ছোদর - সংঠিদং তি ণত্থি সংদেহো। তঠা অঅং বিস্সগন্ধো। আগমো দাণিং এদস্স বিমরিসিদব্বো তা এধ। রাউলং জেব গচ্ছম্হ।

রক্ষিণৌ ঃ ( ধীবরং প্রতি) গশ্চ লে গণ্ঠিশ্চেদআ গশ্চ। ( ইতি পরিক্রামন্তি)

নাগরক ঃ সূঅঅ, ইধ গোউরদুআরে অপ্পমত্তা পডিবালেধ মংজাব রাঅউলং পবিসিঅ নিক্কমামি।

উভৌ ঃ পবিশদু লাউত্তে শামিপ্পশাদস্তং।

নাগরক ঃ তধা। ( ইতি নিষ্ক্রান্ত ঃ )

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

নগররক্ষী ঃ ( আংটির ঘ্রাণ নিয়ে) জানুক, এই আংটি যে মাছের পেটে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই — আমিষ গন্ধ সে জন্যই। এখন এর ইতিহাস চিন্তা করা উচিত। এস, আমরা রাজবাড়িতে যাই।

রক্ষিদ্বয় ঃ ওরে, গ্রন্থিচ্ছেদক! চল্ চল্ । ( সকলের পরিক্রমণ)

নগররক্ষী ঃ সূচক, আমি যতক্ষণ না রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে আসি ততক্ষণ তোমরা নগরদ্বারে সতর্কতার সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

রক্ষিদ্বয় ঃ রাজার অনুগ্রহ লাভার্থে আপনি প্রবেশ করুন।

নগররক্ষী ঃ তাই হোক। ( প্রস্থান)

**লক্ষণীয় টীকা ঃ**

বিস্রগন্ধঃ > বিস্সগন্ধো ; পদান্ত অঃ > ও।

বিমর্ষিতব্য > বিমরিসিদব্বো।

গ্রন্থিচ্ছেদক + আ (সম্বোধনের একবচনে) > গণ্ঠিশ্চেদআ ; শব্দের আদিতে 'র' ফলা লুপ্ত ; চ্ছ > শ্চ।

গোপুরদ্বারে > গোউরদুআরে।

প্রতিপালয়ত > পডিবালেধ। শব্দের আদিতে 'র' ফলা লুপ্ত ; ত > ড, অয় > এ।

স্বামি-প্রসাদার্থং > শামিপ্পশাদস্তং , র্থ > স্ত।

রাজকুলম্ > রাঅউলং ; 'জ' ও 'ক' লুপ্ত।

নিষ্ক্রমামি > নিক্কমামি।

**৪. প্রাকৃত ঃ**

সূচক ঃ যাণুঅ , চিলাঅদি লাউত্তে।

জানুক ঃ ণং অবশলোবশপ্পণীআ খু লাঅণো হোন্তি।

সূচক ঃ যাণুঅ, স্ফুলন্তি মে অগ্গহস্তা ( ধীবরং নির্দ্দিশ্য) ইমং গণ্ঠিশ্চেদঅং বাবাদেদুং।

ধীবরক ঃ ণালিহদি ভাবে অকালণমালকে ভবিদুং।

জানুক ঃ (বিলোক্য) এশে অস্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ্হি অ লাঅশাশনং। ( ধীবরং প্রতি)

তা শউলাণং মুহং পেস্কশি অথবা গিদ্ধশিআলাণং বলী ভবিশ্শশি।

নাগরক ঃ ( প্রবিশ্য) শিগ্ঘং শিগ্ঘং এদং ( ইতি অর্দ্ধোক্তে)

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

সূচক ঃ জানুক, প্রভু বিলম্ব করছেন।

জানুক ঃ অবসর বুঝে রাজার কাছে যেতে হয়।

সূচক ঃ ( ধীবরকে দেখিয়ে) জানুক, এই গ্রন্থিচ্ছেদককে বধ করার জন্য আমার আঙুল চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ধীবর ঃ আমাকে অকারণে বধ করা আপনার উচিত নয়।

জানুক ঃ ( নেপথ্যে দৃষ্টিপাত) এই যে আমাদের প্রভু রাজার আদেশ নিয়ে আসছেন। ( ধীবরকে লক্ষ্য করে) তুই কুকুরের মুখ দেখবি অথবা তোকে শিয়াল ও শকুনের বলি হতে হবে।

নগররক্ষী ঃ ( প্রবেশ করে) শীঘ্র শীঘ্র একে ( অসমাপ্ত উক্তি)

ধীবর ঃ হায়, আমি মারা গেলাম ( বিষাদের অভিনয় করল)

**লক্ষণীয় টীকা ঃ**

স্ফূরন্তি > স্ফুলন্তি।

অগ্রহস্তা > অগ্গহস্তা।

চিরায়তে > চিলাঅদি।

ব্যাপাদয়িতুম্ > বাবাদেদুং ; প > ব, ত > দ, অয় > এ।

নোইতি > নালিহদি।

ঈশ্বরঃ > ঈশলে।

অবসরোপসর্পনীয়াঃ > অবশলোবমপ্পণীআ।

শ্বকুলানাম্ > শউলাণং।

রাজানঃ > লাআণো।

প্রেক্ষসে > পেস্কশি।

গৃধ্র-শৃগালালাম্ > গিদ্ধশিআলাণং।

গ্রন্থিচ্ছেদকম্ > গণ্ঠিশ্চেদঅং।

রাজাশাসনম্ > লাঅশাশণং।

**৫. প্রাকৃত ঃ**

নাগরক ঃ মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোজীবিণং। উববণ্ণো সে কিল অঙ্গুলীঅস্‌স আঅসো। অম্‌হ-সামিণা জেব মে কধিদং।

সূচক ঃ যথা আণবেদি লাউত্তে। যমবশিদং গদুঅ পড়িনিউত্তে ক্‌খু এশে। ( ইতি ধীবরং বন্ধনান্‌ মোচয়তি)

ধীবরক ঃ ( নাগরকং প্রণম্য) ভস্টকে, তব কেলকে মম যীবিদে। ( ইতি পাদয়োঃ পততি)।

নাগরক ঃ উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি, এসো ভট্টিণা অঙ্গুলীঅমুল্লসম্মিদো পারিদোসিও ( দ পসাদীকিদো। তা গেণ্‌হএদং। ইতি ধীবরায় কটকং এযচ্ছতি)।

ধীবরক ঃ ( সহর্ষং প্রতিগৃহ্য) অনুগ্‌গহিদে স্মি।

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

নগররক্ষী ঃ ছেড়ে দাও, এই ধীবরকে ছেড়ে দাও। আংটির ইতিহাস প্রমাণিত হয়েছে। আমার প্রভুই আমাকে বলেছেন।

সূচক ঃ প্রভু যেমন আদেশ করেন। মানুষটি যমের বাড়ি থেকে ফিরে এল ( ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করল)।

ধীবর ঃ ( নগররক্ষীকে প্রণাম করে) প্রভু, আপনার জন্যই আমার জীবন পেলাম ( চরণে পতিত)।

নগররক্ষী ঃ ওঠো, ওঠো, প্রভু আংটির সমমূল্যের একটি পুরস্কার সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে দিয়েছেন, তুমি গ্রহণ করো।

ধীবর ঃ ( সানন্দে গ্রহণ করে) আমি অনুগৃহীত হলাম।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ**

অস্মৎ-স্বামিনা > অম্‌হ-সামিনা।

জীবিতম > যীবিদে ; জ > য, ত > দ

প্রতিনিবৃত্তঃ > পড়িনিউত্তে ; শব্দের আদিস্থিত ‘র’-ফলার লোপ, ঋ > উ, অকারান্ত অঃ > এ।

অঙ্গুরীয়কমূল্য সম্মিতঃ > অঙ্গুলীঅমুল্লসম্মিদো ; র > ল, ত > দ, পদান্ত অঃ >ও।

পসাদীকৃতঃ > পসাদিকিদো।

পারিতোষিকঃ > পারিদোষিঅ।

উপপন্নঃ > উববণ্ণো ; প > ব , পদান্ত অঃ > ও।

তব কেরকে > তব কেলকে ; র > ল।

গৃহান > গেণ্‌হ ; ঋ > এ।

**৬. প্রাকৃত ঃ**

জানুক ঃ  এশে ক্খু লঞ্ঞগ্গ তধা ণাম অনুগ্গহিদে যং শূলাদো ওদালিঅ হস্তিস্কন্ধং শমালোবিদে।

সূচক ঃ  লাউত্তে, পালিদোশিএ কঠেদি মহালিহলদণেণ তেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমদেণ হোদব্বংতি।

নাগরক ঃ ণং তস্সিং ভট্টিণো মহারিহরদণং তি ণ পরিদোসো। এত্তিঅং উণ।

উভৌঃ কিং ণাম —

নাগরক ঃ তক্কেমি  তস্স দংসণেণ কো বি হিঅট্ঠিদো জণোভট্টিণো সুমরীদো ত্তি। জদো তং পেক্খিঅ মুহুত্তঅং পইদিগম্ভীরোবি পজ্জস্সুঅমণো আসি।

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

জানুক ঃ এই ব্যক্তিকে রাজা এমনভাবে অনুগৃহীত করলেন যেন শূল থেকে নামিয়ে এনে তাকে হাতির পিঠে বসানো হলো।

সূচক ঃ রাজপুত্র, পারিতোষিক দেখে মনে হয়, মহামূল্য রত্নখচিত সেই আংটি রাজার অত্যন্ত মনোনীত হয়েছে।

নগররক্ষী ঃ আংটিতে মহামূল্য রত্ন আছে বলেই যে রাজার পরিতোষ তা নয় — এতে আরও (কথা) আছে।

উভয়ে ঃ তা কী?

নগররক্ষী ঃ আমার মনে হয়, এই আংটি দেখে তাঁর (রাজার) হৃদয়স্থিত কোনো প্রিয়জনের কথা স্মরণে এসেছে; কারণ আংটি দেখে স্বভাবত গম্ভীর হলেও তিনি মুহূর্তকালের জন্য বিচলিতচিত্ত হয়েছিলেন।

তর্কয়ামি > তক্কেমি।

শূলাৎ > শূলাদো।

অবতীর্য > অবতারিয় > ওদালিঅ ; অব > ও।

সমারোপিত ঃ > শমালোবিদে ; স > শ, র > ল

স্মৃত ঃ > স্মরিত ঃ > সুমরিদো ; ত > দ , পদান্ত অঃ > ও।

প্রেক্ষা > পেক্খিঅ ; শব্দের আদিতে 'র' ফলার লোপ; ক্ষ  > ক্খ।

হৃদয়স্থিতঃ > হিঅট্ঠদো।

পর্য্যুৎসুকমনাঃ > পজ্জস্সুঅমণো।

**৭. প্রাকৃত ঃ**

সূচক ঃ তোশিদে দাণিং ভস্টা লাউত্তেণ।

জানুক ঃ ণং ভণামি ইমশ্‌শ মশ্চলীশত্তুণো কিদো ত্তি। ( ইতি ধীবরম অসূয়য়া পশ্যতি)

ধীবরক — তস্টকা ইদো অদ্ধং তুস্মাণং পি শূলামূল্লং ভোদু।

জানুক ঃ ধীবল, মহত্তলে শংপদং মে পিঅবঅশ্‌শকে সংবুত্তে শি। কাদম্বলী — শদ্ধিকে ক্‌খু পঢ়মং অস্মাণং শোহিদে ইশ্চীঅদি। তা শুণ্ডিকাগালং যেব গশ্চস্ম। ( ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

সূচক ঃ রাজপুত্র, তা হলে প্রভু আপনার দ্বারা তুষ্ট হয়েছেন।

জানুক ঃ আমি বলব এই মৎস্যঘাতী জেলের জন্যই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। ( ধীবরের প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিপাত)

ধীবর ঃ মহাশয়গণ এর ( পারিতোষিকের) অর্ধেক আপনাদের সুরার মূল্য হোক।

জানুক ঃ ধীবর, তুমি মহৎ, তুমি এখন আমাদের প্রিয় বন্ধু হলে। আমার ইচ্ছা আমাদের এই প্রথম সৌহার্দ্য সুরা সাক্ষী করে স্থাপিত হোক। অতএব চল, আমরা শুঁড়ির দোকানে যাই। (সকলের প্রস্থান)

**লক্ষণীয় টীকা ঃ**

সৌহৃদং > শোহিদে ; ঔ > ও, স > শ , ঋ > ই , কর্তৃকারকের একবচনে এ।

ভর্ত্তা > ভস্টা।

ইষ্যতে > * ইচ্ছ্যতে > ইশ্চীঅদি ; চ্ছ > শ্চ, ত > দ।

মৎস্য শত্রোঃ > মশ্চলীশত্তুণো।

মৎস্য > মচ্ছলী > মশ্চলী।

সুরামূল্যম্ > শূলামূল্লং

মহত্তরঃ > মহত্তলে ; র > ল , পদান্ত অঃ > এ।

প্রিয়বয়স্যকঃ > পিঅবঅশ্‌শকে।

শৌণ্ডিকাগারম্ > শুণ্ডিকাগালং

গচ্ছাম > গশ্চম।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ধীবর প্রাকৃতের কোন উপভাষায় কথা বলেছে তা ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণসহ উপস্থাপিত করুন।

২। নাগরকের ভাষা বিশ্লেষণ করে এটি কোন সাহিত্যিক প্রাকৃতে লেখা নির্দেশ করুন।

**সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি ঃ**

১ বঙ্গানুবাদ করুন ঃ

(ক) অধ একদিঅংশ মত্র লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্ ভন্তলে এদং মহাল দণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅস্তং ণং দংশঅন্তে যে্ যব গহিদে ভাবমিশ্ শেহিং।

(খ) জানুঅ, মচ্ছোদর-সংঠিদং তি ণথি সংদেহো। তধা অঅং বিস্সগন্ধো। আগমো দাণিং এদস্স বিমরিসিদব্বো। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছম্হ।

(গ) এশে অস্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ্হিঅ লাঅশাশণং। (ধীবরং প্রতি) তা শউলাণং মুহং পেস্কশি অথবা গিদ্ধাশিআলাণং বলী ভবিশ্শশি।

২। ব্যাখ্যা লিখুন ঃ

(ক) "শহযে কিল যে বিণিন্দিদে
ণ হু শে কম্প বিবষ্যণীঅকে
পশুমালী কলেদি দালুণং
অনুকম্পামিদুলে বে শোণিকে।"

## ১.২.৩ হালের 'গাহাসত্তসঈ' (১-১০)

'গাহাসত্তসঈ' (গাথাশপ্তশতী) শীর্ষক প্রাকৃত কবিতার সর্বাপেক্ষা পুরোনো যে সংগ্রহ গ্রন্থটি পাওয়া গেছে, তার সংগ্রহকর্তার নাম হল হাল। অনেকেই হালকে অন্ধ্রের রাজা সাতবাহন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজের নামে কয়েকটি গাথাও পাওয়া গেছে। অনেকের মতে রাজা সাতবাহন বা হাল নিজে এই গাথাগুলো সংগ্রহ করেননি; সম্ভবত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য কেউ এগুলো সংগ্রহ করে পৃষ্ঠপোষক রাজার নামেই সমর্পণ করেছিলেন।

এই গাথাগুলোর রচয়িতা অনেক কবির নাম পাওয়া গেছে ; এঁদের মধ্যে আবার অনেক মহিলা কবিও রয়েছেন। গাথাগুলো সম্ভবত ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। এগুলোর বেশির ভাগেরই বিষয় হচ্ছে আদিরসাত্মক। গাথাগুলো মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লিখিত ; তবে কোথাও কোথাও এগুলোর ভাষা অপভ্রংশের দ্বারা প্রভাবিত।

নীচে আমাদের পাঠ্যান্তর্গত ১২ টি গাথার মূল সহ বাংলা অনুবাদ এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র নির্দেশ করা হল।

১ . সহি ইরিসি ব্বিঅ গই মা রুব্বসু তিরিঅ-বলিঅ-মুহঅন্দং।

এআণং বাল-বালুঙ্কি-তন্তু-কুডিলাণং পেম্মাণং।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** সখি, প্রেমের এরূপই গতি বা স্বভাব যে প্রেম নতুন কর্কটী গাছের লতার মতো কুটিল। তোমার চাঁদের মতো মুখ বাঁকা করে কেঁদো না।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** রুব্বসু = রু (ক্রন্দন করা) অনুজ্ঞা ( লোট) মধ্যম পুরুষ একবচন।

তির্যক্-বলিত > তিরিঅ-বলিঅ।

প্রেম্নাম্ > পেম্মানং।

এতানাম্ > এআণং।

ঈদৃশী > ইরিসি।

গতিঃ > গই ; স্বরমধ্যবর্তী ত এবং পদান্ত বিসর্গ লুপ্ত।

মুখচন্দ্রম্ > মুহঅন্দং ; খ > হ , স্বরমধ্যবর্তী চ লুপ্ত।

২. রন্ধণ কম্মণিউণিএ মা জুরসু রত্তপাডল-সুঅন্ধং।

মুহমারুঅং পি অন্তো ধুমাই সিহী ণ পজ্জলই।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** রন্ধন-কর্মে নিপুণা, ( তুমি) রাগ কোরো না; তোমার লোধ্র ফুলের মতো সুগন্ধ মুখের বাতাস পান করে আগুন জ্বলছে না কেবল ধোঁয়াচ্ছে।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** রন্ধনকর্মনিপুণিকে ( সম্বোধনে) > রন্ধণকম্মণিউণিএ।

রক্ত-পাটল > রত্ত-পাডল।

ধূমায়তে > ধূমাই ।

শিখী > সিহী ; শ>স, খ>হ

প্রজ্জ্বলতি > পজ্জলই; 'র'-ফলা, 'ব'-ফলা ও 'ত' লুপ্ত।

মুখমারুতম > মুহমারুঅং।

৩. অমঅমঅ গঅণ-সেহর রঅণী-মুহ-তিলঅ চন্দ দে ছিবসু।

ছিত্তো জেহিং পিঅঅমো মমংপি তেহিং চিঅ করেহিং।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** চন্দ্র, তুমি অমৃতময়, আকাশের মুকুট ও রজনীর অলংকার স্বরূপ। আমাকে তুমি তোমার সেই কিরণ দিয়েই স্পর্শ করো, যে কিরণ দিয়ে আমার প্রিয়তমকে স্পর্শ করে এসেছ।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** অমৃতময় > অমঅমঅ ; ঋ > অ, স্বরমধ্যবর্তী 'ত' লুপ্ত।

গগনশেখর > গঅণ-সেহর

রজনীমুখতিলক > রঅণীমুহ-তিলঅ।

ছিবসু = ক্ষিপ্ + অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষ একবচন.

ক্ষিপ্তঃ > ছিত্তো ; পদের আদিস্থিত ক্ষ > ছ ; প্ত > ত্ত (= সমীভবন) ; অ-কারান্ত বিসর্গ > ও

৪. পিঅবিরহো অপ্পিঅদংসণং অ গরুআই দো বি দুক্খাইং।

জিএঁ তুমং কারিজ্জসি তিএঁ ণমো আহিজাঈএ।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** সেই আভিজাত্যকে নমস্কার যে আভিজাত্য দু-ধরনের দুঃখ নিয়ে আসে। এক, প্রিয়তমের সঙ্গে বিচ্ছেদ; ( আর এক, আমার মতো) অপ্রিয়া নারীর দর্শন।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** অপ্রিয়দর্শনম > অপ্পিঅদংসণং

দর্শনম > দংসণং ( স্বতোনাসিক্যীভবন)

নমঃ > নমো ; পদান্ত অঃ > ও।

আভিজাত্যে > আহিজাইএ.

কার্য্যসে > কারিজ্জসি।

৫. দিট্ঠা চূআ অগ্ঘাইআ সুরা দক্খিণাণিলো সহিও।

কজ্জাইং ব্বিঅ গরুআইঁ মামি কো বল্লহো কস্স।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** আম্রমুকুল দেখা দিয়েছে, সুরার গন্ধ পাওয়া গিয়েছে, বসন্তের বাতাসও স্পর্শ করলাম। কিন্তু মামী, তার কর্তব্যই বড়ো হলো। কেই বা কাহার প্রিয়।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** সহিতঃ > সহিও।

গুরুকানি > গরুআই।

চূতাঃ > চূআ।

আঘ্রায়িতাঃ > অগ্ঘাইআ।

বল্লভঃ > বল্লহো।

৬. অজ্জ মএ তেণ বিণা অণুহূঅসুআইং সংভরন্তীএ।

অহিণবমেহাণং রবো ণিসামিও বজ্ঝপডহো ব্ব।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** তার সঙ্গে পূর্বসুখ স্মরণ করে সে কাছে না থাকাতে নতুন মেঘের শব্দকে আমি বধ্যভূমির ঢাকের আওয়াজের মতো মনে করছি।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** সংস্মরন্ত্যা > সংভরন্তীএ, শর্তৃ ৬ষ্ঠী একবচন ( স্ত্রীলিঙ্গ)

বধ্যপটহঃ > বজ্ঝপডহো; ধ > জ্ঝ , ট > ড, পদান্ত অঃ > ও।

নিশামিতঃ > ণিসামিও।

৭. আরম্ভন্তস্স ধুঅং লচ্ছী মরণং বা হোই পুরিসস্স্

তং মরণং অণারম্ভে বি হোই লচ্ছী উণ ণ হোই।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** কোনো কাজ আরম্ভ করলে লোক নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ করে বা (তার) মৃত্যু হয়, কিন্তু কাজ আরম্ভ না করলে মৃত্যু আসতে পারে কিন্তু লক্ষ্মী কখনোই লাভ হয় না।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** লক্ষ্মীঃ > লচ্ছী ; ক্ষ্মী > চ্ছী

আরভমানস্য > আরম্ভন্তস্স

পুনঃ > উণ

ধ্রুবম্ > ধুঅং

ভবতি > হোই ; ভব > হো (ভ > হ , অব > ও) , স্বরমধ্যবর্তী ত লুপ্ত।

৮. বিরহাণলো সহিজ্জই আসাবন্ধেণ বল্লহজণস্স।

এক্কগ্গাম-পবাসো মাএ মরণং বিসেসেই।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** প্রিয়জনের আগমনের বা মিলনের আশায় বিরহানল সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রিয়জনের সঙ্গে একই গ্রামে বাস করে যদি মিলন না হয় তবে মরণই যা, তা থেকে ভাল।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** সহ্যতে > সহিজ্জই

মাতঃ > মাএ ; ( সম্বোধনে)।

বল্লভজনস্য > বল্লহজনস্স

এক-গ্রাম-প্রবাসঃ > এক্কগ্গাম-পবাসো

বিশেষয়তি > বিসেসেই ; শ, ষ > স, অয় > এ, 'ত' লুপ্ত।

৯. কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ।

অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কে জীঅই।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** এই পৃথিবীতে ছলনাহীন প্রেম দেখা যায় না, যদি সম্ভব হয় ( ছলনাশূন্য প্রেম) তবে কারই বা বিরহ আর বিরহ হলে কেই বা বাঁচে।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** কৈতব-রহিতম > কইঅব-রহিঅং

হোন্তম্মি = ভূ + শর্তৃ পুংলিঙ্গ ৭মীর একবচন

প্রেমম্ >পেম্মং ; আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত ,শ্বাসাঘাতজনিত কারণে একক ব্যঞ্জন ম >ম্ম , অন্ত্যব্যঞ্জন ম > ং।

নাস্তি > নত্থি ; যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর আ > অ।

জীবতি > জীঅই

১০. রূঅং অচ্ছিসু ঠিঅং ফরিসো অংগেসু জম্পিঅং কণ্ণে।

হিঅঅং হিঅএ ণিহিঅং বিওইঅং কিং ইহ দেব্বেণ ।।

**বঙ্গানুবাদ ঃ** ( প্রিয়তমের কথা মনে মনে স্মরণ করায়) তার রূপ আমার চোখের সামনে ভাসছে, অঙ্গে তার স্পর্শ অনুভব করছি এবং তার জল্পিত মধুর বাক্যও আমার কানে শুনছি, হৃদয় হৃদয়ে নিহিত মনে করছি। দৈব আমাদের কি বিরোধ ঘটাবে ।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ** স্পর্শ > ফরিসো

স্থিতম > ঠিঅং

অক্ষিসু > অচ্ছিসু

বিযোজিতম > বিওইঅং

দৈবেণ > দেব্বেণ।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ**

উল্লিখিত গাথাগুলো সাহিত্যিক প্রাকৃতের মাহারাষ্ট্রী উপভাষায় লিখিত। তাই মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এগুলোর ভাষায় স্পষ্টভাবে বর্তমান।

যেমন :

(১) স্বরমধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জন লুপ্ত হয়েছে। গতিঃ > গই ; মারুতম > মারুঅং ; অমৃতময় > অমঅমঅ।

(২) পদমধ্যস্থ মহাপ্রাণ ধ্বনি হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন : শিখি > সিহী ; মুখ > মুহ । অবশ্য ক্বচিৎ শব্দের আদিস্থিত মহাপ্রাণধ্বনিও হ-কারে পরিণত হয়েছে — ভবতি > হোই ।

(৩) 'ক্ষ' যুক্তব্যঞ্জনটি 'চ্ছ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে ; লক্ষীঃ > লচ্ছী ; ক্ষিপ্তঃ> ছিত্তো (এখানে 'ক্ষ' শব্দের আদিতে থাকায় একক ব্যঞ্জন ছ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

(৪) শিশ্ধ্বনি 'স'-তে রূপান্তরিত হয়েছে যেমন , শেখর >সেহর ; শিখী > সিহী।

(৫) শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জন 'ম্' অনুস্বারে পরিণত হয়েছে। যেমন, মুখচন্দ্রম > মুহঅন্দং; এতানাম্ > এআণং।

(৬) পদান্ত অঃ> ও ; যেমন, নমঃ > নমো ; ক্ষিপ্তঃ > ছিত্তো।

(৭) আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হয়েছে ; যেমন , স্পর্শ >ফরিসো ; স্থিতম্ > ঠিঅং ।

উল্লেখ্য, উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লিখিত এই গাথা সমূহের ভাষার মধ্যে এক সাংগীতিক মাধুর্যের সঞ্চার করেছে। এজন্যই যাবতীয় প্রাকৃত গীতিকবিতা মাহারাষ্ট্রীতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এমনকি সংস্কৃত নাটকের সংগীতও মাহারাষ্ট্রীতে

লিখিত হয়েছিল। এজন্যই দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে মাহারাষ্ট্রী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ" — অর্থাৎ মাহারাষ্ট্রী হল প্রকৃষ্ট বা আদর্শ প্রাকৃত। এদিক থেকে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কাব্য সম্পর্কে রাজশেখরের উক্তি " পাউঅবংদো হোই সুউমারো" মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত সম্পর্কে যথার্থ।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ**

(ক) কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ।

অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কে জীঅই ।।

গাথাটির বঙ্গানুবাদ করে এর ভাষায় মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে নির্দেশ করো। অথবা গাথাটির ভাষা-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে এটি সাহিত্যিক প্রাকৃতের কোন উপভাষায় লিখিত হয়েছে , লেখো।

(খ) শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র নির্দেশ করো : ছিত্তো ; ছিবসু ; পজ্জলই ; অচ্ছিসু ; অজ্জ ; উণ ; হোই।

**লক্ষণীয় টীকা ঃ**

**গাথাসপ্তশতী (গাহাসত্তসঈ) ঃ**

'গাথাসপ্তশতী' শব্দটির প্রাকৃত রূপান্তর হচ্ছে 'গাহাসত্তসঈ', অর্থাৎ সাতশত গাথার সংকলন গ্রন্থ। এটি প্রাকৃত কবিতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংকলন গ্রন্থ। এগুলোর সংগ্রাহক ছিলেন হাল। অনেকের মতে ইনি দক্ষিণভারতের প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহন। সম্ভবত তাঁর পৃষ্টপোষকতায় এগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। গাথাগুলোর রচয়িতা অনেক কবির নাম পাওয়া গেছে; এঁদের মধ্যে অনেক মহিলা কবিও ছিলেন। এগুলোর রচনাকাল আনুমানিক ২০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল। গাথাগুলো মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা হয়েছিল । এগুলোর বিষয়বস্তু মোটেই গুরুগম্ভীর নয় এবং বেশির ভাগ কবিতাই আদিরসাত্মক। নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় লিখিত প্রেমের কবিতায় গাথাসপ্তশতীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

## ১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা এই বিভাগে 'সুভাষিত' (১-১০), 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' (৫৬ নং) ও হালের 'গাহাসত্তসঈ' গ্রন্থের কিছু নির্বাচিত মূল রচনা-অংশ তুলে ধরেছি। এই রচনা-অংশগুলির বাঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া এই রচনা-অংশগুলির লক্ষণীয় টীকাও তুলে ধরা হয়েছে।

## ১.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

এই বিভাগের লক্ষণীয় টীকাগুলি দ্রষ্টব্য।

## ১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'সুভাষিত'-এর মূল নির্বাচিত অংশগুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরুন।

২। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ধীবরকের সংলাপগুলি কোন ভাষায় রচিত। ধীবরকের নির্বাচিত সংলাপগুলির বঙ্গানুবাদ করুন।

৩। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ভাষাতত্ত্বগত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে নাগরক ও নগররক্ষীর কথোপকথনের বাঙ্গানুবাদ করুন।

৪। হালের 'গাহাসত্তসঈ' কোন প্রাকৃতে রচিত। এর ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে নির্বাচিত মূল রচনা-অংশের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরুন।

৫। 'সুভাষিত' কোন প্রাকৃতে রচিত। এর নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যা আলোচনা করুন।

## ১.৬ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

পঞ্চম বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ-২

## মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সহিত্য

### মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব এবং নামকরণ

### বিষয় বিন্যাস


২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ঃ পরিচিতি

২.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

২.৪ প্রাকৃত-ভাষা ঃ সংজ্ঞা-বিচার

২.৫ প্রাকৃত-ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

২.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ২.০ ভূমিকা (Introduction)

মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভবের পিছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। আমরা এই বিভাগে মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার সামগ্রিক পরিচিতি তুলে ধরব। এই প্রসঙ্গেই প্রথমে প্রাচীন-ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করব। তারপর প্রাকৃত-ভাষার সংজ্ঞা এবং তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব।

### ২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ যাণ্মাসিকে তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভব ও নামকরণ"। এই বিভাগ থেকে আপনারা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সামগ্রিক পরিচিতি, এই ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা, প্রাকৃত-ভাষার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং নামকরণ সম্পর্কে অবগত হবেন।

## ২.২ মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষা ঃ পরিচিতি

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ঘটেছে মূলত তিনটি স্তরের মাধ্যমে। এগুলো হলো ঃ

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (কালসীমা খ্রিঃ পূঃ ১৫০০, মতান্তরে খ্রিঃ পূঃ ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ পর্যন্ত)।

(খ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (কালসীমা খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত)।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ( খ্রিষ্টীয় ১০ম শতাব্দী থেকে চলছে)।

ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে আর্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথমে তাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করলেও ক্রমে তাঁরা পূর্বদিকে এসে সমগ্র উত্তরাপথে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে দক্ষিণদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলেও তাঁদের বাসভূমি প্রসারিত হয়।

আর্যদের ভাষার প্রাচীনতম রূপ আমরা ঋগ্বেদে লক্ষ করেছি। বৈদিক পর্বের-সাধু বা সাহিত্যিক রূপের নিদর্শনই হচ্ছে ঋগ্বেদের ভাষা। তবে সেই প্রাচীন কালে আর্যদের সাহিত্যের ভাষা অর্থাৎ ঋগ্বেদের ভাষার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত একটি লৌকিক বা কথ্য ভাষা যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার এই লৌকিক উপভাষাগুলি ক্রমে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে ক্রমে এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছল যে তার সঙ্গে প্রাচীন ভাষার দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠল। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় এই ভাষার স্বাতন্ত্র্যের জন্য তাকে নতুন নামে চিহ্নিত করতে হল। আর্যভাষার এই স্তরের নাম হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা। এই স্তরের কালসীমা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এ ভাষা ছিল মূলত সাধারণ মানুষের ভাষা । আমরা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব একটি রৈখিক চিত্রের দ্বারা নির্দেশ করতে পারি —

**প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা**

(১৫০০ মতান্তরে ১২০০খ্রিঃ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০খ্রিঃ পূর্বাব্দ)

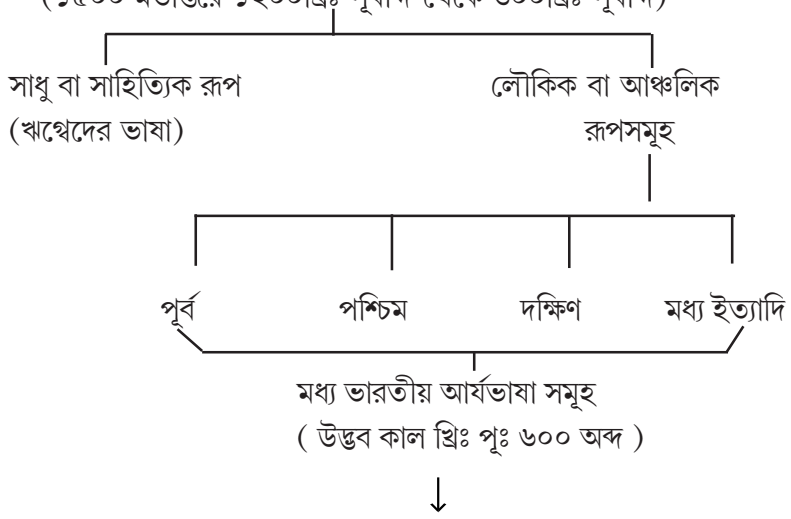

(i) আদি স্তর ঃ (ক) অশোক প্রাকৃত (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬০০ থেকে ২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ ) (খ) পালি ভাষা

(ii) ক্রান্তিপর্ব ঃ ( আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ২০০ থেকে খ্রিষ্টীয় ২০০ অব্দ পর্যন্ত)। নিদর্শন—খরোষ্ঠী ধম্মপদ এবং নিয়া প্রাকৃত।

(iii) মধ্যস্তর ঃ সাহিত্যিক প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

(iv) অন্ত্যস্তর ঃ অপভ্রংশ ( স্থিতিকাল আনুমানিক ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

**নব্যভারতীয় আর্যভাষা ঃ**

( বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি)

অতএব দেখা গেল ৬০০ খ্রিঃ পূঃ ১০০০ থেকে খ্রিষ্টীয় অব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ভারতীয় আর্যভাষাই হচ্ছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা। একমাত্র পালি ভাষা বাদ দিলে এই সময়কার বিভিন্ন স্তরে বিবর্তিত ভাষা তথা উপভাষাগুলোকে প্রাকৃত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থের বাহন পালি ভাষা হচ্ছে বিভিন্ন প্রাকৃত উপভাষার উপাদান নিয়ে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম মিশ্র ভাষা। আশা করি এবার ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বলতে বা প্রাকৃত ভাষা বলতে আমরা কী বুঝি তা স্পষ্ট হয়েছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :**

আমরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পরিচিতি প্রসঙ্গে ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্থান, পরিচয়, স্থিতিকাল, কী করে এই ভাষার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এই ভাষার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় অশোক প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পালি ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। যেহেতু এই প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা পৃথক পৃথক বিভাগে আলোচনা করব, তাই এগুলো এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। আমরা এখানে শুধু প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার লৌকিক উপভাষাগুলো ক্রমে কীভাবে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম দিয়েছিল, তার দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরব। যেমন, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ ছিল---- হস্ত। শব্দটি জনসাধারণের মুখে উচ্চারণের সুবিধার জন্য সমীভূত হয়ে সরলীকৃত হল --- 'হত্থ' রূপে। অনুরূপ ভাবে 'ধর্ম' হল 'ধম্ম' ; 'কর্ম' হল 'কম্ম'। ঋ-কার, ঐ এবং ঔ-কার উচ্চারণের অসুবিধার জন্য লুপ্ত হল, যেমন, ঋষি > ইসি / রিসি ; কৈতব > কইঅব; পৌর > পউর। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের রূপগত বৈশিষ্ট্যও মধ্য ভারতীয় স্তরে সরলীকৃত হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা আবার জনসাধারণের মুখে নিত্য ব্যবহারের ফলে পরিবর্তিত হয়ে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ, অসমীয়া, বাংলা, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি ভাষার জন্ম দিল।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন :**

(ক)পালি এবং প্রাকৃত ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

.....

.....

.....

(খ)সংক্ষেপে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরের স্থিতিকাল সহ উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

(গ) ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে কালসীমার উল্লেখ করে প্রতিটি স্তরের উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি যাচাই করুন :**

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভবের কারণ যুক্তিসহ উপস্থাপিত করুন।

উত্তর : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## ২·৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত তথা, কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রমুখ সাহিত্যিকের দ্বারা সমৃদ্ধ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য- ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন কী ----- এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উত্থাপিত হতে পারে। কেননা বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের পাশে সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহৃত, ব্যাকরণের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত সাহিত্য একান্তই নিষ্প্রভ। তাই সেদিন অনেকেই প্রাকৃত সাহিত্যে কাব্য রচনা, এর চর্চ্চা ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তাঁদের মতে প্রাকৃত হচ্ছে ম্লেচ্ছদের ভাষা ( প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্); তাই এই ভাষায় "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ" বলেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন,

ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার চর্চা, এর পঠন-পাঠনের অপরিহার্যতা পণ্ডিতমহল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা—

(ক) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দভাণ্ডার, সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যাবে না। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাবর্গ সবই মধ্যভারতীয় আর্য অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। ফলে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা চর্চা না করলে নব্যভারতীয় আর্যভাষার প্রধান উপাদান 'তদ্ভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি, গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জানা যাবে না। এছাড়া আধুনিক মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সংগৃহীত দেশি-প্রাকৃতজ শব্দগুলির ইতিহাস সম্বন্ধেও আলোকপাত করা যাবে না। বস্তুত এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা আমাদের কোনো সাহায্য করে না। এজন্যই নব্য ভারতীয় আর্যভাষাকে অনুধাবন করতে হলে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অধ্যয়ন অপরিহার্য।

(খ) খ্রিষ্টপূর্ব এবং খ্রিষ্ট-পর যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলেও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন একান্তই আবশ্যক। কেননা ভারতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘকাল ব্যাপী রাজানুশাসন, যাবতীয় দলিলপত্র প্রাকৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হত। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ অশোকের যাবতীয় অনুশাসন প্রাকৃত ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রেও ওই সময়কার দলিলপত্র, যা প্রাকৃত ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল তার অর্থোদ্ধার অপরিহার্য। এছাড়া ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ এবং জৈনযুগের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই।

(গ) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকে রাজার ভাষা সংস্কৃতে লিখিত হলেও স্ত্রীলোক ও নীচশ্রেণির পুরুষেরা প্রাকৃত ভাষাতেই তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়া সংস্কৃত নাটকে পরিবেশিত সংগীতগুলি প্রায়ই মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত হয়েছে। শৌরসেনী প্রাকৃত না জানলে শকুন্তলা চরিত্রের মাধুর্যও ভালো করে বোঝা যাবে না। অতএব দেখা গেল, প্রাকৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে সংস্কৃত নাটকেও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

(ঘ) বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের ইতিবৃত্ত, স্বরূপ সম্পর্কে জানতে গেলে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত সাহিত্য অবশ্যই পড়তে হবে। কেননা বৌদ্ধ ধর্মের যাবতীয় গ্রন্থ পালি ভাষায় এবং জৈন ধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অর্ধমাগধী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি ব্যতীত ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস জানা অসম্ভব।

(ঙ) ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কেও বলতে হয় যে, ভারতীয় দর্শনের সব কথাই সংস্কৃতে লিখিত হয়নি। হিন্দুদের ধর্মীয় দর্শন সংস্কৃতে লিখিত হলেও বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের গ্রন্থগুলো পালি এবং প্রাকৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁদের দর্শনমতের সামান্য কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত 'বৌদ্ধসংস্কৃতে' লিখলেও মূল গ্রন্থগুলো পালি ভাষাতেই লিখেছিলেন। অনুরূপ জৈনাচার্যগণ তাঁদের ধর্ম-দর্শন কিছুটা সংস্কৃত ভাষায় লিখলেও মূলত অর্ধমাগধী ও অপভ্রংশ ভাষায় লিখেছিলেন। তাই ভারতীয়

দর্শনের ইতিহাস এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে হলে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার অধ্যয়ন অপরিহার্য।

(চ) সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য, নাটক ইত্যাদি লিখিত হলেও ভারতের সাধারণ জনজীবন থেকে সংগৃহীত গল্প বা কথাজাতীয় সংগ্রহ পুস্তক প্রাকৃত ভাষাতেই প্রথম লিখিত হয়েছিল। পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা গুণাঢ্যের 'বড্ডকহা' (বৃহৎকথা) এ জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তীকালে পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় অনেক গল্পগ্রন্থ বা কথানক রচিত হয়েছিল। বস্তুত এই গ্রন্থগুলো ছাড়া ভারতবর্ষের একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের সাধারণ জনসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সুখ-দুঃখ, নিভৃত অনুভূতির কথা আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে উন্‌টারনিট্‌জের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য —

" They are of great importance not only to the students of fairy-tale lore, but also because, to a greater degree than other branches of literature, they allow us to catch a glimpse of the real life of the common people."

(ছ) ভাবসম্পদ, বিষয়-বৈচিত্র্য, রচনা-সম্ভার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় প্রাকৃত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, অসাধারণ গীতি-মাধুর্যে, শৃঙ্গার রসের নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারে প্রাকৃতে রচিত গাথাসাহিত্য অতুলনীয় এবং স্বতন্ত্র। তাই প্রাকৃত ভাষার কবির অহংকার প্রকাশ যথার্থ বলে মনে হয় -----

ললিএ মহুরক্খরএ জুবঈ-জণ-বল্লহে সসিংগারে।

সন্তে পাউঅ কব্বে কো সক্কই সক্কঅং পঢ়িউং।। (বজ্জালগ্গ) অর্থাৎ 'ললিত, মধুরধ্বনিসমন্বিত যুবতীজনের প্রিয় ও প্রেম রসপূর্ণ প্রাকৃত কবিতা থাকতে কে আর সংস্কৃত (কাব্য) পড়তে ইচ্ছে করবে?' তাই ভারতীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে ভারতীয় ইতিহাসের দীর্ঘ ষোলশ বৎসর পরিব্যাপ্ত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় লিখিত সাহিত্য-জগতে অবশ্যই অবগাহনের অধিকার অর্জন করতে হবে।

অবশেষে প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি ঃ "খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত পঞ্চদশ শত বৎসরের ভারতেতিহাস ঘন-অন্ধকারাবৃত। সেকালের সামাজিক প্রথা, রাজনৈতিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, রাজকীর্তি, লোককীর্তি, কবিকীর্তি, বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চা, সমরচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে লুপ্তপ্রায় প্রাকৃত গ্রন্থগুলির উদ্ধার ও প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।"

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ**

(ক) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি ইত্যাদির শব্দভাণ্ডারে ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দের সম্যক ধারণার জন্য প্রাকৃত ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

(খ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষার রূপতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে গেলে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমেই আসতে হবে।

(গ) খ্রিষ্টপূর্ব ও খ্রিষ্ট-পর ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য প্রাকৃত ভাষার অধ্যয়ন অপরিহার্য।

(ঘ) বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের ইতিবৃত্ত, স্বরূপ সম্পর্কে জানতে গেলেও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার চর্চা একান্ত আবশ্যক।

(ঙ) বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের দর্শন সম্পর্কে জানতে গেলেও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ওপরই নির্ভর করতে হবে।

(চ) ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সুখ-দুঃখ, নিভৃত অনুভূতির কথা জানতে গেলে একান্তই প্রাকৃত ভাষায় লেখা সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হবে।

(ছ) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকাদির রসাস্বাদন করতে গেলেও প্রাকৃত ভাষাচর্চা প্রয়োজন। কারণ সংস্কৃত নাটকে পরিবেশিত সংগীত এবং সাধারণ ও নারীর ভাষা প্রাকৃতেই রচিত হয়েছিল।

**আত্মসমীক্ষাত্মক প্রশ্ন ঃ**

১। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রাকৃত ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

২। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকাদি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাষা-জ্ঞান অপরিহার্য কেন?

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি যাচাই করুন ঃ**

১। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## ২.৪ প্রাকৃত ভাষা ঃ সংজ্ঞা-বিচার

ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরিব্যাপ্ত ধর্ম-দর্শন, রাজানুশাসন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহন যে প্রাকৃত ভাষা, তার 'প্রাকৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তবে যতই মত পার্থক্য থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত অনেকেই এই ভাষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদে এসে পৌঁছোতে চেষ্টা করেছেন।

'প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' শব্দ জাত। তবে 'প্রকৃতি' শব্দটির অর্থ নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সাংখ্যদর্শনে 'প্রাকৃত' অর্থে 'প্রকৃতি' অর্থাৎ 'মূল পদার্থ থেকে জাত' — এই অর্থের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবার সাধারণ অর্থে 'প্রাকৃত' শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, 'প্রকৃতি'র অর্থাৎ জনসাধারণের নিত্য ব্যবহৃত ভাষাই হচ্ছে প্রাকৃত, যেমন শিষ্ট সমাজের শাস্ত্রীয় ভাষা সংস্কৃত। সুতরাং প্রাকৃত ভাষার অর্থ জনসাধারণের কথ্য বা বোধগম্য ভাষা— 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম; বা 'প্রাকৃত জনানাং ভাষা প্রাকৃতম্'। নমি সাধু রুদ্রটের কাব্যালংকার বৃত্তিতে এই মত সমর্থন করেছেন।

তবে প্রাকৃত বৈয়াকরণ ও সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু 'প্রকৃতি' অর্থে 'মূল' অর্থাৎ সংস্কৃতকেই নির্দেশ করেছিলেন। যাঁরা 'প্রকৃতি' শব্দ থেকে 'প্রাকৃত' শব্দের সৃষ্টি বলে মনে করেন তাঁরা বলেন যে, 'ষ্ণ' প্রত্যয় হয়েছে জাত-অর্থে। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থই হল মূল ভাষা সংস্কৃত। তাঁদের মতে 'প্রকৃতি সংস্কৃতম। তত্র ভবং বা তত আগতং প্রাকৃতম্' (সিদ্ধ হেমচন্দ্র)। এ-প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়র 'প্রাকৃত সর্বস্বে' বলা হয়েছে, 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং প্রাকৃতমুচ্যতে'। 'প্রাকৃত-সঞ্জীবনী'-তে উল্লিখিত হয়েছে, 'প্রাকৃতস্য তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ'।

এই সংজ্ঞাটি বৈয়াকরণ সম্মত হলেও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কিংবা ঐতিহাসিক বিচারে গ্রহণ করা যায় না। কেননা প্রাকৃত ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা ধ্রুপদী সংস্কৃতে ছিল না ---- তা সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টিরও পূর্বের। যেমন, সংস্কৃত ভাষায় লুপ্ত অভিপ্রায় (লট) ও নির্বন্ধ ( injunctive ) প্রাকৃত ভাষার আদি স্তরে বর্তমান। এছাড়া সংস্কৃতে লুপ্ত অথচ বৈদিক ভাষায় বর্তমান এমন আরও অনেক বৈশিষ্ট্য প্রাকৃত স্তরে প্রচলিত রয়েছে। যেমন ঃ

(ক) বৈদিক প্রত্যয় '- ত্বন' > প্রাকৃত ত্তণ ;

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে ৬ষ্ঠীর ১ বচনের বিভক্তি বৈ.- আয়ৈ > প্রা.আএ;

(গ) অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনের বিভক্তি বৈ. এভি: > প্রা. এহিং

এরূপ অসংখ্য প্রাচীন বৈদিক নিদর্শন প্রাকৃত ভাষায় বর্তমান।

**দ্বিতীয়ত,** সংস্কৃতেও প্রাকৃতায়ন হয়েছিল, অর্থাৎ প্রাকৃতের ধ্বনিগত ও রূপগত অনেক বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল।

যেমন —

(ক) সংস্কৃতে প্রাকৃত সুলভ ধ্বনিপরিবর্তন, ঋ > অ, ই, উ, এ; যথা, ভৃত > সং ভট; বৈ.-কৃত > সং বিকট, উৎকট।

* মাতৃ- ল > সং মাতুল ; বৈ. ক্রোষ্টৃ > সং ক্রোষ্টু ( শৃগাল)।

(খ) প্রাকৃত সুলভ অঃ > এ ; সূরো দুহিতা (ঋগ্বেদ) > সূরে দুহিতা।

(গ) পদমধ্যগত একক ঘোষ মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-এ পরিণতি; যথা, ধিত > সং হিত ; বৈ. গৃভ্ণাতি > সং গৃহ্ণাতি ; গৃভ > গৃহ, অর্ঘ > অর্হ।

(ঘ) যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে প্স > চ্ছ; যথা, * কৃপ্স > সং কৃচ্ছ্র ।

(ঙ) সংস্কৃতে প্রাকৃত সুলভ একক অঘোষ ব্যঞ্জনের ঘোষবত্তা ; যেমন, কর্ত > গর্ত ; তটাক > তডাগ ইত্যাদি।

**তৃতীয়ত,** সংস্কৃতের বহু শব্দ প্রাকৃত তদ্ভব শব্দ থেকে পুনর্গঠিত হয়েছে। এই পুনর্গঠন হয়েছে সংস্কৃতজাত প্রাকৃত পরিবর্তনের সূত্র অবলম্বন করে। যেমন—

* গৃৎস্ন > প্রা. গুচ্ছ > সং গুৎস

সং মৃৎস্ন > প্রা. মসিণ > সং মসৃণ

সং বৃক্ষ > প্রা. রুক্খ > সং রুক্ষ ইত্যাদি

**চতুর্থত,** আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা গুলোতে বহু শব্দ রয়েছে যেগুলো সংস্কৃতে মেলে না, কিন্তু প্রাকৃতে সুলভ।

সুতরাং প্রাকৃত ভাষার উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য বিচার করে এ-ভাষা লৌকিক সংস্কৃত থেকে জাত — এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য সংস্কৃত বলতে ব্যাপক অর্থে যদি বৈদিক এবং কথ্য সংস্কৃতের বিভিন্ন উপভাষাগুলো ধরা হয় তাহলে প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত থেকে জাত — এমন কথা বলা যায়। আসলে পাণিনি বা পতঞ্জলি নির্দেশিত ধ্রুপদী সংস্কৃতের দ্বারা প্রাকৃত ভাষার ব্যুৎপত্তি সামগ্রিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। অবশ্য কাব্যালংকার বৃত্তিতে আচার্য রুদ্রট একটি অভিনব মন্তব্য করেছেন ; তাঁর মতে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাই প্রকৃতি-জাত। প্রকৃতিই হল মূল ভাষা। এই ভাষাকেই ব্যাকরণের দ্বারা মার্জিত ও সংস্কার সাধন করে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। 'প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝেছেন

এমন এক বাগ্-ব্যাপার যা ব্যাকরণ বা নিয়মকানুন দ্বারা মার্জিত হবার পূর্বাবস্থা।' তাঁর মতে, "ব্যাকরণাদিভিরণাহিতসংস্কারো বাগ্ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ।"

মূলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের অন্তর্গত বৈদিক যুগের ভাষায় লোক-ব্যবহারের ফলে বিকৃতি বা ভাঙন দেখা দিলে পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণ এই ভাঙন ধরা ভাষার সংস্কার সাধন করে এর ধ্বনিগত ও রূপগত গঠনকে বেঁধে দিয়ে 'সংস্কৃত' ভাষা বা planned language এর সৃষ্টি করেন। স্থির নির্দেশে আবদ্ধ থাকার ফলে পরবর্তীকালে এই ভাষায় আর কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। অপরদিকে লোকমুখে বৈদিক ভাষার ক্রমাগত ভাঙন চলতেই থাকে। অবশেষে এই পরিবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকেই খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব — এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাকৃত সংস্কৃতের অগ্রজ। এ-মত জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার, অধ্যাপক ল্যাসেন প্রমুখের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে দেখানো যায় ঃ প্রথমত, ধ্রুপদী সংস্কৃতে লিখিত নাটকাদিতে রাজা বা ব্রাহ্মণের ভাষা সংস্কৃত হলেও সাধারণের ভাষা হিসেবে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী কালে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরেও 'প্রাকৃত' বলতে সাধারণের ভাষাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ আছে—

ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক।

পরাকৃত বন্ধে কহি শুন সর্বলোক।।

অন্যত্র শুনি —

সপ্তদশ পর্বকথা সংস্কৃত ছন্দ।

মূর্খ বুঝিবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ।।

অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাকৃত বলতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আগত সাধারণের ভাষা বোঝালেও প্রাকৃত ভাষার যে নিদর্শন আমরা প্রাকৃত সাহিত্যে পেয়েছি তা মূলত সাহিত্যের ভাষা। এ প্রসঙ্গে পিশেল বলেছেন, "By the term Prakrit, the Indian grammarians and rhetoricians comprehended a multitude of literary language." তবে এই সাহিত্যিক ভাষারও রূপ পরিবর্তন হয়েছে একান্তই অঞ্চল এবং বিশেষ অঞ্চলবাসী জনসাধারণের বাচনভঙ্গি অনুযায়ী।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ**

আমরা প্রাকৃত ভাষার সংজ্ঞা-বিচার প্রসঙ্গে মূলত নীচের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি ঃ

(১)'প্রাকৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি ;

(২)প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে জাত কিনা, বিচার ;

(৩)সংস্কৃত ভাষায় লুপ্ত, অথচ প্রাকৃত ভাষায় বর্তমান প্রাচীন ভারতীয় আর্যের উপাদান;

(৪) সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃতের প্রভাব ;

(৫) সংস্কৃতের অনেক শব্দ কীভাবে প্রাকৃত থেকে পুনর্গঠিত হয়েছিল ;

(৬)প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ জনসাধারণের মুখে বিকৃত হয়েই প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'প্রাকৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করুন।

.....

.....

.....

২। সংস্কৃতের অনেক শব্দ কীভাবে প্রাকৃত থেকে পুনর্গঠিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, উদাহরণ সহ উপস্থাপিত করুন।

.....

.....

.....

৩। সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারে প্রাকৃত ভাষার প্রভাব নির্দেশ করুন।

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১। 'প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, 'প্রাকৃত জনানাং ভাষা প্রাকৃতম্' ; আবার অনেকে মত প্রকাশ করেছেন, 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং প্রাকৃত মুচ্যতে' — এর মধ্যে কোন মতটি গ্রহণযোগ্য যুক্তি সহ উপস্থাপিত করুন।

উত্তর ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## ২.৫ প্রাকৃত ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এবার আমরা ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে সুদীর্ঘ প্রায় ১৬০০ বছর পরিব্যাপ্ত যে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তার অন্তর্গত প্রাকৃত ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত তিনটি উপস্তরের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য তিনটি উপস্তরেই বর্তমান। প্রাকৃতের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১। সংস্কৃত স্বরধ্বনি গুলির সংখ্যা এই স্তরে হ্রাস পেল। প্রাকৃতে কেবল মাত্র 'অ', 'আ', 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'এ', এবং 'ও', ----এই কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার দেখা যায়।

২। ঋ প্রাকৃতে লুপ্ত হয়েছে এবং লুপ্ত স্থানে সাধারণত স্বরবর্ণ 'অ', 'ই', 'উ', 'এ', এবং স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 'র্' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন --

ঋ > অ ; মৃগ > মঅ ; তৃণম্ > তণং

ঋ > ই ; ঋষি > ইসি ; ভৃঙ্গঃ > ভিঙ্গো

ঋ > উ ; ঋষভ > উসহ ; পৃথিবী > পুহবী, মৃণাল > মুণাল

ঋ > এ ; গৃহম্> গেহং

ঋ > রি ; ঋণং > রিণং ; ঋদ্ধঃ > রিদ্ধো

ঋ > রু ; বৃক্ষ > রুক্খ ; রুচ্ছ

৩। সংস্কৃতে দুর্লভ ঌকার প্রাকৃতে একেবারেই লুপ্ত হয়েছে। ক৯প, কল্পতে > কপ্পই। কখনো কখনো ঌ প্রাকৃতে 'ইলি'তে পরিণত হয়েছে। যেমন , কি৯প্ত > কিলিত্ত

৪। সংস্কৃত দ্বিস্বর ধ্বনি 'ঐ' প্রাকৃতে 'ই', 'ঈ', 'এ' এবং 'অই'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন—

ঐ > ই ; সৈন্ধব > সিন্ধব

ঐ > ঈ ; ধৈর্যম্ > ধীরং

ঐ > এ ; শৈলঃ > সেলো ; বৈর > বের

ঐ > অই ; কৈতব > কইঅব ; চৈত্র > চইত্ত

৫। সংস্কৃত 'ঔ' দ্বিস্বরটি প্রাকৃতে 'আ', 'উ', 'অউ', এবং 'ও'তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—

ঔ > আ ; গৌরব > গারব

ঔ > উ ; মৌক্তিকম্ > মুক্তিঅং ; সৌন্দর্যম্ > সুন্দেরং

ঔ > অউ ; যৌবন > জউঅণ ; পৌরঃ > পউরো ; গৌরব > গউরব

ঔ > ও ; যৌবনম > জোব্বণং

৬। অসংযুক্ত অনাদি অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জন অর্থাৎ 'ক', 'গ', 'চ', 'জ', 'ত', 'দ', 'প', 'ব', সাধারণত শব্দের মধ্যে থাকলে প্রাকৃতে লুপ্ত হয়। যেমন, লোক > লোঅ ; নগ > ণঅ ; শচী > সঈ ; কপি > কই ; কবি > কই ; গগন > গঅণ ।

কখনও বা প্রাকৃতে অনাদি অসংযুক্ত প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের স্থানে বর্গের তৃতীয় বর্ণ দেখা যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে ঘোষীভবন। যেমন— গতঃ > গদো ; লোক > লোগ ; শপথ > সবহ

কখনো কখনো অনাদি অসংযুক্ত তৃতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের স্থানে বর্গের প্রথম বর্ণ দেখা যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে অঘোষীভবন। যেমন— রাজা > রাচা; গগন > গকন; নগর > নকর।

আবার সমীভবনের ফলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত 'ক', 'গ', 'ট', 'ড', 'ত', 'দ', 'প', 'শ', 'ষ', 'স', প্রাকৃতে লুপ্ত হয়। যেমন— ভুক্ত > ভুত্ত ; মুগ্ধ >মুদ্ধ ; ষটপদ > ছপ্পঅ ; উৎপল > উপ্পল ; সুপ্ত > সুত্ত ; নিষ্ঠুর > নিট্ঠুর

৭। প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ, 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'থ', 'ধ', 'ফ', 'ভ' প্রায়ই হ-কারে পরিণত হয়। যেমন , শাখা > সাহা ; মেঘ > মেহ ; নাথ> নাহ ; সাধু > সাহু ; শেফালিকা > সেহালিআ ; ঋষভ > উসহ

আবার কখনো কখনো 'হ' প্রাকৃত ভাষায় 'ধ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, ইহ > ইধ ; দাহ > দাধ ; সিংহ > সিংধ

৮। সংস্কৃত তিনটি শিশ্‌ধ্বনির (শ,ষ,স্) স্থানে প্রাকৃতে কেবলমাত্র 'স'-এর ব্যবহার লক্ষণীয় ; অবশ্য মাগধী প্রাকৃতে কেবলমাত্র 'শ'-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন— শিষ্যঃ > সিস্‌সো ; শব্দ > সদ্দ ; পুরুষ > পুরিস ; কিন্তু মাগধীতে পুরুষঃ>পুলিশে ; শিষ্যঃ > শিশ্‌শে

৯। প্রাকৃতে রেফ্, য-ফলা, র-ফলা, ব-ফলার ব্যবহার নেই। কোনো বর্ণে রেফ্ থাকলে সমীভবনের ফলে রেফের লোপ ঘটে এবং সেই বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যেমন— ধর্ম > ধম্ম ; কর্ম > কম্ম ; বর্ণ > বণ্ণ

আবার 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ'-এর সঙ্গে ব-ফলা কিংবা য-ফলা যুক্ত থাকলে তালব্যীভবন কিংবা অন্যোন্য সমীভবনের ফলে প্রাকৃতে তার লোপ ঘটে এবং 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ', স্থানে যথাক্রমে 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ'-এর দ্বিত্ব ঘটে। যেমন—

| | |
|---|---|
| জ্ঞাত্বা > ণচ্চা | সত্য > সচ্চ |
| পৃথ্বী > পিচ্ছী | মিথ্যা > মিচ্ছা ; পথ্য > পচ্ছ |
| বিদ্বান > বিজ্জং | অদ্য > অজ্জ |
| বুধ্বা > বুজ্ঝা | মধ্য > মজ্ঝ |

১০। বিসর্গ (ঃ) প্রাকৃতে লুপ্ত। অ-কারের পর বিসর্গ থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। যেমন,এষঃ > এসো; শৈলঃ > সেলো ; পৌরঃ > পউরো। কিন্তু অন্য স্বরের পর বিসর্গ থাকলে তা লোপ পায়। যেমন, দেবেভিঃ > দেবেহি ; আবার পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে তা লুপ্ত হয় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব লাভ করে। যেমন, দুঃখ > দুক্খ। অবশ্য মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত বিসর্গ 'ও' না হয়ে 'এ' হয়েছে। যেমন, পুরুষঃ > পুলিশে ; শিষ্যঃ > শিশ্‌শে

১১। অন্ত্যব্যঞ্জন প্রাকৃতে লুপ্ত হয়; অন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থান কখনো অনুস্বার (ং) দখল করে, আবার কখনো অন্ত্যব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ যোগ করে শব্দকে স্বরান্ত করা হয়। যেমন, তাবৎ > তাব ; মনস্ > মনং ; শরৎ > সরঅ শব্দান্তস্থিত আনুনাসিক ধ্বনি প্রাকৃতে অনুস্বারে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, কাব্যম্ > কব্বং; গতম্ > গঅং; তস্মিন > তস্‌সিং > তহিং।

১২। সংস্কৃত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে প্রাকৃতে ----

(ক) তাদের একটি লুপ্ত হয়; যেমন, স্নেহ > ণেহ ; শ্মশান > মসাণ

(খ) তাদের পূর্বে স্বরাগম ঘটে; যেমন, স্ত্রী > ইত্থী

(গ) সমীভবনের পর সংযুক্ত বর্ণ থেকে যায়; যেমন, স্থিত > টিঠঅ ; স্থানাৎ > ট্‌ঠাণাহি

(ঘ) স্বরভক্তি হয়; যেমন, ম্লান > মিলাণ ; ক্লেশ > কিলেস ; ক্লিন্ন > কিলিণ্ণ

১৩। শ্বাসাঘাতের ফলে প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনবর্ণ কখনো কখনো দ্বিত্বলাভ করে। যেমন, তৈল > তেল্ল ; প্রেমন্ > পেম্মং ; যৌবন > জোব্বণ। এক্ষেত্রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থান করে বলে এ-কার এবং ও-কার হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। কিন্তু অন্যত্র দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন, শৈলঃ > সেলো ; পৌরব > পোরব।

১৪। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই প্রাকৃতে হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। যেমন, কাব্য > কব্ব ; মাত্রা > মত্তা ; আত্মা > অত্তা।

১৫। প্রাকৃতে যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী ই-কার এবং উ-কার সাধারণত যথাক্রমে এ-কার এবং ও-কারে পরিবর্তিত হয়। যেমন, সিন্দুর > সেন্দুর; পিণ্ড >পেণ্ড ; পুস্তক > পোত্থঅ।

১৬। প্রাকৃতে সংস্কৃতের 'অব' স্থানে ও-কার এবং 'অয়' স্থানে এ-কার হয়। যেমন, অবহসিত > ওহসিদ ; লবণ > লোণ ; নয়তি > ণেদি > ণেই।

১৭। প্রাকৃতে ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবনের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। লক্ষণীয়, অনেক সময় সংযুক্ত বর্ণস্থলে একটি ব্যঞ্জনের অবলুপ্তি ঘটে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, কর্তব্য > কত্তব্ব > কাতব্ব।

১৮। স্বরসংকোচন প্রাকৃতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন, রাজকুল > রাঅউল > রাউল ; অন্ধকার > অন্ধআর > অন্ধার।

১৯। পদের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জন-অনাশ্রিত স্বরের ব্যবহার প্রাকৃতের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— সময় > সমঅ ; জীব > জীঅ; বায়ুনা > বাউনা।

২০। প্রাকৃতে সংস্কৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয় : যেমন, ক্ষ > খ, ক্খ, ছ, চ্ছ, ঝ; ক্ষয় > খঅ ; লক্ষণ > লকখণ; অক্ষি > অচ্ছি; ক্ষীণ > ছীন/ঝীন।

অনুরূপ --- জ্ঞ > ণ্ণ, জ্জ, ঞ্ঞ, ণ ; প্রজ্ঞা > পণ্ণা/পজ্জা/পঞ্ঞ ; জ্ঞান > ণাণ।

ত্ম > ত্ত, প্প ; আত্মা > অত্তা/অপ্পা।

এবার আমরা প্রাকৃত ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

২১। শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং পদপ্রয়োগ ব্যাপারেও প্রাকৃতে পরিবর্তন দেখা দিল। যেমন—

শব্দরূপ : (ক) দ্বিবচন লুপ্ত হল। দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যবহার।

(খ) ৪র্থী বিভক্তির লোপ এবং ৪র্থীর স্থানে **৬**ষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার।

(গ) ৫মীর স্থলে ৩য়ার ব্যবহার।

(ঘ) অনুস্বার ব্যতীত অন্ত্যব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত হওয়ায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্ত রূপ গ্রহণ করল।

(ঙ) ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত পুং ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপে অ-কারান্ত শব্দরূপের প্রভাব পড়ল।

ধাতুরূপ : (ক) কেবল পরস্মৈপদীর ব্যবহার লক্ষ করা গেল। আত্মনেপদী পরস্মৈপদীতে রূপান্তরিত হল।

(খ) সংস্কৃত ১০ টি গণের পার্থক্য হ্রাস পেল এবং সাধারণত অ-যুক্ত গণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল।

(গ) একটি মূল ধাতু থেকে একাধিক নতুন ধাতুর উৎপত্তি হল ঃ √ বাদ্ = √ বাজ্, √ বাঅ।

(ঘ) লিট্ কালের ব্যবহার লুপ্ত হল ; আদিস্তরের কিছু অবশেষ ছাড়া লেট (অভিপ্রায়)-এর ব্যবহারও লুপ্ত হল। তবে রূপতত্ত্বের বিচারে বর্তমান কালের নির্দেশক (লট্),

অনুজ্ঞা (লোট্), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্) এবং ভবিষ্যৎ কাল (লৃট)- এর ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রইল।

২২। সংস্কৃত প্রত্যয় প্রাকৃতে প্রায়ই পরিবর্তিত হল। যেমন—

(ক) সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় > প্রাকৃত অন্ত ; যেমন— পিবন > পিবন্তো।

(খ) শানচ্ প্রত্যয় স্থানে 'মান' হয়, 'আন' হয় না। যেমন— ভুঞ্জমানঃ > ভুঞ্জমানো। আবার যে-কোনোধাতুর উত্তর 'অন্ত' ও 'মান' হতে পারে। যেমন— হসন্তো, হসমাণো।

(গ) সংস্কৃত শীলার্থ 'তৃণ' প্রত্যয় > প্রাকৃত 'ইর' ; ভ্রমণশীলঃ > ভমিরো ; হসনশীলঃ > হসিরো।

(ঘ) সংস্কৃত মতুপ প্রত্যয় > প্রাকৃত 'আলু', 'ইল্ল', 'উল্ল', 'আল', 'বন্ত' ও 'ইন্ত'। যেমন, ঈর্ষাবৎ > ঈসালু ; মালাবৎ > মালাইল্লো ; বিকারবৎ > বিআরুল্লো ধনবৎ > ধনালো ; ধনবৎ > ধনবন্তো ; রোষবৎ > রোসাইন্তো।

২৩। 'প্রতি' উপসর্গের স্থানে প্রাকৃতে মূর্ধন্যীভবনের ফলে 'পড়ি' হয়। যেমন, প্রতিমা > পড়িমা।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ**

উপর্যুক্ত আলোচনায় ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে সুদীর্ঘ ১৬০০ বছর পরিব্যাপ্ত যে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন স্তরে ভাষার শব্দগত এবং রূপগত পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন স্তরে. যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তা-ই এখানে উল্লেখ করা হল। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে আমরা দুভাগে বিভাজিত করে দেখাতে পারি : (ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের তুলনায় প্রাকৃত শব্দের বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতে স্বরবর্ণের ব্যবহার, একক অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার, যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে উদাহরণসহ আলোকপাত করা হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে দেখানো হয়েছে প্রাকৃতের শব্দরূপের, ধাতুরূপের এবং পদ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য গুলোকে।

## ২.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কালসীমা হচ্ছে খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্ট্রীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। ভাষা কোনো বিশেষ সময়ে বিশেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করে না। জনসাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রভাবে একটি ভাষার

বিশেষ রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই আমরা যে কালসীমা নির্দেশ করেছি তা একান্তই আনুমানিক।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের তুলনায় ধ্বনিগত এবং রূপগত দিক থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় যে পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা প্রাকৃত ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যে দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই 'প্রাকৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোকপাত করে 'প্রাকৃত' শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ**

(ক) প্রাকৃতে 'খ' ধ্বনির ব্যবহার নির্দেশ করুন।

(খ) প্রাকৃতে দ্বিস্বর ধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

(গ) মূলের আদিস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে নির্দেশ করুন।

(ঘ) প্রাকৃত শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রাকৃত-রূপ নির্দেশ করুন। চৈত্র ; মৌক্তিকম্ ; তৃণ ; মাত্রা ; সিন্দুর ; বিদ্বান।

(চ) ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করুন।শৈলঃ > সেলো ; কাব্যম্ > কব্বং ; আত্মা > অত্তা ; ক্লেশ > কিলেস ।

(একটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ শৈলঃ > সেলো।

শ > স এবং ঐ > এ; শৈ > সে

অ-কারান্ত বিসর্গ > ও; লঃ > লো

অতএব শৈলঃ > সেলো।

## ২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

**(ক) দ্বিস্বরধ্বনি ঃ** একটি মাত্র স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি একই প্রযত্নে দুটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়ে যায়, অর্থাৎ, জিহ্বা একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে প্রবৃত্ত হয়ে অপর একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণে নিবৃত্ত হয়, তবে তাকে দ্বিস্বর ধ্বনি বলে। ঐ এবং ঔ ---- এই দুইটি দ্বিস্বর ধ্বনি।

**(খ) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ঃ** কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখ বিবরে সম্পূর্ণ ভাবে বাধা পেলে সেই ব্যঞ্জন ধ্বনিকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। যেমন— ক, গ, ত, দ, প, ব (বর্গীয়)।

**(গ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঃ** কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় যদি কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হয়ে অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি না করে তবে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়, সে গুলিকে অল্পপ্রাণ বলে। যেমন— ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব ইত্যাদি।

**(ঘ) মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ** কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় যদি কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হয়ে যুগপৎ অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করে তবে সেই উচ্চারিত ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন— খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ ইত্যাদি।

**(ঙ) সমীভবন ঃ** পদের উচ্চারণকালে যদি সন্নিকটস্থ দুটি বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পর অথবা একে অপরের প্রভাবে পড়ে অল্পবিস্তর সাম্যলাভ করে, তবে এই ব্যাপারকে সমীভবন বলা হয়। যেমন, চক্র > চক্ক ; কর্ম > কম্ম ; সত্য > সচ্চ ; বিদ্যা > বিজ্জা।

**(চ) ঘোষীভবন ঃ** অঘোষ ধ্বনি সঘোষ উচ্চারিত হলে ঘোষীভবন বলে ; যেমন, লোক> লোগ, নয়তি > ণেদি।

(ছ) অঘোষীভবন ঃ সঘোষ ধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হলে হয় অঘোষীভবন, অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ যদি প্রথম বর্ণে রূপান্তরিত হয় যেমন, গ > ক ; জ > চ ; দ > ত ; ব > প তবে তাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন, গগন > গকন ; রাজা > রাচা ; বদন > বতন।

**(জ) ঘোষধ্বনি ঃ** ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু কণ্ঠতন্ত্রীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যদি কণ্ঠতন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টির দ্বারা কোনো ধ্বনির উচ্চারণ করে তবে তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন, স্বরধ্বনিগুলো এবং বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণগুলি হচ্ছে ঘোষবর্ণ।

**(ঝ) অঘোষধ্বনি ঃ** ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু কণ্ঠতন্ত্রীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে যদি সরাসরি অবাধে বের হয়ে আসে, তবে সেই ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি হচ্ছে অঘোষ ধ্বনি।

যেমন— **অঘোষ ধ্বনি ঃ** ক, খ, চ, ছ, ত, থ, প, ফ।

**ঘোষ ধ্বনি ঃ** গ, ঘ, জ, ঝ, দ, ধ, ব, ভ।

## ২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'প্রাকৃত' শব্দের বুৎপত্তি নির্দেশ করে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভবের কারণ যুক্তিসহ উপস্থাপিত করুন।

২। 'প্রাকৃত' ভাষা সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, 'প্রাকৃত জনানাং ভাষা প্রাকৃতম্' ; আবার অনেকে মত প্রকাশ করেছেন, 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং প্রাকৃতমুচ্যতে'— এর মধ্যে কোন মতটি গ্রহণযোগ্য যুক্তিসহ উপস্থাপিত করুন।

৩। প্রাকৃতের ধ্বনিগত ও রূপগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে উদাহরণসহ লিখুন।

৪। স্থিতিকালের উল্লেখ করে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তর-বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর নির্দেশ করুন ঃ**

(ক) প্রাকৃতে 'ঋ' ধ্বনির ব্যবহার

(খ) প্রাকৃতে দ্বিস্বর ধ্বনির ব্যবহার

(গ) প্রাকৃতে একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জনের ব্যবহার

(ঘ) প্রাকৃতে মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার

(ঙ) প্রাকৃতে শব্দের আদিস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার

(চ) প্রাকৃতে বিসর্গের (ঃ) ব্যবহার

(ছ) সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে প্রাকৃতের প্রভাব

(জ) প্রাকৃত থেকে সমীভবনের উদাহরণ

(ঝ) প্রাকৃতে অন্ত্যব্যঞ্জনের ব্যবহার

(ঞ) প্রাকৃতে য্-ফলা অথবা ব্-ফলার ব্যবহার।

## ২.৯ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

পঞ্চম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ-৩

## মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষা উদ্ভব, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য

### মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণ— ২ (অশোক-প্রাকৃত)

### বিষয় বিন্যাস


৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ প্রাকৃত-ভাষার স্তরবিভাগ

৩.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তর ঃ অশোক-প্রাকৃত ঃ পরিচিতি

- ৩.৩.১ অশোক-প্রাকৃত ঃ ভাষাতাত্ত্বিক উৎস
- ৩.৩.২ উপভাষা বিভাজন ও পরিচিতি

৩.৪ অশোক-প্রাকৃত ঃ উপভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য

- ৩.৪.১ উত্তর-পশ্চিমা
- ৩.৪.২ দক্ষিণ-পশ্চিমা
- ৩.৪.৩ প্রাচ্য-মধ্যা
- ৩.৪.৪ প্রাচ্যা

৩.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৩.০ ভূমিকা (Introduction)

মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার উদ্ভবের পিছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। এই বিভাগের প্রথমেই প্রাকৃত-ভাষার স্তরবিভাগ-দেখানো হয়েছে। তারপর অশোক-প্রাকৃতের পরিচিতি, ভাষাতাত্ত্বিক উৎস, উপভাষাগত বিভাজন ও পরিচিতি, উপভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।

### ৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের তৃতীয় পত্রের তৃতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে— "মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ—২ (অশোক-প্রাকৃত)"। এই বিভাগ থেকে আপনারা প্রাকৃত-ভাষার স্তরবিভাগ, অশোক-প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক উৎস, উপভাষার বিভাজন, পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হবেন।

## ৩.২ প্রাকৃত ভাষার স্তরবিভাগ

খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৬০০ বছর ব্যাপ্ত যে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তা আসলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য ভাষার বিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হত বলেই প্রাকৃত ভাষা ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে স্থির ছিল না। ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে এই ভাষায় যেমন ধ্বনিগত এবং রূপগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনি কালের পরিবর্তনে এই ভাষায় দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। ভাষার এই পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রেখেই ভাষাতাত্ত্বিকরা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত প্রাকৃত ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভাজিত করেছিলেন। এই স্তর তিনটি হল ঃ

১। আদিস্তর ঃ অশোক প্রাকৃত ; এই স্তরের কালসীমা হচ্ছে খ্রিঃ পূঃ ৬০০থেকে খ্রিঃ পূঃ ২০০অব্দ।

২। মধ্য স্তর ঃ সাহিত্যিক প্রাকৃত ; এই স্তরের কালসীমা হচ্ছে খ্রিষ্টীয় ২০০ থেকে ৬০০ অব্দ।

৩। অন্ত্য স্তর ঃ অপভ্রংশ ; এই স্তরের কালসীমা হচ্ছে খ্রিষ্টীয় ৬০০ থেকে দশম শতাব্দী।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাকৃত ভাষার আদিস্তর এবং মধ্যস্তরের অন্তর্বর্তীকালীন খ্রিঃ পূঃ ২০০ থেকে খ্রিষ্টীয়২০০ অব্দ পর্যন্ত কালসীমাকে প্রাকৃত ভাষার ক্রান্তিপর্ব নামে চিহ্নিত করেছেন। এই স্তরের নিদর্শন খরোষ্ঠী ধম্মপদে এবং নিয়া প্রাকৃতে পাওয়া গেছে।

এবার আমরা প্রাকৃত ভাষার আদি, মধ্য ও অন্ত্যস্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাকৃত ভাষার আদিস্তরকে অশোক প্রাকৃত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই স্তরের যাবতীয় ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎকীর্ণ অশোকের শিলালিপি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য অশোকের শিলালিপি ছাড়াও ওই সময়কার বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রত্নলেখ, তাম্রফলক লেখ, গুহালেখ এবং খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের মধ্যে লিখিত কিছু নাটকের ভাষার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

প্রাকৃত ভাষার দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয়েছে সাহিত্যিক প্রাকৃত। এই প্রাকৃতের যাবতীয় নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে প্রাকৃতের মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পৈশাচী — এই সমস্ত উপভাষায় লিখিত সাহিত্য থেকে। এই স্তরের যাবতীয় ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাকৃত সাহিত্য-নির্ভর বলেই এই স্তরকে সাহিত্যিক প্রাকৃত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্তরের ভাষায় প্রথম সমাজের উচ্চশ্রেণি, নিম্নশ্রেণি তথা নারী ও পুরুষ ভেদে ভাষার পার্থক্য লক্ষ করা গেল। এছাড়া কাব্য এবং গদ্য ভাষার মধ্যেও পার্থক্য সূচিত হল। সাহিত্যিক প্রাকৃত কোনো সময়েই জনসাধারণের ঠিক কথ্য ভাষা

ছিল না। সাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এই ভাষা যে অনেকটা মার্জিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই Pischel হলেছিলেন, "The Indians always understood by the term prakrit the literary languages." এই স্তরের বিশিষ্ট সাহিত্য কর্ম হল, 'রাবণবহো' (সেতুবন্ধ), 'গাহাসত্তসঈ', 'পউমচরিঅ', 'বজ্জালগ্গ', 'গউড়বহো', 'বড্ডকহা' ইত্যাদি।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরকে বলা হয়েছে অপভ্রংশ। গ্রিয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ বলেন, মধ্যপ্রাকৃতের শেষ উপস্তরই হচ্ছে অপ্রভ্রংশ। তিনি প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রাকৃতের এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যবর্তী একটি করে অপ্রভ্রংশ স্তর কল্পনা করেছেন। যেমন,

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মাহারাষ্ট্রী অপ্রভ্রংশ > মারাঠি

শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপ্রভ্রংশ > পশ্চিমা হিন্দি

মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপ্রভ্রংশ > অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া

অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী অপ্রভ্রংশ > পূর্বী হিন্দি

অপভ্রংশের শেষস্তর এবং বাংলা, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যের আদি স্তরটিকে ড. সুকুমার সেন মহাশয় অবহট্ঠ নামে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য খুব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়া এর পার্থক্য সাধারণত ধরা পড়ে না। চর্তুদশ শতকের শেষ দিকে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামে অবহট্ঠ বা অপভ্রংশে রচিত একটি গীতিকবিতার সংকলন পাওয়া গেছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ**

প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসকে সাধারণত তিনটি স্তরে বিভাজিত করা হয়েছিল। আমরা উপর্যুক্ত আলোচনায় কালসীমাসহ তিনটি স্তরের পরিচয় পেয়েছি। এছাড়া এই তিনটি স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনের উৎস সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

**আত্মসমীক্ষাত্মক প্রশ্ন ঃ**

১। 'অপভ্রংশ' বলতে ভাষাতাত্ত্বিকরা কী বুঝিয়েছেন আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

২। অপভ্রংশ এবং অবহট্ঠের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন ঃ**

১। ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনের উল্লেখ করে প্রাকৃত ভাষার তিনটি স্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## ৩.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তর ঃ অশোক-প্রাকৃত ঃ পরিচিতি

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ বিবর্তিত হতে হতে খ্রি.পূ. ৮০০ থেকে ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে যখন ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে একটি নতুন অকৃতবাক অর্থাৎ অমার্জিত অব্যবস্থিত ভাষার জন্ম দিল তখন তাকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা নামে চিহ্নিত করা হয়। নব্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষাগুলোর সৃষ্টি-মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তার বিভিন্ন বিবর্তিত রূপ নিয়ে বর্তমান ছিল। এর কালসীমা খ্রি.পূ. ৬০০ থেকে খ্রিষ্টীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভারতীয় আর্যের যুগেই বৌদ্ধশাস্ত্রের বাহন পালি ভাষার উদ্ভব হয়। পালি মধ্যভারতীয় আর্যেরই একটি অন্যতম শাখা। পালি ব্যতীত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অপর ভাষাছাদকে প্রাকৃত নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় আর্য ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাকৃত ভাষায় সুদীর্ঘ প্রায় ১৬০০ বছর ধরে বিভিন্ন অনুশাসন, কাব্য, গদ্য-সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি রচিত হয়ে এসেছে। অমার্জিত বা অকৃতবাক এই ভাষাই ক্রমে ক্রমে মার্জিত এবং ব্যাকরণ-নিয়ন্ত্রিত হয়ে কৃতবাক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কালিক দিক থেকে এই ভাষায় ক্রমাগত ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ করে বৈয়াকরণেরা মধ্যভারতীয় আর্যের প্রাকৃত ভাষাকে আদি মধ্য এবং অন্ত্য ভেদে তিনটি স্তরে বিভাজিত করেন। প্রাকৃতের আদিস্তরের যাবতীয় ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত শিলালেখ, তাম্রলেখ, স্তম্ভলেখ ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ অনুশাসনগুলোতে। এর মধ্যে সম্রাট অশোকের দ্বারা উৎকীর্ণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত অনুশাসনগুলো অন্যতম। বস্তুত প্রাকৃত ভাষার আদিস্তরের অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক উৎস হচ্ছে অশোকের অনুশাসনগুলো। এমনকি, প্রাকৃতের আদিস্তরের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন অবলম্বনে যে চারটি উপভাষা বিভাজন করা হয়েছে, তাও অশোকের অনুশাসনগুলোর ভাষাছাদ অবলম্বনেই সম্ভব হয়েছে। এজন্যই প্রাকৃতের আদিস্তরকে অশোক-প্রাকৃত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অবশ্য উল্লেখ্য যে, অশোকের যাবতীয় লেখমালা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হয়নি। এগুলো প্রাকৃত ছাড়াও যাবনিক (গ্রিক) এবং আরামায়িক ভাষায় ও বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিত। আফগানিস্তানে প্রাপ্ত অশোক অনুশাসনগুলো যাবনিক লিপিতে, আফগানিস্তানে আরামায়িক লিপি, পাকিস্তানে খরোষ্ঠী লিপি এবং ভারত ও নেপালে ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত হয়েছিল।

এই অনুশাসনগুলোর কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে বলতে হয়, অশোক তাঁর অনুশাসন প্রচার শুরু করেছিলেন তাঁর রাজ্যাভিষেকের (আনুমানিক ২৬৯ খ্রি.পূ.) ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে (আনুমানিক ২৫৭ খ্রি.পূ.)। তাঁর সপ্তম মুখ্য স্তম্ভ শাসনটি প্রচারিত হয়েছিল তাঁর রাজ্যাভিষেকের ২৭ বৎসর পর। বস্তুত তাঁর সিংহাসন আরোহনের ১৩ বৎসর পর থেকে ২৭ বৎসরের মধ্যে তাঁর অনুশাসনগুলো লিখিত হয়ে থাকবে।

অশোক-প্রাকৃতকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ (১) পর্বতগাত্র বা শিলাখণ্ডের ওপর উৎকীর্ণ লেখাবলি, এবং (২) শিলাস্থম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লেখমালা। উল্লিখিত শিলালেখগুলোকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (১) ক্ষুদ্র গিরিশাসন, (২) মুখ্য গিরিশাসন এবং (৩) গুহালেখ। স্তম্ভলেখকেও আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে— (১) ক্ষুদ্র স্তম্ভশাসন, (২) স্তম্ভলেখ এবং (৩) মুখ্য স্তম্ভশাসন।

অশোকের দ্বারা উৎকীর্ণ ভারত এবং ভারতের বাইরে প্রাপ্ত অনুশাসনগুলির মধ্যে বিশেষ করেকটি অনুশাসনের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পর নির্ভর করে প্রাকৃতের আদিস্তর অশোক-প্রাকৃতের ভাষা-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে নির্ভর করা হয়েছে অশোকের নিম্নলিখিত লিপিগুলোর ওপর ঃ

(১) শাহ্‌বাজগঢ়ি অনুশাসন

(২) মানসেহ্‌রা অনুশাসন

(৩) গির্‌নার অনুশাসন

(৪) সোপার অনুশাসন

(৫) কালসী অনুশাসন

(৬) তোপরা অনুশাসন

(৭) ধৌলি অনুশাসন

(৮) জৌগড় অনুশাসন।

এই অনুশাসনগুলোর ওপর নির্ভর করেই অশোক-প্রাকৃতের ভাষা-বৈশিষ্ট্য এবং ওই স্তরের চারটি উপভাষা রূপ নিয়েছিল।

### ৩.৩.১ প্রাকৃত ভাষার আদিস্তর বা অশোক প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক উৎস

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ বিবর্তিত হতে হতে খ্রি.পূ. ৮০০-৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম দেয়। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত অন্যতম ভাষা হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃতকে আদি, মধ্য এবং অন্ত্য ভেদে তিনটি স্তরে বিভাজিত করা হয়েছে। আদি স্তরের প্রাকৃত ভাষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে অশোক-প্রাকৃত নামে। কেননা এই স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনের অন্যতম উৎস হচ্ছে ভারতের

বিভিন্ন প্রান্তে সম্রাট অশোকের দ্বারা উৎকীর্ণ তাঁর অনুশাসনগুলির ভাষা। তবে অশোকের অনুশাসনগুলি ছাড়াও ওই সময়কার অন্যান্য আরও কিছু প্রত্নলেখ অথবা গ্রন্থাদির ভাষায় এই স্তরের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রাকৃতের আদি স্তরের এই নিদর্শনগুলো হল ঃ

ক) সম্রাট অশোকের অনুশাসন ঃ

(১) শাহ্বাজগঢ়ি অনুশাসন

(২) মানসেহ্রা অনুশাসন

(৩) গির্নার অনুশাসন

(৪) সোপারা অনুশাসন

(৫) কালসী অনুশাসন

(৬) তোপরা অনুশাসন

(৭) ধৌলি অনুশাসন

(৮) জৌগড় অনুশাসন

অশোক অনুশাসন প্রচার আরম্ভ করেছিলেন তাঁর রাজ্যাভিষেকের (অনুমানিক ২৬৯ খ্রি.পূ.) ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে (আনুমানিক ২৫৭ খ্রি.পূ.)।

খ) অশোক-অনুশাসনের সমসাময়িক অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রত্নলেখ। যেমন—

(১) মহাস্থান শিলাফলক লেখ (খ্রি. পূ. ৩য় শতক);

(২) সৌহ্গৌরা তাম্রফলক লেখ (খ্রি. পূ. ৩য় শতক);

(৩) হাথিগুম্ফা লেখ (খ্রি. পূ. ১ম শতক);

(৪) জোগীমারা গুহা লেখ (খ্রি. পূ. ২য় শতক);

(৫) বেসনগর গরুড়স্তম্ভ লেখ (খ্রি. পূ. ২য় শতক) ইত্যাদি।

(গ) হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের পালিভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রাচীন অংশবিশেষ (খ্রি. পূ. ৩০০— খ্রি. ২০০ অব্দ)

(ঘ) বৌদ্ধদের দ্বারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণে রচিত সাহিত্য (খ্রি. পূ. ২০০— খ্রি. ৩০০ অব্দ)।

(ঙ) মধ্য এশিয়া থেকে খণ্ডভাবে প্রাপ্ত অশ্বঘোষের দুটি সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষায় আদিস্তরের প্রাকৃতের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। এই নাটক দুটির একটির নাম হচ্ছে 'শারীপুত্র প্রকরণ', আনুমানিক রচনাকাল খ্রি. পূ. ১ম শতক।

(চ) ভাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাকেও এই স্তরের প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়। নাটকের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় ২য়-৩য় শতক।

## ৩.৩.২ অশোক-প্রাকৃত উপভাষা বিভাজন ও পরিচিতি

অশোকের অনুশাসনগুলো মূলত প্রাকৃত, যাবনিক অর্থাৎ গ্রিক এবং আরামায়িক ভাষায় ও বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে আফগানিস্তানে যাবনিক লিপি, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আরামায়িক লিপি, পাকিস্তানে খারোষ্ঠী লিপি এবং ভারত ও নেপালে ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার পাওয়া গেছে।

অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধৌলি, জৌগড় এবং স্তম্ভলেখ সমূহের ভাষা মাগধী প্রাকৃত প্রভাবিত। কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত অনুশাসনগুলোর প্রাকৃত ভাষায় কিছু পরিমাণে সংস্কৃতের এবং ইরানীয় ভাষার প্রভাব স্পষ্ট। কালসী ও গির্নার অনুশাসনের ভাষা এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী; কিন্তু কালসীতে মাগধী প্রাকৃতের এবং গির্নারে সংস্কৃত ও পাকিস্তানের প্রাকৃতের প্রভাব বেশি। আবার সোপারাতে সংস্কৃত 'ল' অক্ষরের পরিবর্তে সর্বত্র 'র'-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটি মাগধী প্রাকৃতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে ভাষাতাত্ত্বিকরা অশোক-প্রাকৃতকে চারটি উপভাষায় বিভাজিত করেছেন। এগুলো হল ঃ

(১) উত্তর-পশ্চিমা বা কম্বোজ-উদীচ্য অঞ্চলের ভাষা ঃ এই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলার শাহ্বাজগঢ়ি অনুশাসনে এবং পাকিস্তানের হাজরা জেলায় প্রাপ্ত মানসেহ্রা অনুশাসনে। বেইলি (Bailey) এই উপভাষার নাম দিয়েছেন গান্ধারী।

(২) দক্ষিণ-পশ্চিমা বা সুরাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষা ঃ এই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উৎস হচ্ছে কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড়ের নিকটবর্তী পর্বতে প্রাপ্ত গিরনার (গিরিনগর) অনুশাসন এবং মহারাষ্ট্রের ঠাণা জেলায় প্রাপ্ত সোপারা অনুশাসন। এই উপভাষাকে পশ্চিমা বা সৌরাষ্ট্র-প্রতীচ্যা নামেও অভিহিত করা হয়।

(৩) প্রাচ্য-মধ্যা ঃ এই উপভাষার নিদর্শন রয়েছে উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জেলার মুসৌরির নিকটে প্রাপ্ত কাল্সী অনুশাসনে এবং হরিয়ানার আম্বালা জেলায় প্রাপ্ত তোপরা অনুশাসনে। চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলুক তোপরা অনুশাসনটি আম্বালা জেলা থেকে তুলে এনে দিল্লিতে স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি দিল্লী-তোপরা অনুশাসন নামে খ্যাত। এছাড়া কিছু কিছু ছোটো অনুশাসনেও প্রাচ্য-মধ্যার নিদর্শন বর্তমান।

(৪) প্রাচ্যা ঃ পূর্বভারতের এই উপভাষাটির নিদের্শন পাওয়া যায় উড়িষ্যার খোরদা জেলায় উৎকীর্ণ ধৌলি অনুসাসনে এবং উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় উৎকীর্ণ জৌগড় অনুশাসনে। অশোক-প্রাকৃতকে অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরের প্রাকৃত ভাষাকে উল্লিখিত চারটি উপভাষায় বিভাজিত করা হয়েছিল।

## ৩.৪ অশোক-প্রাকৃত ঃ উপভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনগুলোর ভাষাছাদ অবলম্বনে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য ধরা পড়েছিল, সেই পার্থক্যগুলো অবলম্বনে ভাষাতাত্ত্বিকরা অশোক-প্রাকৃতের চারটি উপভাষা নির্দেশ করেছেন। এগুলো হল ঃ

ক) উত্তর-পশ্চিমা

খ) দক্ষিণ-পশ্চিমা

গ) প্রাচ্য-মধ্যা

ঘ) প্রাচ্যা

এবার এক-একটি উপভাষা অবলম্বনে আমরা এগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করব।

### ৩.৪.১ উত্তর-পশ্চিম বা কম্বোজ-উদীচ্য অঞ্চলের ভাষা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে , মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার আদিস্তরের প্রাকৃত ভাষাকে অশোক প্রাকৃত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হাজরা জেলায় প্রাপ্ত অশোকের **শাহ্‌বাজগঢ়ী** অনুশাসন এবং **মান্‌সেহরা** অনুশাসনের ভাষাতেই প্রাকৃতের আদি স্তরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা ছাঁদ পাওয়া গেছে। এজন্য এই উপভাষার নামকরণ করা হয়েছে উত্তর-পশ্চিমা বা কম্বোজ-উদীচ্য অঞ্চলের ভাষা। বেইলি এর নাম দিয়েছেন 'গান্ধারী'। এই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) সং ঋ > অ, ই, উ ; আবার কখনো কখনো স্বরযুক্ত 'র্' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন --- কৃত > কিট, কিট্র (শাহ) ; কৃত > কট, কিট (মান্.); মৃগ> ম্রুগ (শাহ), ম্রিগ (মান্)

(২) সং দ্বিস্বরধ্বনি 'ঐ' সর্বাবস্থায়, সর্বত্র 'এ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন— তুমর্থক ৪র্থীর প্রত্যয় তবৈ > তবে।

(৩) সং 'ঔ' সর্বাবস্থায়, সর্বত্র 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- পৌত্র > পোত্র (মান্), পোত (শাহ্)।

(৪) সং 'অয়', 'অৱ' সাধারণত সর্বত্র যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। তবে ক্বচিৎ রক্ষিত। যেমন -- আজ্ঞাপয় > অণপয়, অনপে ( শাহ্, মান)।

(৫) পদান্ত অঃ > ও, কোথাও কোথাও এ ; যেমন -- জনঃ > জনো (শাহ্), জনে (শাহ্ , মান্) ; প্রিয়ঃ > প্রিয়ো , পয়ো (শাহ্, মান্), পিয়ে।

(৬) আ, ঈ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে থাকলে হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন -- আত্যয়িক > অচয়িক ; কীর্তি > কিট্টি (শাহ্), কিতী (মান্)।

(৭) পদমধ্যগত একক অঘোষ বর্ণের ক্বচিৎ ঘোষবত্বা এই উপ ভাষায় লক্ষণীয়। ক, চ, ত, প > গ, জ, দ, ব ) । যেমন -- হিত > হিদ / হিত।

(৮) পদমধ্যগত একক মহাপ্রাণ বর্ণের ক্বচিৎ হ-কার পরিণতি। যেমন -- ৩য়ার বহুবচনের বিভক্তি ভিঃ > হি ; ৱি-ধা > ৱি-দহ ; কিন্তু আদিস্থিত 'ভ্' শাহ্বাজগঢ়ীতে সর্বত্র রক্ষিত, ভৱতি > ভোতি , ব্যতিক্রমে একবার মাত্র হোতি পাওয়া গেছে। মান্সেহরায় হোতি, একবারমাত্র ব্যতিক্রমে ভোতি পাওয়া গেছে।

(৯) সং, শ, ষ, স্- উত্তর-পশ্চিমায় এই তিনটি ধ্বনিরই পার্থক্য রক্ষিত। যেমন -- শুশ্রূষা > সুশ্রূষ ; দশ > দশ ; মনুষ > মনুস।

(১০)অশোক প্রাকৃতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভূত রূপ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, যা সাধারণ প্রাকৃতেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপভাষাগত বিচারে উত্তর-পশ্চিমায় সাধারণত বিষমীভূত 'র্' ও 'স'-এর যুক্ত ব্যঞ্জন প্রায়ই রক্ষিত এবং মূর্ধন্যীভবন অধিক সুলভ। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের রূপান্তর দেখানো যেতে পারে ঃ

র্য > রিয় ; মাধুর্য > মধুরিয়

র্গ > গ্র ; স্বর্গ > স্পগ্র

স্ত > স্ত ; অনুশস্তি > অনুশস্তি, হস্তিন > হস্তি

স্থ > থ ; স্থিতিক > থিতিক , গৃহস্থ > গহথ > গ্রহথ

ল্য > ল্ল ; কল্যাণং > কল্লাণং

ব্য > ব্ব ; কর্তব্যঃ > কটব্বো

স্ম > স্প ; বিনীতস্মিন > বিনিতস্পি, সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি স্মিন > স্পি

স্ব > স্প ; স্বর্গ > স্পগ্র , স্বামিকেন > স্পামিকেন

ত্মা > ত ; আত্মা > অত

ত্ব > তু ; চত্বারঃ > চতুরে

জ্ঞ > ঞ ; রাজ্ঞা > রাঞা । সমীভূত -ঞ- হয় সাধারণত উত্তর-পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমায়। কিন্তু -ন- হয় সাধারণত প্রাচ্যায়।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১১) ধাতুরূপাদর্শে সরলতা দেখা গেল। দ্বিবচন, আত্মনেপদ লুপ্ত হলো।

(১২) ধাতুরূপে ১০টি গণ পরিণত হয়েছে সাধারণত ২টি গণে অ-যুক্তগণ এবং অয়/এ-যুক্তগণ। অন্যান্য গণের বিকরণ যুক্ত প্রাচীন পদও কিছু কিছু ছিল।

(১৩) পদপ্রয়োগে দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। ৪র্থী ও ৫মীর একবচনও লুপ্ত প্রায়। ২য়া ও ৬ষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ৪র্থী এবং ৩য়া ও ৭মীর বিভক্তির দ্বারা ৫মীর অর্থ প্রকাশিত হত।

## ৩.৪.২ দক্ষিণ-পশ্চিমা বা সুরাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষা

দক্ষিণ-পশ্চিমা অশোক-প্রাকৃতের একটি অন্যতম উপভাষা। এই উপভাষাকে 'সুরাষ্ট্র অঞ্চলের ভাষা' বা শুধু 'পশ্চিমা' নামেও চিহ্নিত করা হয়। আবার কেউ কেউ এই উপভাষাকে 'সৌরাষ্ট্র-প্রতীচ্যা' নামেও আখ্যায়িত করেছেন। কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড় অঞ্চলে প্রাপ্ত অশোকের গির্‌নার < গিরিনগর) অনুশাসনের এবং সোপার অনুশাসনের ভাষা অবলম্বনেই এই উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। অশোক প্রাকৃতের অন্যান্য উপভাষার তুলনায় এই উপভাষার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই উপভাষার বৈশিষ্ট্য গুলো হল ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) সং ঋ সাধারণত এই উপভাষায় অ-তে পরিণত হয়েছে। যেমন --- কৃত > কত (গি.) মৃগ > মগ (গি.) । কখনো কখনো ঋ-স্থলে এই উপভাষায় 'রি' লক্ষ্য করা গেছে। যেমন -- যাদৃশ > যারিস।

(২) সং দ্বিস্বরধ্বনি 'ঐ' সর্বাবস্থায়, সর্বত্র 'এ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন - তুমর্থক ৪র্থীর প্রত্যয় তবৈ > তবে।

(৩) সং 'ঔ' সর্বাবস্থায়, সর্বত্র 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- পৌত্র > পোত্র এবং, পোত (গি...)।

(৪) সং 'অয়', 'অব' প্রায়শ রক্ষিত ; অব ক্বচিৎ 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- আজ্ঞাপয় > আজ্ঞাপয় , পূজয়তি > পূজয়তি;ভব্‌তি > ভোতি, হোতি।

(৫) অ-কারান্ত 'ঃ' এই উপভাষায় 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- জনঃ > জনো (গি.) ; প্রিয়ঃ> প্রিয়ো , পয়ো (গি..)।

(৬) সংযুক্ত ব্যঞ্জনে পূববর্তী 'আ' এবং 'ঈ' এই উপভাষায় রক্ষিত। যেমন -- আত্যয়িক > আচায়িক ; কীর্তি > কীতি , তবে নাসিক্যধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী আ কিন্তু হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন - তাম্রপর্ণী > তংবপংনী।

(৭) উত্তর-পশ্চিমার মতো একক অঘোষ ব্যঞ্জনের ঘোষীভবন এই উপভাষায় দুর্লক্ষ। যেমন -- হিত > হিত।

(৮) পদমধ্যগত একক মহাপ্রাণ বর্ণের ক্বচিৎ হ-কার পরিণতি। যেমন -- ৩য়ার বহুবচনের বিভক্তি ভিঃ > হি ; লঘু > লহু। আদিস্থিত 'ভ্' -এর ক্ষেত্রে দ্বিমুখীপ্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন--- ভৱতি > ভোতি / হোতি।

(৯) সং শিসধ্বনি শ্, ষ্, স্- এর 'স্' প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন -- শুসুষা > সুশ্রুংসা , দশ > দশ ; মনুষ > মনুস।

(১০) অশোক প্রাকৃতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভূত রূপ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, যা সাধারণ প্রাকৃতেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমা সমসাময়িক অন্যান্য উপভাষার তুলনায় সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। যেমন—

র্য > রিয় ; মাধুর্য > মধুরিয়

র্গ > গ্র ; স্বর্গ > স্বগ

স্ত > স্ত ; অনুশস্তি > অনুসস্তি, হস্তিন > হস্তি

স্থ > স্ত, ঠ ; স্থিতিক > ঠিতিক্য / স্তিতিক , গৃহস্থ > ঘরস্ত।

ল্য > ল ; কল্যাণং > কলণং

ব্য > ব্য ; কর্তব্য > কতব্য

স্ম > ম্হ তস্মিন > তম্হি , সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি স্মিন > ম্হি।

স্ব > স্ব ; স্বর্গ > স্বগ , স্বামিক > স্বামিক

ত্ম, ত্ব > ৎপ ; আত্মা > আৎপ , চত্বারঃ > চৎপারো

জ্ঞ > এঞ ; রাজ্ঞা > রাএঞা , জ্ঞাতি > এঞাতি ; অন্য > অএঞ। সমীভূত -এঞ- হয় সাধারণত উত্তর-পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমায়। কিন্তু -ন- হয় সাধারণত প্রাচ্যায়। উপভাষাগুলির মধ্যে গির্ণারের শব্দভাণ্ডারে কিছু নতুনত্ব রয়েছে। যেমন —

গির্ণার থইর < স্থবির ; কিন্তু অন্যত্র বুঢ < বৃদ্ধ

" পন্থ < পন্থা ; " " মগ < মার্গ

" পসতি < পশ্যতি ; " " দখতি / দেখতি < দ্রশ্যতি

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১১) ধাতুরূপাদর্শে সরলতা দেখা গেল । দ্বিবচন লুপ্ত হল। কেবলমাত্র পশ্চিমাতেই আত্মনেপদ কোনোরকমে টিকে থাকল। যেমন ---- করোতে, করোংতে , মঞতে। এছাড়াও আত্মনেপদী বিভক্তি হিসাবে প্রথম পুরুষ বহুবচনের র্-যুক্ত বিভক্তির প্রাচুর্য এক্ষেত্রে দেখা গেল। এরূপ প্রয়োগ বৈদিকেরই স্মারক। যেমন ----- কর্তৃবাচ্যে (লটে) - রে (অনুৱতরে) ; কিন্তু অন্যত্র হয়েছে অংতি ; যেমন— অনুৱতংতি (কা) , অনুৱটংতি ( শা.)। লোটে 'অন্তু' ছাড়াও আত্মনেপদী বিভক্তিজাত -রু- এর ব্যবহার গির্ণার অনুশাসনে পাওয়া যায়। ( স্তুণারু)

(১২) ধাতুরূপে ১০ টি গণ পরিণত হয়েছে সাধারণত ২টি গণে— অ-যুক্তগণ এবং অয়/ এ- যুক্তগণ। অন্যান্য গণের বিকরণ যুক্ত প্রাচীন পদও কিছু কিছু ছিল।

(১৩) পদপ্রয়োগে দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। ৪র্থী ও ৫মীর একবচনও লুপ্ত প্রায়। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাতেই ৰূচিৎ ৫মীর একবচন কিছুকাল টিকেছিল। ৪র্থীর একবচন প্রায় লুপ্ত হওয়ার দিকে, ২য়া ও ৬ষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ৪র্থীর এবং ৩য়া ও ৭মী বিভক্তির দ্বারা ৫মীর অর্থ প্রকাশিত হত।

### ৩.৪.৩ প্রাচ্য-মধ্যা

উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জেলায় মুসৌরির নিকট প্রাপ্ত অশোকের কালসী অনুশাসন, হরিয়ানার আম্বালা জেলায় প্রাপ্ত তোপরা অনুশাসন এবং ছোটো ছোটো অনুশাসনগুলোর ভাষায় প্রাকৃতের আদিস্তরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়েছিল, অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করে ভাষাতাত্ত্বিকরা এর ভাষাকে প্রাচ্য-মধ্যা নামে চিহ্নিত করেছেন। এই উপভাষার সঙ্গে অশোক-প্রাকৃতের প্রাচ্যার সাদৃশ্য সর্বাধিক। এই উপভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) সং . ঋ এই উপভাষায় 'অ' এবং 'ই'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- কৃত > কট, মৃগ > মিগ (কা.)

(২) সং দ্বিস্বরধ্বনি 'ঐ' সর্বাবস্থায় সর্বত্র 'এ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন - তুমর্থক ৪র্থীর প্রত্যয় তৱৈ > তৱে।

(৩) সং 'ঔ' সর্বাবস্থায় সর্বত্র 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন - পৌত্র > পোত (কা)

(৪) সং 'অয়' এই উপভাষায় রক্ষিত থাকলেও 'অৱ' সাধারণত 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন - আজ্ঞাপয় > অনপয় ; ভৱতি > হোতি।

(৫) অ-কারান্ত 'ঃ' এই উপভাষায় সর্বত্র 'এ'তে পরিণত হয়েছে। যেমন - জনঃ > জনে , প্রিয়ঃ> পিয়ে।

(৬) 'আ' 'ঈ' সংযুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে থাকলে হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন— আত্যয়িক > অতিয়ায়িক ; কীর্তি > কিতি।

(৭) পদমধ্যগত একক অঘোষবর্ণের ক্বচিৎ ঘোষবত্বা এই উপভাষায় লক্ষণীয়— (ক, চ, ট, ত, প > গ, জ, ড, দ, ব) যেমন— হিত > হিদ /হিত।

(৮) পদমধ্যগত একক মহাপ্রাণ বর্ণের ক্বচিৎ হ-কার পরিণতি। যেমন— ৩য়ার বহুবচনের বিভক্তি ভিঃ > হি; লঘু > লহু। আদিস্থিত 'ভ' সর্বত্র হ-তে পরিণত হয়েছে। যেমন---- ভৱতি > হোতি।

(৯) প্রাচ্যমধ্যার কালসি অনুশাসনে ক্বচিৎ য্, শ্ রক্ষিত। যেমন -- যশঃ > য়যো / য়শো ; কিন্তু সম্ভবত তা লিপিবিধিজনিত কারণে। শুশ্রূষা > সুসুসা; দশ > দস ; মনুষ > মনুশ / মনুষ / মনুস।

(১০) অশোক প্রাকৃতের সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভূত রূপ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, যা সাধারণ প্রাকৃতেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্যের মতোই প্রাচ্যমধ্যায় ধ্বনিগত বিবর্তন খুবই সুলভ। যেমন --

র্য > লিয় ; মাধুর্য > মাধুলিয়

র্গ > গ ; স্বর্গ > স্বগ

স্ত > থ ; অনুশস্তি > অনুসথি

স্থ > থ / ঠ ; স্থিতিক > ঠিতিক ; হস্তিন > হথি ; গৃহস্থ > গহথ

ল্য > য় ; কল্যাণং > কয়ান

ব্য > বিয় / ব ; কর্তব্য > কটবিয় > কটব

স্ম > স / প্ফ ; তস্মাৎ > তপ্ফা , ৭মীর একবচনের বিভক্তি স্মিন > সি

স্ব > স্ব / সুব্ ; স্বর্গ > স্বগ ; স্বামিক > সুবামিক

ত্ব, ত্ম > ত; আত্ম > অত ; চত্বারঃ > চতালি। ত্ব ছাড়া সর্বত্র ব-ফলায় সম্প্রসারণ এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন -- দ্বাদশ > দুবাদশ।

জ্ঞ > ন ; জ্ঞাতি > নাতি ; সমীভূত - ঞ-হয় সাধারণত উত্তর-পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমায়। কিন্তু-ন-হয় সাধারণত প্রাচ্যায়। যেমন— অন্য > অংন।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১১) ধাতুরূপাদর্শে অনেক সরলতা দেখা গেল। দ্বিবচন, আত্মনেপদ লুপ্ত হল।

(১২) ধাতুরূপে১০টি গণ পরিণত হয়েছে ২টি গণে— অ-যুক্ত গণ এবং অয় / এ-যুক্তগণ। অন্যান্য গণের বিকরণ যুক্ত প্রাচীন পদও কিছু কিছু ছিল।

(১৩) পদপ্রয়োগে দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। ৪র্থী ও ৫মীর একবচনও লুপ্ত প্রায়। ২য়া ও ৬ষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ৪র্থী এবং ৩য়া ও ৭মীর দ্বারা ৫মীর অর্থ প্রকাশিত হত।

### ৩.৪.৪ প্রাচ্যা

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে মধ্যভারতীয় ভাষার আদিস্তরে প্রাকৃতের যে ভাষিক উপাদান পাওয়া গেছে তাকে প্রাচ্যা উপভাষায় চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচ্যা উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে উড়িষ্যার খোরদা জেলায় প্রাপ্ত অশোকের ধৌলি অনুশাসনে এবং উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় প্রাপ্ত জৌগড় অনুশাসনে। এই উপভাষায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কিছু বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্ত্তীকালে মাগধী প্রাকৃতেও লক্ষ করা গিয়েছিল। এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) সং . ঋ এই উপভাষায় 'অ' এবং 'ই'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- কৃত > কট, মৃগ > মিগ (ধৌ, জৌ.)

(২) সং দ্বিস্বরধ্বনি 'ঐ' সর্বাবস্থায় সর্বত্র 'এ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন— তুমর্থক ৪র্থীর প্রত্যয় তৱৈ > তৱে।

(৩) সং 'ঔ' সর্বাবস্থায় সর্বত্র 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন - পৌত্র > পোত (ধৌ, জৌ)

(৪) সং 'অয়' এই উপভাষায় রক্ষিত থাকলেও 'অৱ' সাধারণত 'ও'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন - আজ্ঞাপয় > অনপয় ; ভৱতি > হোতি।

(৫) অ-কারান্ত 'ঃ' এই উপভাষায় সর্বত্র 'এ'তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন— জনঃ > জনে , প্রিয়ঃ > পিয়ে।

(৬) 'আ' 'ঈ' সংযুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে থাকলে হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন— আত্যয়িক > অতিয়ায়িক ; কীর্তি > কিতী।

(৭) পদমধ্যগত একক অঘোষবর্ণের ক্বচিৎ ঘোষবত্তা এই উপভাষায় লক্ষণীয়। (ক, চ, ট, ত, প > গ, জ, ড, দ, ব) যেমন— হিত > হিত / হিদ; লোক > লোগ ; অচলা > অজলা । সাধারণত প্রাচ্যাতেই ক > গ— এই ধ্বনিপরিবর্তন সুলভ।

(৮) পদমধ্যগত একক মহাপ্রাণ বর্ণের ক্বচিৎ হ-কার পরিণতি। যেমন— ৩য়ার বহুবচনের বিভক্তি ভিঃ > হি ; ৱি-ধা > ৱি-দহ। আদিস্থিত 'ভ ' > সর্বত্র 'হ'-তে পরিণত হয়েছে। যথা -- ভৱতি > হোতি ; সম্ভবত এটি প্রাচ্যারই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভৱতু > হোতু।

(৯) প্রাচ্যাতেও শ স প্রবণতা লক্ষণীয় । 'শ' প্রবণতা মেলে কেবল জোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত সুতনুকা লেখে। যেমন -- শুশ্রূষা > সুসুসা ; দশ > দস মনুষ > মনুস।

(১০) অশোক প্রাকৃতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভূত রূপ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, যা সাধারণ প্রাকৃতেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক অন্যান্য উপভাষার তুলনায় প্রাচ্যায় ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটেছে সর্বাধিক। যেমন --

র্য > লিয় ; মাধুর্য > মাধুলিয়

র্গ > গ ; স্বর্গ > স্বগ

স্ত > থ ; অনুশস্তি > অনুসথি, হস্তিন > হথি

স্থ > থ / ঠ ; স্থিতিক > থিতিক / ঠিতিক

ল্য > য় ; কল্যাণ > কয়ান

ব্য > বিয় / ব ; কর্তব্য > কটবিয় / কটব

স্ম > স / ফ ; তস্মিন > ত সি, তস্মাৎ > তুফ / অফ ; ৭মীর ১একবচনের বিভক্তি স্মিন > সি

স্ব > স্ব/ সুব ; স্বর্গ > স্বগ ; স্বামিক > সুবামিক

ত্ব, ত্ম > ত; আত্ম > অত ; চত্বারঃ > চতালি। ত্ব ছাড়া সর্বত্র ব-ফলায় সম্প্রসারণ এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— দ্বাদশ > দুবাদশ।

জ্ঞ > ন ; জ্ঞাতি > নাতি ; সমীভূত -'ঞ'- হয় সাধারণত উত্তর-পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমায়; কিন্তু-ন-হয় সাধারণত প্রাচ্যায়। যেমন— অন্য > অংন

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

১১) ধাতুরূপাদর্শে অনেক সরলতা দেখা গেল। দ্বিবচন, আত্মনেপদ লুপ্ত হল।

(১২) ধাতুরূপে১০টি গণ পরিণত হয়েছে ২টি গণে। অ-যুক্ত গণ এবং অয় এ-যুক্তগণ। অন্যান্য গণের বিকরণ যুক্ত প্রাচীন পদও কিছু কিছু ছিল।

(১৩) পদপ্রয়োগে দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। ৪র্থী ও ৫মীর একবচনও লুপ্ত প্রায়। ২য়া ও ৬ষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ৪র্থী এবং ৩য়া ও ৭মীর দ্বারা ৫মীর অর্থ প্রকাশিত হত। উত্তম পুরুষে সর্বনামে প্রথমার একবচনে 'হকং' ব্যবহার প্রাচ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

## ৩.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের এই বিভাগের আলোচনায় প্রথমে প্রাকৃত-ভাষার স্তরবিভাগ দেখানো হয়েছে। তারপর মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার আদিস্তর দেখানো হয়েছে। তারপর মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার আদিস্তর অশোক-প্রাকৃতের পরিচিতি-সহ এর ভাষাতাত্ত্বিক উৎস আলোচিত হয়েছে। তারপর, এর উপভাষাগত বিভাজন, পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হয়েছে।

## ৩.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

(১) প্রাকৃত-ভাষার স্তরবিভাগ কীভাবে দেখানো হয়েছে আলোচনা করুন।

(২) অশোক-প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক উৎস ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৩) অশোক-প্রাকৃতের উপভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

(৪) টীকা লিখুন—

উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্য-মধ্যা, প্রাচ্যা।

## ৩.৭ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

পঞ্চম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ-৪

## মধ্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য

### মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ব্যাকরণ—২ (সাহিত্যিক-প্রাকৃত)

**বিষয় বিন্যাস**


৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ সাহিত্যিক প্রাকৃত ঃ উপভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য

৪.২.১ মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত

৪.২.২ শৌরসেনী প্রাকৃত

৪.২.৩ মাগধী প্রাকৃত

৪.২.৪ অর্ধমাগধী প্রাকৃত

৪.২.৫ পৈশাচী প্রাকৃত

৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৪.০ ভূমিকা (Introduction)

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভবের পিছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। আলোচ্য এই বিভাগে আমরা সাহিত্য-প্রাকৃতের বিষয়ে আলোচনা করব। সাহিত্য প্রাকৃতের উপভাষাগুলি — যেমন, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত ও পৈশাচী প্রাকৃতের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব।

### ৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের তৃতীয় পত্রের চতুর্থ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ব্যাকরণ—২ (সাহিত্যিক-প্রাকৃত)"। এই বিভাগ থেকে আপনারা সাহিত্য প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবগত হবেন।

## ৪.২ সাহিত্যিক-প্রাকৃত ঃ উপভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য

এবার আমরা সাহিত্য প্রাকৃতের উপভাষাগুলির বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব।

### ৪.২.১ মাহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত

এবার আমরা সাহিত্যিক প্রাকৃতের অন্যতম উপভাষা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। সাহিত্যিক প্রাকৃতের মধ্যে মাহারাষ্ট্রীকে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রখ্যাত বৈয়াকরণ দন্ডিন (খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে মাহারাষ্ট্রী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ" অর্থাৎ মাহারাষ্ট্রী হলো প্রকৃষ্ট বা আদর্শ প্রাকৃত। সাহিত্য ও কাব্য-কবিতার ভাষা হিসাবে এই ভাষা সর্বাধিক আদৃত হয়েছে। ভাস এবং ভবভূতির রচনা বাদ দিলে সংস্কৃত নাটকের সংগীত এই উপভাষাতেই রচিত হয়েছে। ড০মনমোহন ঘোষের মতে এই উপভাষা কোনো বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এবং তা শৌরসেনী ও মাগধীর তুলনায় অর্বাচীন; সম্ভবত তা শৌরসেনী থেকে জাত। যদিও এই উপভাষা মহারাষ্ট্র অঞ্চলেই বেশি অনুশীলিত হয়েছে, তবু অনুমান করা হয় এই উপভাষা প্রথমে উত্তরভারত থেকে মহারাষ্ট্রে নীত হয়েছে এবং পরে পুনরায় তা সেখান থেকে উত্তরভারতে গৃহীত হয়েছে। হালের 'গাহাসত্তসঈ' (২ য় - ৫ ম শতক), বাক্‌পতিরাজের 'গউড বহো' (৮ ম শতক), জয়বল্লভের 'বজ্জালগ্গ' (১৪শ শতক ) ইত্যাদি এই উপভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) স্বরমধ্যগত একক অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জনের লোপ এই উপভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিলুপ্ত স্থান স্বরবর্ণের দ্বারা পূরণ হওয়ার জন্যই এই ভাষা সংগীতের উপযুক্ত বাহন হয়েছিল। যেমন -- প্রাকৃত > পাউঅ; সকল > সঅল; কবি > কই; সুকুমার > সুউমার; । এদিক থেকে রাজশেখরের উক্তি "পাউঅ বংদো হোই সুউমার" অর্থাৎ প্রাকৃত-বন্ধে রচিত কাব্য সুকুমার— যথার্থ।

(২) স্বরমধ্যগত মহাপ্রাণ বর্ণ এই প্রাকৃতে হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন -- প্রাভৃত > পাহুড; কথম্ > কহং; বধঃ > বহো; মেঘ > মেহ; সুখ > সুহ। অবশ্য, 'ভবতি' শব্দের আদিস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনিও এই প্রাকৃতে হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন - ভবতি > হোই।

(৩) মাহারাষ্ট্রীতে কখনো কখনো ব্যঞ্জনলোপের পূর্বে অঘোষ অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়েছে। যেমন ---- সং. নিকষ > নিখষ> ণিহস ; ভরত > ভরথ > ভরহ ; স্ফটিক > ফটিখ > ফলিহ।

(৪) কখনো কখনো মাগধী এবং অর্ধমাগধীর মতো মাহারাষ্ট্রীতে 'স'-এর 'হ'-এ পরিণত লক্ষণীয়। যেমন - পাষাণ >পাহাণ; তস্য > তস্স > তাস> তাহ; অনুদিৱসম > অনুদিঅহং।

(৫) অন্যান্য সাহিত্যিক প্রাকৃতে 'ত্ম'- যুক্ত ব্যঞ্জনের 'ত্ত' রূপান্তর লক্ষ করা গেলেও মাহারাষ্ট্রীতে 'ত্ম'-এর 'প্প' রূপান্তর লক্ষণীয়। যেমন -- আত্মা > অপ্পা ( কিন্তু শৌরসেনী এবং মাগধীতে সাধারণত 'অত্তা' হয়েছে। )

(৬) সংস্কৃত 'ক্ষ' মাহারাষ্ট্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে 'চ্ছ'-তে; কিন্তু শৌরসেনীতে হয়েছে 'ক্খ'। যেমন - ইক্ষু > উচ্ছু ( শৌঃ ইক্খু); অক্ষি > অচ্ছি (শৌঃ অক্খি)।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(৭) ৭মীর ১বচনে সর্বনামের বিভক্তি স্মিন > স্মি। যেমন - তস্মিন > তস্মি। (কিন্তু শৌরসেনীতে হয়েছে - স্সিং, অর্ধমাগধীতে - ংসি, পালিতে - ম্হি)

(৮) বৈদিকের অনুসরণে 'কৃ' ধাতুর লটমূল মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে কুণ। যেমন -- বৈ . কৃণোতি > মা. কুণই; কিন্তু সংস্কৃতে করোতি।

(৯) ল্যবর্থক অসমাপিকার প্রত্যয় হিসাবে বৈ. ত্বান > মা.ঊণ-এর ব্যবহার; যেমন— পুচ্ছিঊণ, কিন্তু শৌরসেনীতে হয়েছে 'য়'। যেমন -- পুচ্ছিঅ।

(১০) সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দ মাহারাষ্ট্রীতে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গে বা ক্লীবলিঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন - প্রশ্ন > পন্হো বা পন্হা; গুণাঃ > গুণা বা গুণাই; দেৱাঃ > দেৱা, দেৱানি বা দেৱাইং।

(১১) ৫মীর ১বচনে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় প্রত্যয়-'আহি'-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— দূরাহি, মূলাহি; তুলনীয় সং দক্ষিণাহি। তবে মাহারাষ্ট্রীতে প্রাচীন ৫মী বিভক্তি অথবা তস্-যুক্ত ৫মী বিভক্তিও অসুলভ নয়। যেমন— গৃহাৎ > ঘরা।

(১২) অনেক স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। যেমন— শরৎ > সরও ; প্রাবৃট > পাউসো।

(১৩) সংস্কৃতের অনেক ক্লীবলিঙ্গ শব্দ মাহারাষ্ট্রীতে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, যশঃ > জসো; জন্ম > জম্মো; অক্ষি > অচ্ছি; পৃষ্ঠম > পিট্ঠী; চৌর্যম > চোরিআ।

(১৪) কর্মবাচ্যে বিকরণ 'ৱ' মাহারাষ্ট্রীতে -'ইজ্জ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন— গম্যতে > গমিজ্জই; পৃচ্ছতে > পুচ্ছিজ্জই। কিন্তু শৌরসেনীতে হয়েছে - 'ঈঅ'। যেমন— গম্যতে > গমীঅদি।

(১৫) পরস্মৈপদ এবং আত্মনেপদের কোনো বিভাগ মাহারাষ্ট্রীতে নেই। মাহারাষ্ট্রীতে সব ধাতু উভয়পদীর মতো হয়।

(১৬) 'ত্বা' প্রত্যয় স্থানে মাহারাষ্ট্রীতে তুম্, অ, তূণ, তুআণ এবং ত্তা হয়। যেমন— পঠিত্বা > পঠিউং, পঢিঅ, পঢিঊণ, পঢিউআণ, পঢিত্তা।

## ৪.২.২ শৌরসেনী প্রাকৃত

সাহিত্যি ক প্রাকৃতের অন্যতম উপভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশের মথুরার নিকটবর্তী সুরসেন অঞ্চলের নামানুসারে মধ্যদেশের প্রাকৃতকে শৌরসেনী প্রাকৃত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শৌরসেনী প্রাকৃত হলো সংস্কৃত নাটকে নারী, বিদূষক ও অশিক্ষিত লোকের ভাষা। তবে প্রাকৃত ভাষায় রচিত রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকে (৯০০ খ্রিঃ) রাজাও শৌরসেনীতে কথা বলেছেন। সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র উত্তরভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ভাষা বলে শৌরসেনীর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি হলো ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) স্বরমধ্যগত 'দ' ও 'ধ'-কারের অবস্থিতি শৌরসেনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত এই পার্থক্যটিই মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর দূরত্ব নির্দেশ করেছে। যেমন— অতিথি > অদিধি; কথয়তু > কধেদু; কথিতঃ > কধিদো; তথা > তধা।

(২) স্বরমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'থ'-কার স্থানে 'হ' এবং 'ধ'-এর আগম দুইই লক্ষণীয়। যেমন— নাথ > নাহ / নাধ; রাজপথঃ > রাজপহো / রাজপধো।

(৩) পদমধ্যগত 'ন্ত' ক্বচিৎ 'ন্দ' তে পরিণত হয়েছে। যেমন— হন্ত > হন্দ; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়, শকুন্তলে > সউন্তলে।

(৪) সাধারণত যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ষ' শৌরসেনীতে 'ক্খ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- ইক্ষু > ইক্খু; অক্ষি > অক্খি। (কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে যথাক্রমে উচ্ছু, অচ্ছি)

(৫) সংস্কৃত 'ত্ম' যুক্তব্যঞ্জন শৌরসেনীতে 'ত্ত' রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন— আত্মা > অত্তা। ( মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে অপ্পা)

(৬) শৌরসেনীতে কিছু সংস্কৃত যুক্তব্যঞ্জনের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন— ব্রহ্মণ্য, বিজ্ঞ, যজ্ঞ এবং কন্যা শব্দের ণ্য, জ্ঞ এবং ন্য-স্থানে বিকল্পে 'ঞ্ঞ' এবং 'ণ্ণ' হয়। যেমন - ব্রহ্মণ্যঃ > বমহঞ্ঞো / বমহণ্ণো; বিজ্ঞঃ > বিঞ্ঞো / বিণ্ণো; যজ্ঞ > জঞ্ঞো / জণ্ণো; কন্যা > কঞ্ঞা / কণ্ণা।

(৭) সং 'র্য'-এর সমীভূত রূপ 'জ্জ' এবং 'যয' দুইই হয়। যেমন— আর্য > অজ্জ / অয্য; সূর্য > সুজ্জ / সুয্য। অবশ্য 'আশ্চর্য' শব্দে 'র্য' স্থানে 'রিঅ' হয়েছে। যেমন— আশ্চর্যম > অশ্চরিঅং।

(৮) শৌরসেনীতে 'পূর্ব' শব্দস্থানে বিকল্পে 'পুখ' হয়। যেমন— অপূর্বম নাট্যম > অপুখং নাড্যং; অপূর্বাগতম > অপুব্বাগদং / অপুখাগদং।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(৯) সং 'ক্তৱা' প্রত্যয় স্থানে 'ইঅ' হয়। যেমন -- কৃত্বা > কারিঅ ; গত্বা > গমিঅ; পঠিত্বা > পঠিঅ; তবে, 'কৃ' ও 'গম' ধাতুর উত্তর শৌরসেনীতে দুঅ, উঅ, প্রত্যয় হয়েছে। যেমন --- কৃত্বা > কদুঅ; গত্বা > গদুঅ। আবার 'দূণ' ও 'ত্তা' প্রত্যয়ের ব্যবহারও শৌরসেনীতে লক্ষণীয়; যেমন— পঠিত্বা > পঢ়িত্তা / পঢ়িদূন।

(১০) ভবিষ্যৎকালের প্রত্যয়ের পূর্বে শৌরসেনীতে 'স্‌সি' যোগ করা হয়। যেমন— হসিষ্যতি হসিস্‌সিদি; করিষ্যতি > করিস্‌সিদি।

(১১) ৭মীর ১বচনের বিভক্তি - স্মিন > শৌ. - স্‌সিং। যেমন— তস্মিন > তস্‌সিং।

(১২) শৌরসেনীতে বিধিলিঙের গঠন সংস্কৃতানুসারী। যেমন -- * ৱর্তেৎ > ৱট্টে। কিন্তু মাহারাষ্ট্রী এবং অর্ধমাগধীতে বিকরণ 'এজ্জ' -তে পরিণত হয়েছিল। যেমন -- ৱটেজ্জ।

(১৩) কর্মবাচ্যে বিকরণ 'ৱ' > শৌ. 'ঈঅ' । যেমন - পৃচ্ছতে > পুচ্ছীঅদি ; গম্যতে > গমীঅদি।

(১৪) 'কৃ' ধাতুর রূপ শৌরসেনীতে সংস্কৃতের অনুসারী। যেমন -- করোতি> করোদি। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে বৈদিকের অনুসরণে হয়েছিল কুণই < বৈ. কৃণোতি।

(১৫) শৌরসেনীতে 'ইন্' অন্ত শব্দে সম্বোধনে ১মা বিভক্তির ১বচনে বিকল্পে 'ইন্' স্থানে 'আ'-কার হয়। যেমন -- সুখিন > সুহিআ ; ভো কঞ্চুকিন > ভো কঞ্চুইআ। কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃতে ভো তপস্বিন > ভো তৱস্‌সি, ভো মনস্বিন > ভো মনস্‌সি।

(১৬) ন-কারান্ত শব্দের সম্বোধনে ১বচনে ন-এর স্থানে বিকল্পে 'ং' এর আগম ঘটে। যেমন --- ভো রাজন > ভো রায়ং; ভো বিজয়বর্মন > ভো বিঅয়ৱম্মং।

(১৭) মাহারাষ্ট্রীর মতো শৌরসেনীতেও 'ইদানীম্' স্থানে 'দাণিং' হয়।

(১৮) শৌরসেনীতে 'তস্মাৎ' স্থানে 'তা' হয়। যেমন -- তস্মাৎ অলম > তা অলং; তস্মাৎ তাৱৎ > তা জাৱ।

**মাহারাষ্ট্রীর তুলনায় শৌরসেনীর কিছু বিশেষ পদ**

| সংস্কৃত | | শৌরসেনী | মাহারাষ্ট্রী |
|---|---|---|---|
| প্রাকৃত | > | পাউদ | পাউঅ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হিত | > | হিদ | হিঅ |
| শত | > | সদ | সঅ |
| হৃদয় | > | হিদঅ | হিঅঅ |
| মধু | > | মধু | মহু |
| ইক্ষু | > | ইক্খু | উচ্ছু |

### ৪.২.৩ মাগধী-প্রাকৃত

সাহিত্যিক প্রাকৃতের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃত হচ্ছে মাগধী প্রাকৃত। এবার মাগধী প্রাকৃতের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। সংস্কৃত নাটকে নিতান্ত অশিক্ষিত বা ইতর জনের ভাষা হিসাবে মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 'মাগধী' নাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এই ভাষার মূল ছিল মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কথ্যভাষার মধ্যে নিহিত। প্রাচ্যের এই বিশুদ্ধ এবং প্রাচীনতম নমুনা উত্তর প্রদেশের রামগড় পাহাড়ে স্থিত জোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত তিন ছত্রের সুতনুকা প্রত্নলিপিতে ( শুতনুক নম দেৱদশিক্যি / তং কময়িথ বলনশেয়ে / দেৱদিনে নম লুপদখে" -- 'সুতনুকা নামে দেবদাসী। তাকে কামনা করেছিল বারাণসীবাসী দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ।' লক্ষণীয় যে, মাগধী প্রাকৃতের অন্যতম তিনটি বৈশিষ্ট্য স, ষ > শ; র > ল; পুংলিঙ্গ প্রথমার ১বচনে 'এ' বিভক্তি, দেৱদিন্নঃ > দেৱদিনে, রূপদক্ষঃ > লুপদখে) পাওয়া গেছে। ( খ্রিষ্টীয় ২য় শতক) তবে, মাগধীকে প্রাচ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষা মনে করলে ভুল হবে। ভাষাতাত্ত্বিক ড০ সুকুমার সেনের মতে, মাগধী একান্তই কৃত্রিম সাহিত্য-ভাষা, যার ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে ছিল হাস্যকৌতুকের জন্যই। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি নাটকে এই ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অশ্বঘোষের নাটকেও ( খ্রিষ্টীয় ১ম শতক) মাগধীর পূর্বতন রূপ পাওয়া গেছে। প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা মাগধী প্রাকৃতের কয়েকটি বিভাষা নির্দেশ করেছেন ঃ যেমন— চাণ্ডালি— চণ্ডাল জাতির ভাষা; শাবরী -- শবর জাতির ভাষা; শাকারী— ব্যক্তিবিশেষের ভাষা; 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রাজশ্যালক শকার --- এই ভাষার ব্যবহার করেছেন।

মাগধী প্রাকৃতের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো হলো ঃ

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) সংস্কৃত শিসধ্বনি মাগধীতে কেবলমাত্র শ-তে পরিণত হয়েছে। যেমন - সারসঃ>শালশে; শুষ্ক > শুশ্ক ; পুরুষঃ > পুলিশেঃ পুত্রস্য; >পুত্তশ্শ।

(২) মাগধীতে স এবং ষ যদি পৃথক পৃথক সংযুক্ত থাকে তাহলে সংযুক্ত বর্ণে স-ব্যবহৃত হয়। এগুলি অন্যান্য প্রাকৃতের মতো সমীভূত হয় না। যেমন -- বৃহস্পতিঃ > বুহস্পদী; হস্তী > হস্তী; কষ্টম > কস্টং ; বিষ্ণুম > বিস্নুং; নিষ্ফলম > নিস্ফলং।

তবে 'গ্রীষ্ম' শব্দে এই নীতি পালিত হয় না।

(৩) সং. র-ধ্বনি মাগধীতে ল-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- নরঃ > নলে; দারুণ > দালুণ; রত্ন > লদন, বিচারঃ > বিআলে।

(৪) মাগধীতে দ্বিরুক্ত ট (অর্থাৎ ট্ট), ষ-যুক্ত ঠ এবং র্ত স্থানে 'স্ট' ব্যবহৃত হয় যেমন -- পট্টঃ > পস্টে ; ভট্টারিকা > ভস্টালিকা ; সুষ্ঠু > শুস্টু, ভর্ত্তা > ভস্টা।

(৫) স্থ এবং র্থ স্থানে মাগধীতে 'স্ত' ব্যবহৃত হয়। যেমন -- উপস্থিতঃ > উৱস্তিদে, সুস্থিতঃ > শুস্তিদে; তীর্থ > তিস্ত; অর্থবতী > অস্তৱদী।

(৬) মাগধীতে জ, দ্য এবং য়-স্থানে 'য়' ব্যবহৃত হয়। যেমন ---- জানাতি > য়াণাদি·; অর্জুনঃ > অয়য়ুণে ; মদ্যম > ময়য়ং; অদ্য > অয়্য়; য়থা > য়থা।

(৭) ন্য, ণ্য, ঞ্জ এবং জ্ঞ এই কয়টি সংযুক্তাক্ষরের স্থানে মাগধীতে দ্বিরুক্ত 'ঞ' ( = ঞ্ ঞ) ব্যবহৃত হয়। যেমন -- অভিমন্যু > অহিমঞঞু; কন্যকা > কঞ্ঞকা/ কঞ্ঞগা; পুণ্যাহম > পুঞ্ঞাহং ; প্রজ্ঞা > পঞ্ঞা ; সর্বজ্ঞঃ > শৱ্ঞঞে ; পঞ্জরঃ > পঞ্ঞলে ; ধনঞ্জয়ঃ > ধণঞ্ঞএ। (শৌরসেনীতে কিন্তু ঞ্জ রক্ষিত। অঞ্জলি > শৌ. অঞ্জলি)।

(৮) সং 'চ্ছ' যুক্ত ব্যঞ্জন মাগধীতে 'শ্চ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন --- গচ্ছ > গশ্চ; পৃচ্ছতি > পুশ্চদি ; মৎস্য > মচ্ছ > মশ্চ।

(৯) সং 'ক্ষ' মাগধীতে বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে 'শ্ক'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন --- পক্ষঃ > পশ্কে ; যক্ষঃ > যশ্কে। কেবল প্রেক্ষ এবং আচক্ষ শব্দের ক্ষ-স্থানে 'স্ক' ব্যবহৃত হয়। যেমন --- প্রেক্ষতে > পেস্কদি ; আচক্ষতে > আচস্কদি। আবার কোথাও কোথাও 'ক্ষ' মাগধীতে 'ক্ক' হয়েছে; যেমন— দক্ষঃ > দক্কে।

(১০) মাগধীতে 'শৃগাল' শব্দস্থানে শিআল এবং শিআলক হয়।

(১১) মাগধীতে 'হৃদয়' শব্দস্থানে 'হডক্ক' হয়। যেমন -- হৃদয়ে > হডক্কে।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১২) কর্তৃকারকে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে প্রথমার ১ বচনে - অঃ > এ ; যেমন - সঃ > শে ; নরঃ > নলে ; পুরুষঃ > পুলিশে। কর্তৃকারকে অ-কারান্ত শব্দের ১বচনে কোথাও কোথাও কেবলমাত্র 'ঃ' লোপ এবং কোথাও কোথাও ই-কার এর ব্যবহার হয়েছে। যেমন— এষঃ রাজা > এশি লাআ ; এষঃ রাজা > এশ লাআ ; এষঃ পুরুষঃ > এশে পুলিশে। আবার, 'হসিতঃ' শব্দের 'ঃ' স্থানে উ-কারের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন --- হসিতঃ > হশিদু।

(১৩) 'অস্মদ' শব্দের ১মার ১বচনে 'সু' বিভক্তি স্থানে হকে , হগে এবং অহকে পদ হয়। যেমন ---- অহং ভণামি > হকে / হগে / অহকে ভণামি।

(১৪) ৭মীর ১বচনে মাগধীতে—'শ্‌শিং' ( > স্মিন) হয়। যেমন --- একস্মিন > এক্কশ্‌শিং।

(১৫) হ্রস্ব অ-কারান্ত শব্দের অন্তিম অ-কার সম্বোধনে দীর্ঘ হয়। যেমন --- হে পুরুষ > হে পুলিশা ; হে মানুষ > হে মানুশা।

(১৬) পালির মতো মাগধীতে কর্তৃকারকের পদ সম্বোধনের ১বচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন -- পুত্তকে, ভস্টকে।

(১৭) 'কৃ' ধাতু লট্ ১ম পুরুষের ১বচনে মাগধীতে কলেদি ( < * করয়তি) হয় ( কিন্তু মাহা. কুণই শৌ করোদি)

(১৮) অ-কারান্ত শব্দের ৬ষ্ঠীর বহুবচনে 'আন' ও 'আহঁ' --- দুইই হয়। যেমন---- জিনানাম > যিণান, যিণাহঁ।

**মাগধীতে ব্যবহৃত কিছু বিশেষ পদ**

| সংস্কৃত | | মাগধী |
|---|---|---|
| গতঃ | > | গডে |
| কৃতঃ | > | কডে |
| কৃত্বা | > | কারিদাণি |
| আদরঃ | > | অললে |
| হৃদয়ঃ | > | হডক্কে |
| তিষ্ঠতি | > | চিস্ঠদি |
| হসিতঃ | > | হশিদু / হশিদ / হশিদি |
| রাক্ষসঃ | > | লস্কশে |
| গৃহীচ্ছলঃ | > | গহিদচ্ছলে |

## ৪.২.৪ অর্ধমাগধী প্রাকৃত

অর্ধমাগধী উপভাষার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষত্ব এবং এর নামকরণ নিয়ে এবার আলোচনা করা হবে। 'অর্ধমাগধী' শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধানে সাধারণত মনে হয় 'অর্ধমাগধ্যাঃ' অর্থাৎ যে ভাষার অর্ধাংশই মাগধী --- তা-ই অর্ধমাগধী। তবে নাটকে ব্যবহৃত অর্ধমাগধী উপভাষায় এর কিঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া গেলেও জৈনসূত্র গ্রন্থগুলির ভাষা বিচার করলে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

অর্ধমাগধী শব্দের অন্য একটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে , 'অর্ধমগধস্যেয়ং' অর্থাৎ মগধ দেশের অর্ধাংশের ভাষা, এই ব্যুৎপত্তির সমর্থন সপ্তম শতাব্দীর বিদ্বান জিনদাসগণি

মহত্তর তাঁর 'নিশীথ চূর্ণি' গ্রন্থে করেছেন। অর্ধমগধ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন--- 'মগহদ্ধবিসয়ভাসানিবদ্ধং অদ্ধমাগহং' অর্থাৎ মগধ দেশের অর্ধেক প্রদেশের ভাষায় লিপিবদ্ধ বলে প্রাচীন জৈনসূত্র গ্রন্থসমূহকে অর্ধমাগধী বলা হয়। অর্ধমাগধীতে ১৮ টি দেশীয় ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে ---'অট্'ঠারসদেসীভাসানিয়য়ং বা অদ্ধমাগহং'। অন্যত্র একে 'সর্বভাষাময়ী' বলা হয়েছে ; বাগভট্টের 'কাব্যানুশাসন'-এ বলা হয়েছে—

"সর্বার্ধমাগধী সর্বভাষাসু পরিণামিনীম।

সর্বেষাং সর্বতো বাচং সার্বজ্ঞীং প্রণিদধ্মহে।।"

অর্ধমাগধীর মূল উৎপত্তিস্থল পশ্চিম মগধ এবং সুরসেন অর্থাৎ মথুরার মধ্যবর্তী প্রদেশ অযোধ্যা। তীর্থঙ্করদের ভাষা অর্ধমাগধী ছিল। আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অযোধ্যার অধিবাসী ছিলেন-- এদিক থেকে অযোধ্যায় এই ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল বলা যায়। কিন্তু ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর সঙ্গে শৌরসেনী বা পূর্বী হিন্দির কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নেই। বরং মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত বা আধুনিক মারাঠির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। এই ভিত্তিতে ড০ হানলে বলেছেন যে, অর্ধমাগধীই হলো আর্ষ প্রাকৃত এবং পরবর্তীকালে এ-থেকেই নাটকে ব্যবহৃত অর্ধমাগধী, মাহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনীর জন্ম হয়েছে। আচার্য হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ থেকেও জানা যায় এই প্রাকৃত থেকেই অর্বাচীনকালে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের জন্ম হয়েছিল। Jacobi-ও এই মত স্বীকার করেছেন।

অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর প্রাচীনতম ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাসের 'কর্ণভা র' নাটকে সামান্যতম নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোনো সংস্কৃত নাটকে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায় না।

অর্ধমাগধীর বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি হল ঃ

**ধ্বনিকাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) স্বরমধ্যবর্তী অসংযুক্ত 'ক'স্থানে ঘোষীভবনের ফলে সর্বত্র 'গ' এবং কোথাও কোথাও 'ত' এবং 'য়' হয়। যেমন -- আকর > আগর ; লোকঃ > লোগে ; আকৃতিঃ > আগই ; অধিক > অহিত ; আরাধক > আরাহত ; অৱকারো > অৱয়ারো; লোক > লোয় / লোগ।

(২) স্বরমধ্যবর্তী 'গ' এই উপভাষায় অবিকৃত থাকে। তবে, কোথাও কোথাও 'ত' এবং 'য়' হয়। যেমন --- আগম > আগম ;

অনুগামিক > অনুগামিয় , অতিগ > অতিত ; সাগর > সায়র ; নগর > নয়র।

(৩) স্বরমধ্যবর্তী 'প' সর্বাবস্থায় লুপ্ত হয়েছে এবং লুপ্ত স্থানে ৱ-শ্রুতি ঘটেছে। যেমন -- পাপক > পাৱগ; উপনীত > উৱনীয়; অতিপাত > অতিৱাত, তবে ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। যেমন --- তালপুটং > তালউডং / তালপুডং ; গোপুরম > গোপুরং / গোউরং।

(৪) স্বরমধ্যবর্তী 'য়' রক্ষিত; তবে কোথাও কোথাও তা 'ত'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- প্রিয় > পিয়; গায়তি > গায়ই / গাততি; ইন্দ্রিয় > ইংদিয় / ইংদিত; পর্যায় > পরিতাত ; নায়ক > ণাতগ।

(৫) অর্ধমাগধীতে 'ণ' এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বেশি থাকলেও 'ন' শব্দের আদি, মধ্য এবং সংযোগ স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন— নদী > নতী ; জ্ঞাতপুত্র > নায়পুত্ত ; প্রজ্ঞা > পন্না।

(৬) মূর্ধন্যীভবন অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় অর্ধমাগধীতে বেশি। যেমন -- ঔষধ > ওসঢ ( মাহা, শৌ, ওসহ); √ দংশ্ > ডসই।

(৭) সমীভূত 'স্স' প্রায়ই সরলীকৃত, ফলে পূর্বস্বরের সম্পূরক দীর্ঘত্ব ঘটেছে। অশোক অনুশাসনে এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। যেমন -- ৱর্ষ > ৱস্স > ৱাস।

(৮) 'গৃহ' শব্দস্থানে অর্ধমাগধীতে 'গহ', 'ঘর', 'হর' এবং 'গিহ' হয়। যেমন - গৃহম > গহং / ঘরং / হরং / গিহং।

(৯) 'ম্লেচ্ছ' শব্দের 'চ্ছ'-এ যুক্তবর্ণের স্থানে বিকল্প 'ক্খু' হয় এবং এ-কার স্থানে এ, অ এবং উ-কার হয়। যেমন -- ম্লেচ্ছঃ > মিলেক্খু / মিলক্খু /মিলুক্খু।

(১০) 'র' অর্ধমাগধীতে রক্ষিত থাকলেও ক্বচিৎ মাগধীর মতো 'র' 'ল'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- দারুণ >দারুণ দালুণ।

(১১) 'এৱ'-পূর্ব 'অম্' স্থানে অর্ধমাগধীতে 'আম' হয়। যেমন - তমেৱ > তামেৱ; যমেৱ > জামেৱ; পূর্বমেৱ > পুৱ্বামেৱ।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১২) অর্ধমাগধীর ১মার ১বচনে অ-কারান্ত 'ঃ' মাগধীর মতো 'এ' হয়। তবে, পদ্যাংশে প্রায়ই 'ও' হয়। যেমন -- জনঃ > জণে, পূর্বঃ > পুৱ্ৱো।

(১৩) অর্ধমাগধীতে অতীতকালের বহুবচনে 'ইংসু' প্রত্যয়ের ব্যবহার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন -- গচ্ছিংসু, যচ্ছিংসু।

(১৪) পালির মতো 'শানচ্' প্রত্যয়ের (= মান/ আন) ব্যবহার অর্ধমাগধীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন --- পুচ্ছমাণো।

(১৫) 'কৃ' ধাতুর রূপ অর্ধমাগধীতে গদ্যে হয়েছে কুৱ্ৱই < কুর্বতি ; কিন্তু পদ্যে মাহারাষ্ট্রীর মতো হয়েছে কুণই < বৈ. কৃণোতি।

(১৬) (ক) ৪র্থীর একবচনের বিভক্তি --- 'ত্তাএ' < স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ; যেমন -- দেৱত্বায় > দেৱত্তাএ।

খ) ৩য়ার ১বচনে প্রাচীনত্ব রক্ষিত। যেমন -- চক্ষুষা > চক্খুসা ; তেমনি মনসা, বয়সা। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে মণেণ, বয়েণ ইত্যাদি।

গ) ৭মীর ১বচনে সর্বনাম বিভক্তির - স্মিন > ংসি। যেমন -- লোকস্মিন > লোগংসি।

(১৭) অতীতকাল বাচক 'লুঙ' পদের প্রাচীন অবশেষও অর্ধমাগধীতে বর্তমান। যেমন --- পুংলিঙ্গ বহুবচনের প্রত্যয় পুচ্ছিংসু, গমিংসু।

(১৮) 'কম্ম' এবং 'ধম্ম' শব্দের ৩য়ার ১বচনে পালির মতো 'কম্মুণা', 'ধম্মুণা' রূপ হয়। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে হয় কম্মেণ এবং ধম্মেণ।

অর্ধমাগধীতে ব্যবহৃত কিছু শব্দের মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে পার্থক্য দেখিয়ে অর্ধমাগধীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে ----

| সংস্কৃত | মাহারাষ্ট্রী | অর্ধমাগধী |
|---|---|---|
| কিদৃশ | কেরিস | কীস /কেস |
| নিত্য | ণিচ্চ | নিতীয় |
| প্রত্যুৎপন্ন | পচ্চুপণ্ণ | পড়ুপ্পণ্ণ |
| ব্রাহ্মণ | বমহণ | মাহণ |
| ম্লেচ্ছ | মিলিচ্ছ | মিলক্খু ম্লেচ্ছ |
| শ্মশান | মসাণ | সীআণ /সুসাণ |
| তৃতীয় | তইঅ | তচ্ছ |

এছাড়া, দুৱালস, বারস, তেরস, বত্তীস, পণতীস, তেয়ালীস, এগট্ঠি, তেৱট্ঠি, ছাৱট্ঠি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দের রূপেও মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে অর্ধমাগধীর পার্থক্য লক্ষণীয়।

## ৪.২.৫ পৈশাচী-প্রাকৃত

সাহিত্যিক প্রাকৃতের উপভাষাগুলোর মধ্যে পৈশাচী-প্রাকৃত বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। কেননা শিষ্টসাহিত্যে পৈশাচী প্রাকৃতের স্থান না হলেও লোকসাহিত্যে এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। লোকসমাজে প্রচলিত রূপকথা ও রোমান্টিক কাহিনি সংহত করে গুণাঢ্য বৃহৎকথা (বড্ডকহা) রচনা করেন। (গুণাঢ্যের আবির্ভাবকাল সম্ভবত খ্রিষ্টীয় ১ম শতক থেকে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে হয়ে থাকবে। Bhuler -এর মতে প্রথম বা দ্বিতীয়; Smith -এর মতে প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধ ; levy-এর মতে দ্বিতীয় বা তৃতীয়; Weber-এর মতে ষষ্ঠ ; Speyer এবং Tawney-র মতে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠের মধ্যে কোনো একসময় তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।) অর্ধমাগধীর মতো

পৈশাচীও একটি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা। চীন-তুর্কিস্তানের খরোষ্ট্রী শিলালেখগুলোতে পৈশাচীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ড° গ্রিয়ার্সেনের মতে পৈশাচী পালিরই একটি রূপ যা প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

পৈশাচীর মূল প্রকৃতি হচ্ছে শৌরসেনী। মার্কণ্ডেয় পৈশাচীকে কৈকেয়, শৌরসেন এবং পাঞ্চাল — এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। এ থেকে অনুমান হয় পাণ্ড্য, কাঞ্চী এবং কৈকেয় এই প্রদেশগুলোতে এই ভাষার প্রচলন ছিল। সম্ভবত কৈকেয় দেশেই এই ভাষার উদ্ভব হয়েছিল এবং পরে তা নিকটবর্তী শূরসেন এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ড° গ্রিয়ার্সনের মতে পৈশাচীর আদিস্থান উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অথবা আফগানিস্তানের প্রান্তদেশ। ড° হার্ণলের মতে অনার্যরা যেভাবে আর্যভাষার বিকৃত উচ্চারণ করত, সেই বিকৃত রূপই পৈশাচীতে বর্তমান। লক্ষণীয়, পিশাচদের ভাষা বলেই এর নাম পৈশাচী হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, দ্রাবিড় ভাষা প্রভাবিত আর্যভাষার এক রূপই হচ্ছে পৈশাচী প্রাকৃত। বাগভট্ট এই ভাষাকে ভূত ভাষা বলেছেন। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের ভাষায় আজো এর প্রভাব লক্ষিত হয়। পৈশাচীর কৈকেয়ী, চুলিকা ইত্যাদি একাধিক উপভাষার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটির সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের কয়েকটি লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এ ভাষা শৌরসেনীর মতোই রক্ষণশীল এবং সংস্কৃত প্রভাবিত। তবে অপভ্রংশের সঙ্গে এর নৈকট্যও সহজ লক্ষণীয়।

পৈশাচীর বিশেষ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হল ----

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) পৈশাচী শব্দে অনাদিস্থিত বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণস্থানে এই বর্গের যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণ হয়। (অঘোষীভবন) যেমন-- গগনম > গকনং ; রাজা > রাচা ; নির্ঝরঃ > নিজ্ঝরো > নিচ্ছরো ; দশবদনঃ > দসবতনো , শলভঃ > সলফো; মেঘঃ > মেখো; নগর > নকর।

তবে আদিস্থিত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণও ক্বচিৎ বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হতে দেখা গিয়েছে। যেমন -- ভগৱতী > ফকৱতী ; ঢক্কা > টক্কা ; দামোদরঃ > তামোতরো । তবে ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। যেমন -- শোভনং > সোভনং।

(২) স্বরমধ্যগত স্পৃষ্টব্যঞ্জন এই উপভাষায় লুপ্ত হয় না। যেমন -- গকনং, নকর, দসবতনো।

(৩) মহাপ্রাণবর্ণ 'হ' -তে রূপান্তরিত হয়নি। যেমন -- মেঘঃ > মেখো; শাখা > সাখা।

(৪) মাগধীর মতো পৈশাচীতে সং, জ্ঞ, ন্য, ণ্য যুক্তব্যঞ্জনগুলো 'ঞ্ঞ' -তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- প্রজ্ঞা > পঞ্ঞা, বিজ্ঞানম > বিঞ্ঞানং, কন্যকা > কঞ্ঞকা, পুণ্য > পুঞ্ঞ।

একমাত্র 'রাজন' শব্দের 'জ্ঞ' স্থানে কোথাও কোথাও 'চিঞ্' হয়েছে। যেমন - রাজ্ঞঃ > রঞ্ঞ ঞ্ঞা > রাচিঞ্ঞা।

(৫) পৈশাচীতে সর্বত্র 'ণ' 'ন'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- গুণগুণযুক্তঃ > গুনগুনযুত্তো; গুণেন > গুনেন।

(৬) পৈশাচীতে 'র' এবং 'ল' রক্ষিত। যেমন --- সলিলম > সলিলং ; কমলম > কমলং ; গরুড় > গরুড় ; রেফ > রেফ । ক্বচিৎ র-স্থানে ল-কার দেখা যায়। যেমন -- তরুনী > তলুনী।

(৭) পৈশাচীতে 'হৃদয়' শব্দের 'য়'-স্থানে 'প' হয়। যেমন - হৃদয়কম > হিতপকং।

(৮) পৈশাচীতে কোথাও কোথাও র্য, স্ন এবং ষ্ট স্থানে যথাক্রমে রিয়, সিন এবং সট (স্বরভক্তি) হয়। যেমন -- ভার্যা > ভারিয়া;

স্নাতম > সিনাতং; কষ্টম > কসটং ; স্নেহঃ > সনেহো।

(৯) পৈশাচীতে শৌরসেনীর 'জ্জ' স্থানে 'চ্চ' হয়। যেমন --- কার্যম > কজ্জং > কচ্চং। কিন্তু 'সূর্য শব্দ' পৈশাচীতে শৌরসেনীর মতোই সুজ্জো হয়েছে।

(১০) এই উপভাষায় দৃশঃ অন্ত শব্দে 'দৃ' স্থানে 'তি' হয়। যেমন --- যাদৃশঃ > যাতিসো; তাদৃশঃ > তাতিসো ; ভৱাদৃশঃ > ভৱাতিসো।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১১) ৫মীর ১বচনে পৈশাচীতে 'আতো' এবং 'আতু' প্রত্যয় হয়। যেমন -- জিনাতো , জিনাতু।

(১২) ভবিষ্যৎকালের 'স্সি' প্রত্যয়স্থানে পৈশাচীতে 'ইয্য' প্রত্যয় হয়। যেমন - ভৱিষ্যতি > হুৱেয়্য়, তুলনীয় পালি হুৱেয়্য় / হুপেয়্য়।

(১৩) পৈশাচীতে ভাব এবং কর্মে 'ঈঅ' তথা 'ইজ্জ' স্থানে 'ইয্য' প্রত্যয় হয়। যেমন - - গীয়তে > গিয়্যতে।

(১৪) 'ক্ত্বা'-প্রত্যয় স্থানে 'তূন', 'খূন' এবং 'দ্ধূন' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন — পঠিত্বা > পঠিতূন ; কৃত্বা > কাতূন; গত্বা > গন্তূন ; নষ্ঠ্বা > নখূন; দৃষ্ট্বা > তখূন /তদ্ধূন।

(১৫) সং . ক্রিয়তে = * কীর্য়তে > কিরতে ( তুলনীয় পালি কিরতি)।

(১৬) সং . 'ইব' পৈশাচীতে হয়েছে 'পিব'।

**পৈশাচীর কিছু কিছু বিশেষ শব্দ**

| সংস্কৃত | | পৈশাচী |
|---|---|---|
| গগনম | > | গকনং |
| রাজা | > | রাচা |
| ৱডিনম | > | ৱটিনং |
| মাধবঃ | > | মাথৱো |
| গোবিন্দঃ | > | গোবিন্তো |
| ইব | > | পিব |
| সরভসং | > | সরফসং |
| দত্ত্বা | > | দাতূনং |
| গৃহীত্বা | > | গেত্থূনং |
| হৃদয়কম | > | হিতপকং |

## ৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বক্ষ্যমাণ বিভাগে আমরা দেখতে পেয়েছি সাহিত্য-প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য। এই বিভাগে উঠে এসেছে মাহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত, শৌরসেনী-প্রাকৃত, মাগধী-প্রাকৃত, অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত, পৈশাচী-প্রাকৃত প্রভৃতি সাহিত্য-প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি।

## ৪.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

(১) মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার মধ্যস্তর সাহিত্য প্রাকৃতের সামগ্রিক পরিচিতি তুলে ধরুন।

(২) সাহিত্য-প্রাকৃতের উপভাষাগুলিকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণির রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৩) অশোক-প্রাকৃতের সঙ্গে সাহিত্য-প্রাকৃতের একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরুন।

## ৪.৫ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

পঞ্চম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ-৫

## মধ্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব, বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য

### পালিভাষা পরিচয় ও ব্যাকরণ

## বিষয় বিন্যাস


৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তর ঃ পালি ঃ সামগ্রিক পরিচিতি

৫.৩ পালি-ভাষার উৎপত্তিস্থল (The home land of Pali)

৫.৪ 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিচার

৫.৫ পালি-ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

৫.৬ মিশ্রভাষা হিসাবে পালি-ভাষার মূল্যায়ন

৫.৭ পালি-ভাষার কাল-নির্ণয়

- ৫.৭.১ অশোক-প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সাদৃশ্য-বিচার
- ৫.৭.২ পালিতে বৈদিক প্রভাব
- ৫.৭.৩ পালিতে প্রত্ন-আর্য উপাদান
- ৫.৭.৪ সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব

৫.৮ পালি ও প্রাকৃতের কিছু ধ্বনি-পরিবর্তন

৫.৯ পালি-ভাষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

৫.১০ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৫.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৫.১২ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ৫.০ ভূমিকা (Introduction)

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে মধ্যভারতীয় আর্যের আদিস্তরে আমরা যে একটি নতুন ভাষার সঙ্গে পরিচিত হই সেটি হচ্ছে পালিভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা লোকমুখে দৈনন্দিন প্রয়োজনে বহুল ব্যবহারের ফলে ভাঙতে শুরু করে এবং এই ভাঙন ধরা ভারতীয় আর্যভাষাই খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম দেয়। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরে আমরা একদিকে পাই প্রাকৃত ভাষার আদিমতম রূপ অশোক প্রাকৃত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত অশোকের লিপিগুলোর ভাষায় প্রাকৃতের যে রূপ পাওয়া গেছে তাকেই অশোক প্রাকৃত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অপরদিকে একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার উপভাষাগুলো থেকে উপাদান সংগ্রহ করে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ক্রমান্বয়ে রূপ নিয়েছিল, এই ভাষাই পালিভাষা নামে খ্যাত। সংস্কৃত ভাষা যেমন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের একমাত্র বাহন তেমনি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের এবং পরবর্তী যুগে শ্রীলঙ্কার হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল পালি। বৌদ্ধের অন্যতম শাস্ত্র গ্রন্থ ধম্মপদ থেকে শুরু করে ত্রিপিটক অর্থাৎ জাতকগুলো এই ভাষায় লিখিত হয়েছিল।

ধর্ম-সাহিত্যের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও পালি একটি সর্বজনীন ভাষায় রূপ নিয়েছিল। কেননা বিভিন্ন প্রাকৃত উপভাষা থেকে রসদ সংগ্রহ করে পালি ভাষার সৃষ্টি হওয়াতে পালি একটি সর্বজনবোধ্য ভারতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছিল। বস্তুত এখন যে ভাষাকে আমরা পালি ভাষা বলে জানি তা এককালে জনসাধারণের কথ্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ ছিল। সুতরাং পালি ভাষায় সম্যক জ্ঞান একদিকে যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধ-কাহিনি ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে সহায়তা করে, তেমনি অন্যদিকে পালি ভাষার বিশ্লেষণ প্রাকৃত ভাষার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণেও সাহায্য করবে। এজন্য সকলেই পালি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

বস্তুত পালিভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্ম-দর্শন বৌদ্ধধর্মের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমরা জানতে পারব না। বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের ফলে পালিভাষাও আন্তর্জাতিক মূল্য পেয়েছিল। এখনো শ্রীলঙ্কার ধর্ম-সংস্কৃতির অন্যতম বাহন পালিভাষা। এছাড়া বহির্ভারতে প্রাপ্ত পালি গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতিরই হারিয়ে যাওয়া তথ্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক ও অর্থনীতি সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে পালি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমন কি প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখতে হলে পালি সাহিত্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এছাড়া এখনো পৃথিবীর অন্যান্য বৌদ্ধ দেশসমূহে যে সকল প্রাচীন পালি গ্রন্থাদি রয়েছে সেগুলোর চর্চাও আমাদের দেশের প্রাচীন তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়তা করবে বলে পণ্ডিতমহলের ধারণা। সর্বোপরি বলতে হয়, ভারতীয় আর্য ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় পালিভাষার চর্চা অপরিহার্য।

উল্লিখিত দিকগুলো মনে রেখেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম শাখা পালি ভাষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## ৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের অষ্টম পত্রে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক পর্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে পালি ভাষার আলোচনা স্থান পেয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্ভাষার আদিস্তরের ভাষা তথা বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের অন্যতম বাহন পালি আমাদের এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। যেহেতু  পালি সাহিত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন

সম্পর্কে এই পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব তাই বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে পালি সাহিত্য বাদ দিয়ে শুধু পালি ভাষার একটি সামগ্রিক পরিচিতি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হবে ; যাতে আপনারা—

- পালি ভাষার নামকরণ বা 'পালি' এই বিশেষ পরিভাষাটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- পালি ভাষার উদ্ভবস্থল অর্থাৎ পালি ভারতীয় আর্যভাষার কোন আঞ্চলিক রূপকে ভিত্তি করে রূপ নিয়েছিল সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- পালি যে একটি মিশ্র ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষা থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ করে একটি মিশ্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- পালির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনারা সম্যক ধারণা করতে পারবেনঃ

ক) পালি ভাষায় প্রত্ন-আর্য উপাদান;
খ) পালি ভাষায় বৈদিক প্রভাব;
গ) পালির সঙ্গে অশোক প্রাকৃতের সাদৃশ্য বিচার;
ঘ) সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় পালির প্রাচীনেত্ব।

## ৫.২ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তর ঃ পালি ঃ সামগ্রিক পরিচিতি

খ্রি.পূ. আনুমানিক ১৫০০অব্দের কাছাকাছি সময়ে আর্যরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেছিলেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কালসীমা নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকেই খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৬০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালসীমাকেই নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কালক্রমে লোকমুখে বহুল ব্যবহারের ফলে বিবর্তিত হতে হতে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম দিয়েছিল। এই বিবর্তিত ভাঙন ধরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা যাকে প্রাকৃত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে তার প্রাচীনতম রূপ থেকেই পালি ভাষার উৎপত্তি। পালি গড়ে উঠেছে সাহিত্যের ভাষার ধারায়, যে ধারাতে সংস্কৃত এবং সাহিত্যিক প্রাকৃত পরিণতি লাভ করেছে। পালি ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরের অন্তর্গত।

ভারতীয় আর্যের বিবর্তনী ধারায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কালসীমায় প্রাকৃতের পাশাপাশি যে সাহিত্যিক ভাষাটি ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছিল সেটি হচ্ছে পালি ভাষা। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের এবং সাহিত্যের একমাত্র বাহন পালি ভাষা একটি সার্বজনীন ভাষায় পরিণতি লাভ করেছিল। কেননা প্রাচীন স্তরে পালি নাম ব্যবহৃত না-হলেও সাধুভাষা হিসাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাইরেও যে এর ব্যবহার ছিল তা সমসাময়িক বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক উৎস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। মূলত এ-ভাষা দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ

ভারতের এবং পরবর্তী যুগে সিংহলের হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে প্রথম প্রসার লাভ করেছিল।

এ-ভাষা একান্তই কৃত্রিম তথা বিমিশ্র ভাষিক উপাদানে সৃষ্ট একটি সাহিত্যিক ভাষা। কেননা জনগণের দৈনন্দিন জীবনে এ-ভাষার কোনো ব্যবহার পাওয়া যায়নি। ফলে প্রাকৃতের মতো অঞ্চল বিশেষ অবলম্বনে এর কোনো ঔপভাষিক রূপ গড়ে ওঠেনি। এ-জন্যই সমসাময়িক প্রাকৃত ভাষার তুলনায় এ-ভাষা ছিল একান্তই একটি একক ভাষা। এই ভাষাতেই ভগবান বুদ্ধের বাণী 'ধম্মপদ' লিখিত হয়েছিল। এ ছাড়াও ত্রিপিটকত্রয় এবং অথকথাসমূহ এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পালি ভাষা খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে (খ্রিঃপূঃ ৩০০) শুরু করে খ্রিস্টীয় ৫০০ অব্দ অবধি অর্থাৎ পিটকোত্তর যুগের গ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্হ' ইত্যাদির গদ্যভাষা ও গদ্যে লিখিত টীকার ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়কার ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির ধর্মীয় ভাবনার অন্যতম বাহন হিসাবে এই ভাষা প্রতিনিধিত্ব করেছে। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য এই ভাষার পঠন-পাঠন অপরিহার্য।

বস্তুত পালি ভাষার আলোচনায় কেবল মাত্র যে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে বা বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্যে বিধৃত সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তা নয়; এই ভাষার সম্যক অধ্যয়ন সমসাময়িক প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষার আঞ্চলিক রূপ সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। কেননা প্রাকৃতের এই বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ থেকে তিল তিল করে উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে পালি একটি তিলোত্তমা রূপ ধারণ করেছিল । অত্যন্ত সীমিত কালসীমার মধ্যেই এই ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য বৌদ্ধ দেশ সমূহের সঙ্গেও সংস্কৃতিক যোগাযোগের অন্যতম বাহন হয়ে উঠেছিল। তাই পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে পালি নিয়ে চিন্তা-চর্চা ব্যাপকভাবে না-হলেও শ্রীলঙ্কা, শ্যামদেশ ও ব্রহ্মদেশে পালির পঠন-পাঠন এখনো যত্নের সঙ্গে হয়ে থাকে।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদি, মধ্য এবং অন্ত— এই ত্রিধা কালবিভাজনের প্রথম স্তরেই পালি ভাষার অবস্থান ছিল। সুতরাং এদিক থেকে পালি অশোক প্রাকৃতের সমসাময়িক তথা মধ্যভারতীয় আর্যের আদিস্তরের ভাষা। অবশ্য সাহিত্যিক আঙ্গিক এবং বিষয় অবলম্বনে এই ভাষায় লিখিত সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন লক্ষ করা গেছে। আমরা যথাস্থানে এই বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করব।

## ৫.৩ পালিভাষার উৎপত্তিস্থল (The Home land of Pali)

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপৃত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরেই পালিভাষার অবস্থান বলে বৈয়াকরণেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রধানত খ্রিঃ পূঃ ৩০০ থেকে খ্রিঃ ২০০ পর্যন্ত পালিভাষার প্রচলন থাকলেও খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকেই এই ভাষার জন্ম হয় বলে পণ্ডিতমহলে অনুমান। এই ভাষা ছিল

বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থের অন্যতম বাহন। এই ভাষায় একদিকে অশোক অনুশাসনের অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যা, অপরদিকে খারবেল অনুশাসনের এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভাষা মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পৈশাচীর প্রভাব একযোগে লক্ষ করা যায়। তাই এই ভাষার উদ্ভব স্থল চিহ্নিত করতে গিয়ে পণ্ডিতমহলে মত পার্থক্য প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পালিভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে দেশী ও বিদেশী বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) অশোক অনুশাসনের দক্ষিণ-পশ্চিমা অর্থাৎ গির্নার অনুশাসনের সঙ্গে পালিভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করে Westergaard, E. Kuhn, Otto Franke প্রমুখ বৈয়াকরণ মনে করেন উজ্জয়িনী অঞ্চলই হল পালিভাষার আদিভূমি। এই মত সমর্থন করলে উজ্জয়িনী থেকে মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রা মেনে নিতে হয়।

(২) তবে Sten Konow আবার পৈশাচীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য ধর্মগুলি উপস্থাপিত করে বিন্ধ্যপর্বতাঞ্চলকেই পালিভাষার মূলভূমি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

(৩) অপরদিকে, খারবেল লেখের ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে Oldenberg এবং Muller কলিঙ্গ দেশকেই পালির উদ্ভব স্থল হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

(৪) Luders মন্তব্য করেছেন, অর্ধমাগধীর মূল প্রাচীন রূপ থেকেই নাকি পালিভাষার আগম ঘটেছে।

(৫) Windisch-এর মতে, পালি কোশল অঞ্চলের অর্ধমাগধীরই প্রকারভেদ -- কারণ, এদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

(৬) প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব বিচার করে মন্তব্য করেছেন, " The essential of Pali phonology and morphology agree with Sauraseni of the second M.I.A period more than any other form of M.I.A." তিনি মনে করেন, প্রাচীন অর্ধমাগধী, যা কোশল অঞ্চলের ভাষা ছিল, তা-ই বুদ্ধের ভাষা। তবে পরে বুদ্ধ মাগধীকে গ্রহণ করেছিলেন ভাষা হিসাবে; কেননা, " Buddha was connected with Magadha and obtained His enlightenment there." তাঁর মন্তব্য, মধ্যভারতীয় শৌরসেনী প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবেই কালক্রমে পালির উদ্ভব হয়েছিল।

(৭) Geiger কিন্তু প্রাচীন আগম ও সিংহলি ঐতিহ্যকে স্বীকার করার পক্ষপাতি। তাঁর মতে, বৌদ্ধধর্মের পটভূমি মগধই হল পালির উৎপত্তিস্থল এবং মাগধীই হল মূল ভাষা, (মাগধী নিরুক্তি) যদিও তা বিশুদ্ধ মাগধী নয়, মাগধীকেন্দ্রিক কোনো লোকভাষা, যা বুদ্ধ নিজে ব্যবহার করতেন। এইভাষা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, ---- " ..... Which had been brought into being already in pre-Buddhistic times through the needs of inter-communication in India. Such a lingua-franca naturally contained elements of all dialects but was surely free from the most optrusive dialectical characteristics."

(৮) বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা বৈচিত্র্য, ধর্মের ঔদার্য এবং সর্বোপরি স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের জন্য বুদ্ধের নির্দেশ বিবেচনা করে Edgerton, Lin Li- Kouang মন্তব্য করেছেন যে, মূল শাস্ত্র প্রাচ্যায় রচিত হলেও পঠন-পাঠন স্থানীয় ভাষাতেই চলত, তাই পালি হয়ে উঠেছে বিমিশ্র ভাষা।

(৯) ড০সুকুমার সেন মহাশয়ও তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ধর্মকথা এবং দর্শনবিস্তারের বাহন হওয়ার প্রয়োজনে এবং সর্বভারতীয় ও বহির্ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে মধ্যভারতীয় আর্যের বিভিন্ন উপভাষার সংমিশ্রণে পালিভাষা যথার্থ মিশ্রভাষার রূপ নিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

অতএব দেখা গেল, পালি ভাষার মূল ভিত্তিভূমি মগধ অঞ্চল হলেও বিভিন্ন স্থানের উপভাষার সংমিশ্রণে পালি একটি মিশ্র ভাষা হিসেবে রূপ নিয়েছিল। বস্তুত, পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়।

## ৫.৪ 'পালি' শব্দের বুৎপত্তি-বিচার

পালি ভাষার 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। আমরা বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মত উল্লেখ করে কোন মতটি গ্রহণযোগ্য তা দেখাতে চেষ্টা করব।

(১) ড০ সুকুমার সেনের মতে, পালি শব্দের মূল ছিল সংস্কৃত 'পরিভাষা' ; পরিভাষা > পালিভাষা = পালি । (Three Lectures on M.I.A)

(২) দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন 'পল্লী' শব্দ থেকে পালি শব্দের উদ্ভব। 'পল্লী' শব্দ থেকে অপভ্রংশে পালি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। মতটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পালিভাষা কেবলমাত্র গ্রামের বিশেষ অংশ পল্লী বা পাড়াতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিধূশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একে 'উৎকট অর্থ কল্পনা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

(৩) কেউ কেউ বলেন, মগধের প্রাচীন নাম 'পালাশ' ; আর এই ' পালাশ' প্রদেশের ভাষাই হলো পালিভাষা।

(৪) কেউবা অনুমান করেন, দুর্গবাচক 'পালি' শব্দ থেকে ভাষাবাচক 'পালি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পালিভাষার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে কোথাও দুর্গের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখানো যায় না।

(৫) কেউ কেউ পালেস্টাইন, পালাটাইন, পহ্লবী ও পালিটুর নগর হতে পালিভাষার জন্ম নির্ধারণ করেছেন।

(৬) পাটলিপুত্রের ভাষাকে পালিভাষা বলা যেতে পারে। গ্রিকরা পাটলিপুত্রকে 'পালিবোখরা' বলে নির্দেশ করতেন। কারো কারো মতে, 'পাটলি' শব্দের অপভ্রংশে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। এঁরা বলেন, পাটলি > পাওলি >

পালি। কিন্তু পালিভাষার ইতিহাস বিচার করলে এ-ভাষাকে পাটলিপুত্রের ভাষা বলে মেনে নেওয়ার পেছনে কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায় না। এছাড়া, জনপদের নামে ভাষার নামকরণ হতে পারে, কিন্তু নগর বা ব্যক্তি নাম থেকে কোনো ভাষার নামকরণ হতে পারে না।

(৭) Childers তাঁর 'Dictionary of the Pali Language' গ্রন্থে কোনো একখানি পালি ব্যাকরণ থেকে পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন, --- 'সদ্দত্থং পালেতীতি পালি' অর্থাৎ যা শব্দার্থকে পালন করে, তা-ই পালি। এ থেকে অনেকে বলেন, 'পা' বা 'পাল্' ধাতু থেকে পালন অর্থে বা সত্য অর্থ রক্ষা করার অর্থে পালি শব্দের উদ্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বাণী তথা বৌদ্ধদর্শন সংরক্ষণ বা পালন করে, তাই এই ভাষার নামকরণ করা হয়েছে পালি। তবে একে 'শব্দবিদ্যার প্রভাবে কল্পিত অর্থ' বলে পণ্ডিত বিধূশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উড়িয়ে দিয়েছেন।

(৮) পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিত প্রবর বিধূশেখর শাস্ত্রীর মতানুসরণে বলা যায় --সংস্কৃত, পালি উভয় ভাষাতেই 'পঙ্‌ক্তি' অর্থে পালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। পালি ভাষাতেও 'পালি' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে 'পঙ্‌ক্তি', 'বীথি' বা 'শ্রেণি'। এ সম্পর্কে 'অভিধানপ্পদীপিকা' -য় বলা হয়েছে - "পন্তি ৱীথ্যাবলিস্‌সেনি পালি রেখা তু রাজি চ"। বৌদ্ধ সাহিত্যের উপাচার্যগণ ধর্মশাস্ত্রের কোনো অক্ষর-পঙ্‌ক্তি বা বচন-পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করতে সাধারণত পঙ্‌ক্তিবাচী শব্দ প্রয়োগ না করে 'পালি' শব্দের প্রয়োগ করতেন। সংস্কৃতে এখনো মূলগ্রন্থ উদ্ধৃত করতে বা বোঝাতে হলে 'তত্রাচ সূত্র পংক্তিঃ' ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কখনো কখনো আবার মূল গ্রন্থ বোঝাতে কেবল 'পঙ্‌ক্তি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধসাহিত্যে অনুরূপ মূল গ্রন্থ বোঝাতে পালি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন --

(ক) "পালিমত্তং ইধানীতং নত্থি অট্‌ঠকথা ইধ"— কেবল পালি (বা মূল) এখানে আনীত হয়েছে, অর্থকথা (বা ভাষ্য) আনীত হয়নি। (মহাবংস,)

(খ) "পালি মাহাভিধম্মসস"— তিনি অভিধর্মের পালি ( বা মূল, পঙ্‌ক্তি) বললেন। (মহাবংস)

(গ) "ইতি আদিসু অয়ং পালি" -- ইত্যাদি বিষয়ে পালি (বা মূল) এই। (বিসুদ্ধমগ্‌গ)

(ঘ) "এবং পালিয়ং বুত্তনয়েন"-- এইরূপ পালিতে (বা মূলে ) উক্তপ্রকারে। (কথাবথু অত্থকথা)

(ঙ) চুল বগ্‌গে উল্লিখিত হয়েছে "পালিয়ং আহ অভিধম্মস্‌স"-- অভিধর্মের পদসমূহ (বা মূল) উচ্চারণ করল।

অতএব, বলা যায় মূল শাস্ত্র 'পালি' বলে যে ভাষায় তা লিখিত, তাকে পালিভাষা নামেই অভিহিত করা হয়েছে। অবশেষে ত্রিপিটক আদি গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন গ্রন্থও

এই ভাষায় লিখিত হলে তাকে পালি নামে অভিহিত করা হল।

অনেকে বলেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র পালি গ্রন্থ সমূহ সিংহলে নিয়ে যান। সেখানে এসব গ্রন্থ সিংহলি ভাষায় অনুদিত হয়। অনুবাদের পর সিংহলে পালি গ্রন্থ মূল গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পেল। তখন থেকে পালি শব্দের অর্থ 'মূল গ্রন্থ' হয়েছে। তবে মূল গ্রন্থ বোঝাতে পালি শব্দের ব্যবহার খ্রিষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীর পর থেকেই লক্ষ করা যায় (Childers এর মতে)। সাধারণত বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী)এবং তৎপরবর্তী গ্রন্থেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়।

এর আগে বুদ্ধের বচন সমূহের নাম ছিল ধর্ম বা বিনয়। লক্ষণীয় যে, পালিভাষার 'পালি' নামকরণ বুদ্ধের সময় হয়নি। তখন বুদ্ধদেবের নিজভাষা 'সকায় নিরুত্তিয়া' নামে অভিহিত হল। পালি শব্দের পূর্বে সূত্র-অর্থবাচক 'তন্ত্রী' জাত 'তন্তি' শব্দই বুদ্ধের শাস্ত্রভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হত। 'তন্তি বসেনের বিভত্তা' ( কথাবত্থু-অত্থকথা)।

## ৫.৫ পালি ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

অশোক প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষা থেকে শুরু করে সাহিত্যিক প্রাকৃতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে পালি একটি মিশ্র ভাষায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক উপাদানকে গ্রহণ করলেও পালি ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমরা এখন পালির এই ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করব।

**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) সং স্বরধ্বনিগুলির সংখ্যা পালিতে হ্রাস পেয়েছে। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও— এই ৮ টি স্বরবর্ণের ব্যবহার পালিতে বর্তমান।

(২) ঋ স্বরধ্বনি পালিতে লুপ্ত এবং লুপ্তস্থানে অ, ই, উ, এ এবং রি ধ্বনির আগম ঘটেছে। যেমন—

ঋ > অ ; ঘৃতং > ঘতং ; কৃতং > কতং ; মৃত্যুঃ > মচ্চু ; নৃত্যং > নচ্চং

ঋ > ই ; ঋণং > ইণং ; তৃণং > তিণং ; মৃগঃ > মিগো ; ঋষিঃ > ইসি

ঋ > উ ; ঋতুঃ > উতু ; ঋজু > উজু ; বৃদ্ধঃ > বুড্ঢো ; ঋষভঃ > উসভো।

ঋ > এ ; বৃহৎফলঃ > বেহপ্ফলো

ঋ > রি ; ঋতে > রিতে ; ঋদ্ধিঃ > রিদ্ধি

এছাড়াও , ঋ-কারের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োগ পালিতে দেখা যায়। যেমন ---

ঋ > ইরি ; ঋত্বিজঃ > ইরিত্তিজো

ঋ > ইরু ; ঋক্ শব্দস্থানে পালিতে ইরু হয়; ঋগ্বেদ > ইরুব্বেদ।

(৩) সংস্কৃতে লুপ্তপ্রায় ৯ ধ্বনি পালিতে একবারে লুপ্ত এবং লুপ্তস্থানে উ-কার দেখা যায়। যেমন -- ক্‌৯প্ত > কুত্ত ; ক্‌৯প্তি > কুত্তি ; ক্‌৯প্তক > কুত্তক। কখনো বা সংস্কৃতে 'ক ৯প্' ধাতুর প্রয়োগজাত শব্দ 'কল্পতে' সমীকরণের ফলে পালিতে হয়েছে 'কপ্পতি'।

(৪) ঐ-কার পালিতে লুপ্ত। লুপ্ত ঐ-কার স্থানে পালিতে প্রায়ই ই, ঈ, বা এ-কার হয়। যেমন—

ঐ > ই ; চৈত্রঃ > চিত্তো; সৈন্ধবঃ > সিন্ধবো

ঐ > ঈ ; গ্রৈবেযম > গীবেয্যং

ঐ > এ ; বৈৰ > বের ; নৈগমঃ > নেগমো ; বৈমানিকঃ > বেমানিকো

(৫) সং ঔ-কার পালিতে লুপ্ত। লুপ্তস্থানে পালিতে প্রায়ই অ, আ, উ এবং ও-কার হয়। যেমন—

ঔ > অ ; সৌম্য > সম্ম

ঔ > আ ; গৌরৰম > গারৰং

ঔ > উ ; ক্ষৌদ্রং > খুদ্দং ; ঔৎসুক্যং > উসসুক্কং ; মৌক্তিকম > মুত্তিকং

ঔ > ও ; পৌরঃ > পোরো ; ঔপম্যং > ওপম্মং ; ঔদরিকঃ > ওদরিকো

(৬) সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও অনুস্বারের (ং) পূর্বস্থিত দীর্ঘস্বর প্রায়ই পালিতে হ্রস্বস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন --খাদ্য > খজ্জ ; লতাম > লতং ; জনানাম > জনানং ; উত্তীর্ণঃ > উত্তিণ্ণো । তবে, এর ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। যেমন -- দাত্র > দাত্ত, দার্বী > দাব্বী, আখ্যাতঃ > আক্‌খাতো।

(৭) সং শিস্‌ধ্বনির স্থানে পালিতে কেবল মাত্র 'স'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন -- শিষ্যঃ > সিস্‌সো ; শর্বরী > সংবরী।

তবে, কোথাও কোথাও 'শ' স্থানে পালিতে 'ছ' এবং 'ড' ; এবং 'ষ'-স্থানে 'ছ' এবং 'ঢ' হয়েছে। যেমন -- শাবঃ > ছাপো ; শবঃ > ছপো ; শাকং > ডাকং ; ষষ্ঠঃ > ছট্‌ঠো ; আকর্ষতি > আকড্‌ঢতি।

(৮) 'ং' অন্ত শব্দ ব্যতীত পালিতে হসন্ত শব্দের প্রয়োগ নেই, অর্থাৎ পালিতে অন্তস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়। যেমন -- যাবত > যাব; গুণবান > গুণবা । এছাড়া পদান্ত ম-কার পালিতে 'ং'-এ পরিণত হয়েছে। যেমন -- ঘৃতম > ঘতং। তবে পদান্ত ম-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে বিকল্পে তা ম-কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন -- ধনম এৰ > ধনমেৰ/ ধনং এৰ । ক্বচিৎ পদান্ত 'অম্' পালিতে এ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন— দুঃখম> দুক্‌খে ।

(৯) পালিতে 'র্'-ধ্বনি রক্ষিত থাকলেও ক্বচিৎ তা ল্-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- রোম > লোম ; রোহিত > লোহিত ; তরুণী > তলুনী।

(১০) পালিতে 'ঃ' লুপ্ত, যেমন --ঋষিঃ > রিসি ; ভিক্ষুঃ > ভিক্খু । কিন্তু অ-কারান্ত পদের অন্তস্থিত 'ঃ' পালিতে সাধারণত 'ও'-কার এবং ক্বচিৎ 'এ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন -- বৃদ্ধঃ > বুড্ঢো ; নিষাদঃ > নেসাদো ; পুরঃ > পুরে ; শ্বঃ > সুরে। পদমধ্যস্থিত 'ঃ' লুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব ঘটেছে। তবে সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকলে কেবলমাত্র 'ঃ' লুপ্ত হয়েছে। যেমন— দুঃখম > দুক্খে / দুক্খং; বয়ঃস্থঃ > বয়ট্ঠো ; দুঃস্থঃ > দুট্ঠো।

(১১) পালিতে 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি লুপ্ত হয়েছে। পদের আদিস্থিত 'ক্ষ' একক খ, ছ ও ঝ-তে এবং অন্যত্র তা ক্খ, চ্ছ এবং জ্ঝ-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- ক্ষান্তিঃ > খন্তি ; ক্ষুদ্র > ছুদ্দো / খুদ্দো ; ক্ষণঃ > ছণো/খণো ; ক্ষাপনম > ঝাপনং ; ক্ষামঃ > ঝামো; রক্ষণম > রক্খণং ; অক্ষি > অচ্ছি ; অক্ষঃ > অচ্ছো ; বিক্ষায়তি > বিজ্ঝায়তি ; বিক্ষপয়েৎ > বিজ্ঝপেয্য।

(১২) পালিতে র-ফলা ও ব-ফলার কোনো প্রয়োগ নেই। পদের আদিতে ব-ফলা, র-ফলা থাকলে তা লুপ্ত হয় এবং অন্যত্র যে বর্ণে থাকে, সমীভবনজনিত কারণে তার দ্বিত্ব হয়। যেমন -- গ্রহণম > গহণং ; স্বল্পঃ > স্বপ্পো ; নিদ্রা > নিদ্দা ; একত্বম > একত্তং। তবে ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পদে র-ফলার এবং সন্ধিজাত ব-ফলার লোপ পালিতে হয় না। এছাড়া, দ্বারম শব্দে ব-ফলা অবিকৃত রয়েছে। দ্বারম > দ্বারং। 'স্ব' পালিতে রক্ষিত ; যেমন --স্বে, স্বাগত।

(১৩) পালিতে রেফ্-এর প্রয়োগও নেই। রেফ লুপ্ত হয়। এবং রেফ-যুক্ত বর্ণ পালিতে দ্বিত্ব লাভ করে। যেমন --কার্যম > কয্যং ; সর্ব > সব্ব ; অর্কঃ> অক্কো।

(১৪) পালিতে ন, ণ, য এবং জ ইত্যাদি বর্ণের ব্যবহার বর্তমান।

(১৫) পালিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হলে ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবনের ফলে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন -- সিংহ > সীহ ; ৱিংশতি > ৱীসতি ; শীঘ্রাশ্বঃ > সিগ্ঘস্সো > সীঘস্সো।

(১৬) পালিতে 'অৱ' এবং 'অয়'-স্থানে যথাক্রমে 'ও' এবং 'এ' হয়। যেমন -- লৱণম> লোণং ; নয়তি > নেতি। ক্বচিৎ পালিতে 'অয়', 'অৱ' রক্ষিত। যেমন - জয়তি > জয়তি /জেতি ; ভৱতি > হোতি/ভৱতি।

(১৭) স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ( ক, গ, চ, জ, ত, দ ক্বচিৎ প, ব, র) এবং মহাপ্রাণ বর্ণ (খ, ঘ, ছ, ঝ, ধ, ফ, ভ) পালিতে রক্ষিত। তবে ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন-- নিজ > নিয় ; শুক > সুৱ ; রুধির > রুহির ; লঘু > লহু। তবে স্বরমধ্যগত এককব্যঞ্জনের ক্বচিৎ ঘোষবত্তা এবং অঘোষবত্তা দুইই পালিতে লক্ষণীয়। যেমন -- প্রতিকৃত্য > পটিগচ্ছ ; পূপ > পূৱ; প্রব্যথতে > পৱধতি ; ছাগল > ছকল ; প্রাদুঃ > পাতু ; পরিঘ > পলিখ।

(১৮) মূর্ধণ্যীভবন পালিতে ব্যাপক না হলেও বর্তমান। যেমন -- মৃতঃ > মটো ; বৃদ্ধিঃ> বুড্ঢি ; অর্ধঃ > অড্ঢো।

(১৯) পালিতে স্বরমধ্যগত 'ড' এবং 'ঢ' বৈদিকভাষার প্রভাবে 'ল' এবং 'ল্হ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- পেডা > পেলা; আপীডা > আৱেলা ; ব্যূঢ > ৱুল্হ; মীঢ > মীল্হ।

(২০) পালিতে ণ্য, ন্য, জ্ঞ-যুক্তবর্ণগুলি পদের আদিতে থাকলে একক 'ঞ' এবং অন্যত্র থাকলে 'ঞঞ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। শব্দের মধ্যস্থিত 'জ্ঞ' ক্বচিৎ পালিতে কেবলমাত্র 'ণ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন -- অরণ্যং > অরঞ্ঞং ; হিরণ্যম > হিরঞ্ঞং; ন্যায়ঃ > ঞায়ো ( কিন্তু, 'ন্যাসঃ' পদে আদিস্থিত 'ন্য' অপরিবর্তিত রয়েছে ) ; অন্যম > অঞ্ঞং ; শূন্যং > সুঞ্ঞং; জ্ঞাতি > ঞাতি ; জ্ঞাণম > ঞাণং ; প্রজ্ঞাঃ > পঞ্ঞা ; আজ্ঞা > অঞ্ঞা ; আজ্ঞা > আণা ; প্রজ্ঞপ্তিঃ > পণত্তি।

(২১) পালিতে তালব্যীভবনের উদাহরণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন— ত্য> চ, চ্চ ; যেমন -- ত্যাগঃ > চাগো; অপত্যম > অ পচ্চং।

থ্য > চ্ছ ; মিথ্যা > মিচ্ছা ;

দ্য > জ / জ্জ / য্য ; দ্যুতি > জুতি ; বিদ্যা > বিজ্জা ; উদ্যানঃ > উয্যানো , উদ্যোগঃ > উয্যোগো ,

ধ > ঝ / জ্ঝ ; ধ্যান > ঝান ; ক্রুধ্যতি > কুজ্ঝতি।

**রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

(২২) পালিতে দ্বিবচন লুপ্ত। সাধারণত দ্বিবচন স্থানে বহুবচন ব্যবহৃত হয়।

(২৩) আত্মনেপদীর ব্যবহার কম হলেও পালিতে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদের ব্যবহার বর্তমান। কখনো কখনো সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদে এবং পরস্মৈপদী ধাতু আত্মনেপদে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

(২৪) পালিতে ক্রিয়াপদে 'র'- উপাদানের প্রাচুর্য অনেকটা বেদসুলভ। যেমন -- আত্মনেপদী ১ম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তি -অরে; * ৱিদ্যরে > ৱিজ্জরে ; *লভরে> লভরে ; দৃশ্যরে > দিস্সরে ।

(২৫) কর্তৃকারকের পদ সম্বোধনের একবচনে ব্যবহার। যেমন -- ভেষিক ( একটি নাম)> ভেসিকে।

(২৬) সংস্কৃত ধাতুর ১০টি গণের প্রাচীন ধাতুরূপ পালিতে অনেকাংশে রক্ষিত। যেমন --শৃণোতি > পা. সুণোতি ; করোতি > করোতি ; আত্মনেপদে কুৱৱতে; দদাতি > দদাতি / দেতি।

(২৭) ৭মীর একবচনে সর্বনামের বিভক্তি -'স্মিন' পালিতে হয়েছে ম্হি এবং কোথাও আবার -'স্মিং'।

(২৮) পালিতে ৪র্থীর বহুবচন এবং ৫মীর বহুবচনের রূপ বহুক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬ষ্ঠীর বহুবচন এবং ৩য়ার বহুবচনের মতো। স্ত্রীলিঙ্গের একবচনেও এদের রূপ এক।

(২৯) স্বরবর্ণান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের ২য়ার বহুবচন, ৫মীর একবচন এবং অধিকরণের একবচন বহুলভাবে সর্বনাম শব্দের শব্দরূপের দ্বারা প্রভাবিত।

(৩০) বৈদিক শব্দরূপের কিছু বিশিষ্টতা পালিতে লক্ষ করা যায়। যেমন— (ক) পুংলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দের কর্তার বহুবচনে 'আ'-বিভক্তি স্থানে বৈদিক 'আসে' বিভক্তির ব্যবহার। যথা , ধম্মাসে , পণ্ডিতাসে ইত্যাদি।

(খ) অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের করণের একবচনে 'এন' বিভক্তির জায়গায় বিকল্পে বৈদিক 'আ'-বিভক্তির ব্যবহার। যথা , সহত্থেন, সহত্থা।

## ৫.৬ মিশ্রভাষা হিসাবে পালিভাষার মূল্যায়ন

পালি যে বিমিশ্র, ঔপভাষিক উপাদানে গঠিত একটি মিশ্রভাষা তা, তার মধ্যে বর্তমান বিভিন্ন উপভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে---

**(১) পালিতে অশোক প্রাকৃতের পশ্চিমা (গির্নার) সুলভ উপাদান ঃ**

(ক) -'অয়', -'অৱ' রক্ষিত।

(খ) র্-ধ্বনির অস্তিত্ব (প্রাচ্যা ও প্রাচ্য-মধ্যায় সর্বত্র 'ল')।

(গ) ভৱতি / হোতি -উভয়ের ব্যবহারই লক্ষণীয়। (প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায় হোতি এবং উত্তর-পশ্চিমায় ভোতি)।

(ঘ) মূর্ধণ্যীভবন ব্যাপক নয়।

(ঙ) ষ, শ > স ।

(চ) পদান্ত অঃ > ও ( প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যায় 'এ')

(ছ) যুক্তব্যঞ্জনের প্রায়শ স্থিতি।

(জ) স্ম > ম্হ ; জ্ঞ > ঞ্ঞ ; ক্ষ > চ্ছ।

(ঝ) আত্মনেপদের পদ কিছুকিছু রয়ে গেছে, যেগুলির কোনো কোনোটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যেও লুপ্ত। এ সকল পদের বহুবচনে -'র্' উপাদানযুক্ত বিভক্তি উভয় ভাষাতে যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান।

**(২) পালিতে অশোক প্রাকৃতের প্রাচ্য-মধ্যা সুলভ উপাদান ঃ**

(ক) ক্বচিৎ পদান্ত অঃ > এ।

(খ) ক্বচিৎ সং, র > ল।

(গ) সং. ত্ব, ত্ম > ত্ত (পশ্চিমায় 'ৎপ')

(ঘ) ক্ষ > ক্খ ( উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় চ্ছ)

(ঙ) স্ত > থ (উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় স্ত রক্ষিত)

(ছ) র্-যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন ( উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় রক্ষিত)

**(৩) পালিতে খারবেল লেখসুলভ উপাদান ঃ**

(ক) পদান্ত অঃ > ও

(খ) ন রক্ষিত

(গ) 'র্' 'ল্' ধ্বনিতে পরিণত হয়নি।

(ঘ) শ, ষ > স

(ঙ) অয় রক্ষিত

(চ) ক্ষ > ক্খ

(ছ) সং. প্রাপ্নোতি = *প্রাপনাতি > পালি. পাপুণাতি ; তুলনীয় খারবেল পাপুনাতি ; কিন্তু গির্নারে প্রাপুণতি।

(জ) সং. দ্বিতীয় > পালি . দুতিয় ; তুলনীয় খারবেল দুতিয়। অনুরূপ সং . তৃতীয় > পালি এবং খারবেল ততিয়।

**(৪) পালিতে মাহারাষ্ট্রী সুলভ উপাদান ঃ**

(ক) স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের লোপ এবং অর্ধমাগধীর মতো লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে য়/ ৱ-শ্রুতি। যেমন— শুক > পা.সুৱ ; নিজ > নিয় ; স্বাদতে > সায়তি।

(খ) স্বরমধ্যগত একক মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে পরিণত। যেমন -- লঘু > লহু ; সাধু > সাহু ; রুধির > রুহির।

(গ) ক্ষ > চ্ছ ; ইক্ষু > মাহা./পা. উচ্ছু। শৌরসেনীর মতো ইক্খু হয় না।

**(৫)** পালিতে শৌরসেনী সুলভ উপাদান ঃ

(ক) স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের ক্বচিৎ ঘোষবত্তা (মাগধী ও শৌরসেনীর মতো), যেমন --প্রতিকৃত্য > পটিগচ্ছ ; কূপ > কূৱ; প্রব্যথতে > পরেধতি।

(খ) ত্ম > ত্ত ; কিন্তু মাহারাষ্ট্রীতে হয়েছে প্প । মাগধী ও শৌরসেনীতে 'ত্ত' ক্বচিৎ 'প্প'।

**(৬) পালিতে মাগধী প্রাকৃত সুলভ উপাদান ঃ**

(ক) স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের ক্বচিৎ ঘোষবত্তা।

(খ) সং র ক্বচিৎ ল। যেমন -- রোম > লোম ; রোহিত > লোহিত ; তরুণী > তলুণী। অবশ্য, পালিতে কখনো কখনো 'ল'- এর 'র' পরিণতিও লক্ষ করা যায়। যেমন -- কিল > কির।

(গ) প্রাকৃতের 'জ্জ' এবং 'জ' পালি এবং মাগধীতে হয়েছে যথাক্রমে য়্য়, য়। ( আর্য, অদ্য > পা. অয়্য়)

(ঘ) সং.ণ্য ঞ্ঞ > এ্ঞএঞ । (অজ্ঞান > অএ্ঞএঞান, পুণ্য > পুএ্ঞএঞ)

(ঙ) পদান্ত অঃ, অম > এ। (দুঃখম > দুক্খে ; পুরঃ > পা. পুরে ; তুলনীয় মাগধী পুলে)

(চ) ক্লীবলিঙ্গ ১মা / ২য়ার একবচনে সে (= তম), য়ে (= য়ম)

(ছ) কর্তৃকারকের পদ সম্বোধনের একবচনে ব্যবহৃত। যেমন -- পালিতে ভেসিকে (ভেষিক একটি নাম) ; তুলনীয় মাগধী পুত্তকে, ভট্টকে।

(ঙ) **পালিতে অর্ধমাগধী সুলভ উপাদান ঃ**

(ক) র্ ধ্বনির অস্তিত্ব

(খ) পদান্ত অঃ > ও (তুলনীয় মাগধী এ)

(গ) লুপ্ত একক ব্যঞ্জনের স্থলে য় > ব শ্রুতি

রূপতাত্ত্বিক প্রাচীনত্ব অনেকাংশে অর্ধমাগধীর মতো পালিতেও রক্ষিত। যেমন---

(ঘ) অতীতকালে আগম উপসর্গের ব্যবহার

(ঙ) বৈদিক লুঙ্ পদের প্রয়োগ

(চ) কর্মবাচী লুঙ্ এর ব্যবহার

(ছ) লিট্ লুপ্ত হলেও ১ম পুরুষে বহুবচনে 'আহু' ও 'আহংসু' পদের ব্যবহার।

(জ) তুমর্থক প্রত্যয়ের সাধর্ম্য উভয় ভাষাতেই বর্তমান। যেমন -- * ত্বায়ৈ > পা. পুচ্ছিতায়ে ; অর্ধমাগধী গচ্ছিত্তএ ; একই বিশেষ গণে 'কৃ' ধাতুর ব্যবহার। যেমন— * কুর্বতি > পা. কুব্বতি ; অর্ধমাগধী পুরৱতি।

**(৬) পালিতে পৈশাচী সুলভ উপাদান ঃ**

(ক) ঘোষবর্ণের অঘোষীভবন, যেমন -- ছাগল > ছকল ; প্রাদুঃ > পাতু ; পরিঘ > পলিখ ; কুসীদ > কুসীত।

এছাড়া, প্রখ্যাত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র নির্দেশিত পৈশাচীর ২২টি লক্ষণসূত্রের মধ্যে ১৪ টির সঙ্গেই পালির সাদৃশ্য বর্তমান। যেমন --জ্ঞ > ঞ্ঞ ; ণ্য, ন্য > ঞ্ঞ ; ণ > ন ; শ, ষ > স ; ল্যবর্থক অসমাপিকার -ত্বা > তূণ ; র্য > রিয় ; স্ম > সিন এবং ষ্ট > সট ; কর্মবাচ্যে - ইয়, য়য় ; ক্রিয়তে > কিরতে , পা. কিরতি। অস্ ধাতুজাত অচ্ছতি, অচ্ছতে ; এয়্য় - যুক্ত ভবিষ্যৎ, তুলনীয় পালি হুরেয়্য় ; স্বরমধ্যগত একক স্পর্শবর্ণের সংরক্ষণ।

এদিক থেকে পালিকে একটি মিশ্রভাষা বলাই সংগত।

## ৫.৭ পালি ভাষার কাল নির্ণয়

পালি ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কোন স্তরের ভাষা— তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। পালি ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচার করে অনেকেই পালিকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরের ভাষা বলে মত প্রকাশ করেছেন। পালিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় পূর্ববর্তী কালের এবং অশোক-প্রাকৃতের সঙ্গে সমধর্মী। এ-থেকে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, পালি অশোক-প্রাকৃতের সমসাময়িক, অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরের ভাষা ছিল।

সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় পালিভাষার প্রাচীনত্ব অথবা পালি যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরের ভাষা, তা প্রমাণ করতে গেলে মূলত নীচের চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা উচিত।

(১) অশোক প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সাদৃশ্য বিচার ;

(২) পালিতে বৈদিক প্রভাব ;

(৩) পালিতে অ-সংস্কৃত বা অ-বৈদিক যুগের অর্থাৎ প্রত্ন-আর্য উপাদান ; এবং

(৪) সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব।

এবার আমরা একে একে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি ঃ

### ৫.৭.১ অশোক প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সাদৃশ্য-বিচার ঃ

খ্রি.পূ. ৬০০ থেকে খ্রি. পূ. ২০০ পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রাকৃতের আদিস্তরের ভাষা অশোক-প্রাকৃতের সঙ্গে পালির কিছু ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বস্তুত, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যযুগে মূলভাষার যে বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আদিযুগেই তার সূত্রপাত লক্ষ করা গিয়েছিল। যেমন ---

(ক) স্বরমধ্যগত স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ একক ব্যঞ্জনের লোপ প্রবণতা এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির 'হ'-তে রূপান্তর মধ্যযুগে ব্যাপক হলেও আদিযুগেই এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল।

অবশ্য, মহাপ্রাণ বর্ণের হ-কার প্রবণতা প্রাচীন ভারতীয় আর্যেও দুর্লক্ষ ছিল না। যেমন -- ধীত > হিত ; ইধ > ইহ ; গ্রভ্ > গ্রহ্ ; অর্ঘ > অর্হ ; গৃধ > গৃহ। অশোক প্রাকৃতেও এই প্রবণতা বর্তমান। যেমন -- তেভিঃ > তেহি ; ৱিদধানি > ৱিদহানি। অনুরূপ পালিতেও লক্ষণীয় — লঘু > লহু ; রুধির > রুহির।

(খ) অঘোষবর্ণের ঘোষবত্তা এই স্তরেই প্রথম শুরু হয়। যেমন -- ত > দ; (উত্তর-পশ্চিমা এবং প্রাচ্য-মধ্যা) হিত> হিদ। এছাড়া, অশোক অনুশাসনে ক্বচিৎ পাওয়া যায় - ক > গ, ট > ড, প > ব ; পরলোক> পললোগ ; আম্রবাটিকা > অংৱারডিকা ; স্তূপঃ > থুবে। অনুরূপ প্রবণতা পালিতেও বর্তমান - প্রতিকৃত্য > পটিগচ্ছ; নির্যাতয়তি > নিয্যাদেতি।

(গ) অশোক অনুশাসনে এবং পালিতেও ত > দ, ক > গ -- এই ঘোষবত্তার পরবর্তী স্তরের পরিবর্তন অর্থাৎ স্পৃষ্টব্যঞ্জনের লোপ এবং শ্রুতিধ্বনির আগম লক্ষ করা গিয়েছিল। যেমন -- অশোকের স্তম্ভলিপিতে চাতুর্দশম > চাৱদসম ; উত্তর-পশ্চিমা, পশ্চিমা ও প্রাচ্যায়— উপগ > উপয় ; সমাজ > সময়। তুলনীয় পালি শুক > সুৱ; নিজ > নিয়।

(ঘ) ঋ এবং র-ধ্বনির প্রভাবে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধণ্যীভবন মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরে ব্যাপকভাবে থাকলেও অশোক অনুশাসন এবং পালিতে তা তত ব্যাপক নয়। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। যেমন -- বিকৃত > বিকট ; ভৃত > ভট ; জর্তু > জঠর। অশোক অনুশাসনের পশ্চিমায় মূর্ধণ্যীভবন বিশেষ নেই। পালিতেও ক্বচিৎ বর্তমান। যেমন—মৃত > পালি মট, কিন্তু প্রাকৃতে হয়েছে মট।

(ঙ) পদস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন মধ্যস্তরে সমীভূত, অথবা যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত অথবা স্বর সংযোগে বিশ্লিষ্ট হলেও আদিস্তরের অশোক অনুশাসন এবং পালিতে প্রায়ই এই সংযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত। র্ এবং স্-যুক্ত দন্ত্যবর্ণ— এই সংযুক্ত ব্যঞ্জন উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমায় রক্ষিত। অনুরূপ পালিতে অস্মি > অম্হি / অস্মি ; স্বাগত > পালি স্বাগত।

(চ) সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত স্বরের দীর্ঘতা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত ; মধ্যস্তরের প্রাকৃতের মতো তা হ্রস্ব হয়নি। যেমন— পালিতে সু-আখ্যাত > স্বাক্খাত ; দাত্র > দাত্ত; দার্ৱী > দাৱ্বী।

(ছ) সংস্কৃত -অয়, -অব অশোক অনুশাসন এবং পালিতে রক্ষিত; সাহিত্যিক প্রাকৃতে কিন্তু হয়েছে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'। যেমন—- আজ্ঞাপয়তি > অণপয় (উত্তর-পশ্চিমা), আনপয় (প্রাচ্যা), আঞপয় (পশ্চিমা), অনপয় (প্রাচ্য-মধ্যা); সং ভৱতি পশ্চিমায় রক্ষিত। অনুরূপ, সং জয়তে > পালি জয়তি / জেতি; সং ভৱতি > পালি ভৱতি /ভোতি।

(জ) অশোক অনুশাসনে সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী ও ৬ষ্ঠীর একবচনে-য়া, -য়ে প্রভৃতি বিভক্তির 'য়' রক্ষিত; সাহিত্যিক প্রাকৃতে কিন্তু এই 'য়' উপাদান

লুপ্ত। পালিতেও -'য়' রক্ষিত। যেমন— দেৱী শব্দের ৩য়া একবচনে পালি দেৱিয়া; কিন্তু সাহিত্যিক-প্রাকৃতে দেঈঅ, দেঈএ ; ৫মী একবচনে পালি দেৱিয়া, সাহিত্যিক প্রাকৃত দেঈএ; ৬ষ্ঠীর একবচনে পালি দেৱিয়া, কিন্তু সাহিত্যিক প্রাকৃতে দেঈআ, দেঈএ।

(ঝ) ঋ-কারান্ত শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি সংস্কৃত উঃ > উ অশোক অনুশাসনে রক্ষিত। সাহিত্যিক প্রাকৃতে তা অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে নতুন করে গঠিত। পালিতেও এই প্রাচীনতা দেখা যায়। যেমন -- ৫মী, ৬ষ্ঠীর একবচনে পালি পিতু, পিতুনো, পিতুস্স ; তুলনীয় শৌরসেনী পিদুণো, মাহারাষ্ট্রী পিউণো।

(ঞ) এছাড়া, প্রাচীনস্তরে পালি ও অশোক অনুশাসনে আত্মনেপদীর ব্যবহার কিছুটা থাকলেও পরে তা লুপ্ত হয়ে গেছে।

## ৫.৭.২ পালি ভাষায় বৈদিক প্রভাব

পালিতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা সংস্কৃতে নেই; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার পূর্ববর্তীস্তর বৈদিকে ছিল। পালিতে বৈদিক উপাদান পালির প্রাচীনত্বকেই প্রমাণ করে। পালি ভাষায় বৈদিকের প্রভাবগুলো একে একে দেখানো যেতে পারে ঃ

(ক) বৈদিক ভাষার মতো পালিতেও স্বরমধ্যগত ড্, ঢ > যথাক্রমে ল্, ল্হ হয়েছে। যেমন -- পেডা > পেলা, আপীডা > আৱেলা; ৱ্যূঢ > বুল্হ; মীঢ > মীল্হ।

(খ) অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি -'আসে'; যেমন -- বৈ. ধর্মাসঃ > পালি ধম্মাসে।

(গ) অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনে সংস্কৃত সুলভ -'আনি' বিভক্তির পাশাপাশি বৈদিক 'আ' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন — বৈ. রূপা > রূপা / রূপাণি ; নেত্রা > নেত্তা ; ফলা > ফলা। কিন্তু ধ্রুবপদী সংস্কৃতে হয়েছে রূপাণি, নেত্রাণি, ফলানি। অক্ষি > পালি অক্খী / অক্খীনি ; বৈ. রাত্রী > পালি রত্তী রত্তীনি।

(ঘ) অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার একবচনে সংস্কৃত -'এন' বিভক্তি ছাড়াও বৈদিক-'আ' বিভক্তির ব্যবহার পালিতে লক্ষণীয়। যেমন— সং স্বহস্তেন > সহত্থা; সং যোগেন > যোগা ; সং ধর্মেণ > ধম্মা।

(ঙ) বৈদিক 'এভিঃ' বিভক্তির প্রভাবে অ-কারান্ত শব্দের ৩য়ার বহুবচনে পালিতে-'এহি' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন -- বৈ. ধর্মেভিঃ > ধম্মেহি।

(চ) গো শব্দের ৬ষ্ঠীর বহুবচনে পালি 'গোনং' পদ বৈদিক 'গোনাম' শব্দজাত। সংস্কৃতে কিন্তু হয়েছে 'গৱাম'।

(ছ) বেদের পরস্মৈপদী বিভক্তি -'মসি' (বৈ. চরামসি)-এর সাদৃশ্যে পালিতে আত্মনেপদী উত্তমপুরুষ বহুবচনে -'মসে'-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন -- দদামসে, ভৱামসে।

(জ) বেদসুলভ ক্রিয়াপদে পালিতে 'র্'-উপাদানের প্রাচুর্য। যেমন -- আত্মনেপদী ১ম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তি -'অরে'; *দৃশ্যরে > পালি দিস্সরে ; *লভরে > লভরে ; *ৱিদ্যরে > ৱিজ্জরে ; তুলনীয় বৈ. দুহ্রে, শেরে ইত্যাদি। এছাড়া লোটের ১ম পুরুষ বহুবচনে বৈদিক -'রাম' জাত পালিতে 'রুং'-এর ব্যবহার।

(ঝ) 'অস্মদ' সর্বনাম রূপের ১মা / ২য়ার বহুবচনে সং 'ৱয়ম', অস্মান ইত্যাদির পরিবর্তে বৈদিক 'অস্মে'-র প্রভাবজাত পালিতে 'অম্হে'-র ব্যবহার।

(ঞ) লঙ্ ও লুঙ্ পদের অতীতকালবাচক 'আগম' উপসর্গের প্রয়োগ বেদের মতোই পালিতে বৈকল্পিক।

(ট) বৈদিকের মতো তুমর্থক অসমাপিকার প্রয়োগ পালিতে লক্ষণীয়। যেমন -- তৱে = পা. দাতৱে, য়াতৱে ইত্যাদি। এছাড়া, বৈদিক দুর্লভ প্রত্যয় 'সে'-এর ব্যবহার পালিতে বর্তমান। যেমন -- পালি এতসে।

(ঠ) শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে পালি সিম্বল/ সিম্বলী (তুলনীয় অর্ধমাগধী সিম্বলী) শব্দটি বৈদিক 'শিম্বল'শব্দজাত, সংস্কৃত 'শাল্মলী'জাত নয়, এছাড়া, 'কতদূর' বা 'কত পরিমাণ' বোঝাতে পালি 'কীৱ-দূরং' এসেছে বৈদিক কীৱন্ত্ শব্দ থেকে, সং কিয়ন্ত থেকে নয়।

### ৫.৭.৩ পালিতে প্রত্ন-আর্য উপাদান ঃ

পালি ভাষায় এমন অনেক উপাদান আছে যার সমর্থন সংস্কৃত কিংবা তার পূর্ববর্তী স্তর বৈদিকে পাওয়া যায় না। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তরেরও আগের; এগুলোকে প্রত্ন-আর্য উপাদান বলাই বিধেয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ করে স্বরধর্মের (vocalism) ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। এ-জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ হল ঃ

(ক) প্রত্ন-আর্যে 'ঋ' ধ্বনির অস্তিত্ব। যেমন -- পালি সঠিল এবং সিথিল = প্রা . সিঢিল ; কিন্তু সং শিথিল। এখানে লক্ষণীয় মূল শব্দে স্থিত পূর্বের 'ঋ' ধ্বনির প্রভাবেই পালি এবং প্রাকৃতে মূর্ধন্যীভবন ঘটেছে। এই 'ঋ' ধ্বনি প্রাকৃতায়িত হয়েছে বিভিন্নভাবে। সুতরাং মূল শব্দ ছিল *শৃথির ( তুলনীয় সংস্কৃত ধাতু শ্রথ্)।

(খ) মূল অজ্ঞাত ঃ যেমন -- পালি মিলক্খু , মিলক্খ = অর্ধমাগধী মিলক্খু; কিন্তু সং ম্লেচ্ছ = অ. মা. মেচ্ছ . মিছ, পা. মিলিচ্ছ। 'চ্ছ' এবং 'ক্খ' জাতীয় পরিবর্তন প্রমাণ করে মূল শব্দটিতে 'ক্ষ' ধ্বনি ছিল এবং এটি প্রত্ন-আর্য স্তরের।

(গ) ইন্দো-ইরাণীয় 'zd' পালিতে পরোক্ষভাবে রক্ষিত। কিন্তু সংস্কৃতে 'z' ধ্বনি লুপ্ত।যেমন -- পালি নিড্ড ; কিন্তু সং নীড় < ইন্দো-ইরানীয় nizda < ( ইন্দো-ইউরোপীয় nisdo (তুলনীয় ইং nest)।

সংস্কৃতে একটি ব্যঞ্জনের লোপ জনিত দীর্ঘপূরক স্বরের আবির্ভাব ঘটেছে এখানে।

(ঘ) ইন্দো-ইউরোপীয় 'dh' পালিতে রক্ষিত। কিন্তু সংস্কৃতে 'হ' ধ্বনিতে পরিণত। যেমন --- পালি ইধ (এখানে) ; কিন্তু সং ইহ, তুলনীয় পারসিক ida

(ঙ) পালি 'সামং' (= নিজে) শব্দের অনুরূপ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যত্র সমর্থিত হয়। যেমন -- আবেস্তিক hama, প্রাচীন স্লাবিক samu.

(চ) পালিতে একটি প্রাচীন ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় বিভক্তি রক্ষিত। যেমন -- পালি সব্বধি ( = সর্বত্র); তুলনীয় গ্রিক - thi যুক্ত ক্রিয়া বিশেষণ।

(ছ) হিট্টি, তোখারীয়, কেল্‌টিক এবং ইতালিকে সুলভ 'র'-যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার পালিতে আত্মনেপদী ১ম পুরুষ বহুবচনে লক্ষ করা যায়। যেমন --- *ৰিদ্যরে > ৰিজ্জরে। বৈদিক ও অন্যান্য প্রাকৃতেও এর বাবহার পাওয়া যায়। যেমন -- বৈ. দুহ্‌রে, শেরে; গির্নার অনুশাসনে আরভরে।

(জ) পালিতে বিভিন্ন ক্রিয়া বিশেষণীয় মূল রক্ষিত। যেমন -- পালি এখ ( = এখানে), কিন্তু সংস্কৃতে অত্র। তুলনীয় বৈদিক ইত্থা।

(ঝ) স্বরভক্তিজনিত পরিবর্তন ঃ যেমন— মূল পূর্ষ > সং পুরুষ, অনুরূপ পালি পুরিস / পোবিস / পোস। মূল পূর্ষ শব্দ থেকেই পালির 'পোস' শব্দের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক।

## ৫.৭.৪ সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব ঃ

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরে পালি ভাষার উদ্ভব বলে প্রাকৃত ভাষার মধ্যস্তরের নিদর্শন সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে পালিভাষার বিবর্তনগত পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। আসলে সাহিত্যিক প্রাকৃতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা মধ্যভারতীয় আর্যের আদিস্তরের ভাষা পালির বিবর্তিত রূপ মাত্র। এ-থেকে সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় পালির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। এরকম কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

(ক) পালিতে 'অয়' এবং 'অব' প্রায়ই রক্ষিত ; কিন্তু সাহিত্যিক প্রাকৃতে তা যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

(খ) স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি পালিতে রক্ষিত।

(গ) পালিতে মূর্ধণ্যীভবন ব্যাপক নয়।

(ঘ) সং ন, ণ এবং য় পালিতে রক্ষিত ; কিন্তু সাহিত্যিক প্রাকৃতে সেগুলি পরিণত হয়েছে যথাক্রমে 'ণ' এবং 'জ'-রূপে ; যেমন— সং. নিজ > পা. নিয় , প্রা. ণিঅ ; সং. য়থা > পালি য়থা ; শৌরসেনী জধা, মাগধী য়ধা।

(ঙ) পালিতে অনেক সময় স-যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হয়নি , যেমন --- স্ম = পা. অস্মি / অম্হি। ৫ মীর একবচনের বিভক্তি 'স্মা'/ 'মহা' ; ৭ মীর একবচনের বিভক্তি স্মিন > স্মিং / ম্হি । স্ব = পালি স্বাগত ; শ্বঃ > স্বে / সুৱে ।

স্পর্শবর্ণ+ র এবং স্পর্শবর্ণ + য় বা ৱ পালিতে রক্ষিত। যেমন-- পালি তত্র /তত্থ, ভদ্র/ভদ্দ ইত্যাদি। আবার পালি আরোগ্য, ক্বচিৎ ল্যবর্থক প্রত্যয় ত্বা, ত্বান ; দ্বে > দুরে । পালিতে ব্য-ও রক্ষিত। যেমন -- সং ব্যাপৃত > পা. ব্যাৱট, কিন্তু প্রা. ৱাৱড।

(চ) পালির অনেক ধ্বনি পরিবর্তন প্রাকৃত পূর্বযুগের বৈশিষ্ট্যকে বহন করেছিল ; যেমন --

১) সং হ্ম > পালি ব্হ , প্রা. ব্ভ ; সং জিহ্মা > পা. জিব্হা, প্রা. জিব্ভা।

২) সং হ্য > পালি য়্হ, প্রা. জ্ঝ ; সং মুহ্যতে > পা. মুয়্হতে, প্রা. মুজ্ঝই।

৩) সং র্য, দ্য > পা. য়য়, প্রা. জ্জ ( মাগ য়্য় ) ; সং উদ্যান > পা. উয়্যান, প্রা. উজ্জাণ ; সং আর্য > পা অয়য় /অরিয়, প্রা. অজ্জ।

(ছ) শব্দরূপের ক্ষেত্রে পালিতে বিশেষ করে প্রাচীন গাঁথা সাহিত্যে অনেকসময় ৪র্থী বিভক্তি রক্ষিত; প্রাকৃতে কিন্তু ৪র্থীর এই প্রাচীনরূপ লুপ্ত। যেমন --সং স্বর্গায় গচ্ছতি > পালি সগ্গায় গচ্ছতি ।

(জ) সংস্কৃত ধাতুর ১০ টি গণ প্রাকৃতে অ-যুক্ত গণ এবং এ-যুক্ত গণে পরিণত হলেও পালিতে কিন্তু প্রাচীন ধাতুরূপের অনেকাংশে রক্ষিত। যেমন— সং শৃণোতি > পা. সুণোতি (শৌ. সুণাদি) ; অনুরূপ করোতি > করোতি ; আত্মনেপদে কুৱৱতে (শৌ. করেদি); দদাতি > দদাতি/ দেতি ( শৌ দেদি)।

(ঝ) পালিতে লঙ্ ও লুঙ একাকার হয়ে নতুন কালের পদ গঠিত হলেও বিশুদ্ধ লুঙ পদও পালিতে বর্তমান। যেমন -- বৈ. অকঃ > পা. অকা।

(ঞ) প্রাকৃতের অনেক ক্রিয়াপদের বিভক্তি ও রূপ পালি-উত্তর বিবর্তনের ফল। যেমন ---

১) পালি লোট্ পরস্মৈপদী মধ্যমপুরুষ বহুবচনে -থ > প্রা. হ ( মাগ. ধ)।

২) নাসিক্যবর্ণযুক্ত পালির ক্রিয়াপদ লুম্পতি, মুঞ্চতি ইত্যাদি প্রাকৃতে নাসিক্যধর্ম হারিয়ে ফেলেছে।

৩)লোট্ আত্মনেপদী মধ্যমপুরুষ একবচনে সং -স্ব > পা. -স্স, প্রা. সু।

৪) পালিতে ইয় / ঈয়-যুক্ত লট্মূল কর্মবাচ্যের প্রয়োগ থাকলেও ( পুচ্ছীয়তি, পুচ্ছিয়তি) প্রাকৃতে অর্বাচীন ইয়/ ঈয়--- বিকরণের প্রাধান্য বেড়ে গেছে।

## ৫.৮ পালি এবং প্রাকৃতের কিছু ধ্বনি-পরিবর্তন ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় মধ্যভারতীয় আর্যে শব্দগুলো অনেকটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং স্থান বিশেষে শব্দে নতুন ধ্বনির আগম ঘটেছে। অবশ্য এই পরিবর্তন হয়েছে ব্যাকরণের সূত্র অনুসরণ করেই। আমরা নীচে ধ্বনি পরিবর্তেনের বিশেষ কিছু সূত্র নির্দেশ করব। সূত্রগুলো হল ঃ

**(১) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ** — উচ্চারণের সুবিধার জন্য দুইটি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। পালি এবং প্রাকৃতে এই প্রবণতা বর্তমান। যেমন— শক্নোতি > পা. সক্কুণাতি ; প্রাপ্নোতি > পা. পাপুণাতি ; দ্বে > পা. দুবে ; কৃষঙ > পা. কসিন; তুলনীয় মাহা /শৌ. কসণ দর্শন > পা. দরিসণ ; আর্য > অরিঅ ; স্নেহ > সিনেহ।

**(২) বর্ণাগম —** উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে যদি পদের যুক্ত বা একক ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনি বা কোনো বর্ণের আগম ঘটে তাহলে তাকে বর্ণাগম বলে। যেমন -- স্ত্রী > পা. / প্রা. ইত্থী ; এব > পা . য়েব, প্রা. জেব; উক্ত > পা./প্রা. বুত্ত ঋগ্বেদ > ইরুব্বেদ (পা.)।

**(৩) স্বতোনাসিক্যীভবন** — অনেক সময় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতীত স্বরধ্বনি আপনা-আপনি আনুনাসিক হয়ে যয়ে। তখন এই প্রক্রিয়াকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন -- বক্র > প্রা. বঙ্ক ; দর্শন > প্রা. দংসণ ; স্পর্শ > ফংস ; শর্বরী > সংবরী (পালি); শুষ্ক > পা. সুংক; ঘর্ষতি > পা. ঘংসতি।

**(৪) নাসিক্যীভবন** — নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি আনুনাসিকরূপে উচ্চারিত হলে সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে।

যেমন — সন্ধ্যা > প্রা. সঞ্ঝা ; প্রশ্নঃ > পা পঞহো ; পুত্রেন > প্রা. পুত্তেঁ ; জ্ঞাতি > পা. ঞাতি।

**(৫) মূর্ধণ্যীভবন** — ঋ, র, ষ, প্রভৃতি মূর্ধা-উচ্চারিত অর্থাৎ উর্ধ্বতালু সন্নিহিত ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্য ব্যঞ্জন মূর্ধণ্য উচ্চারিত হলে তাকে মূর্ধণ্যীভবন বলে। যেমন—

অর্ধঃ > পা. অড্ঢো ; বৃদ্ধঃ > পা./প্রা. বুড্ঢো; কৃত > প্রা. কট ; বর্দ্ধ >প্রা. পা. বড্ঢ ; প্রথমঃ > পা. পঠমো

**(৬) স্বতোমূর্ধন্যীভবন** — ঋ, র, ষ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ ছাড়াই দন্তবর্ণের মূর্ধন্যবর্ণে পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বতোমূর্ধন্যীভবন বলে । যেমন—

দাহকঃ > পা. ডাহকো ; দহতি> পা. ডহতি

দহন > প্রা. ডহং ; পততি > প্রা. পড়ই ; চততি > প্রা. চড়ই

**(৭) তালব্যীভবন** — জিহ্বাগ্র দ্বারা উচ্চারিত কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় যদি জিহ্বার পশ্চাদভাগ তালুকে স্পর্শ করে তবে সেই প্রক্রিয়াকে তালব্যীভবন বলে।

ষষ্ঠ > পা. ছট্ঠ , প্রা. ছট্ঠ ; তিষ্ঠতি > মাহা চিট্ঠই , শৌ. চিট্ঠদি। দন্ত্যবর্ণ+ ঋ = য় হয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তালব্যীভবন ঘটেছে। যেমন—

কৃত্য > পা./প্রা. কিচ্চ ; মিথ্যা > প্রা./পা. মিচ্ছা ;

অদ্য > প্রা./পা. অজ্জ ; কিন্তু পালিতে 'উদ' যোগে সমীভূতরূপ হয়। যেমন -- উদ্যান > পা. উয়্যান , কিন্তু প্রা. উজ্জাণ।

**(৮) ঘোষীভবন** — অঘোষধ্বনি সঘোষ হলে ঘোষীভবন বলে। যেমন -- জানাতি > শৌ. জানাদি ; প্রাকৃত > শৌ. পাউদ; কথয়তু > শৌ. কধেদু; অতিথি > অদিধি ; যথা > শৌ. জধা, মাগ. য়ধা ; প্রতিকৃত্য > পা. পটিগচ্ছ ; পূপ > পা. পূব

**(৯) অঘোষীভবন** — সঘোষ ধনি অঘোষ হলে অঘোষীভবন বলে। যেমন -- নগর > পৈশাচী নকর ; ভগবতী > পৈশাচী ফকবতী ; রাজা > পৈশাচী রাচা ; ছাগল > পা. ছকল ; পরিঘ >পা. পলিখ ; কুশীদ > পা. কুসীত ; প্রাদুঃ > পা. পাতু।

## ৫.৯ পালি-ভাষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম বাহন পালি ভাষা একান্তই একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। এই ভাষার কোনো আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়নি, যদিও প্রাকৃতের বিভিন্ন আঞ্চলিক উপাদানের সংমিশ্রণে এই ভাষা রূপবতী হয়ে উঠেছিল। প্রাকৃতের তুলনায় পালি ভাষা ছিল একান্তই একটি একক ভাষা। সুতরাং এই ভাষার আঞ্চলিক রূপ কিংবা লোকমুখে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ভাষায় যে ভাঙন দেখা দেয় তার ভিত্তিতে স্তরবিভাগ দেখানো সম্ভব নয়। তবে পালি ভাষাতেও বিবর্তন হয়েছিল এবং এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছিল সাহিত্যিক আঙ্গিক, ভাষাগত উপাদানের তারতম্য এবং ব্যাকরণ ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। আমরা পালি ভাষার এই বিবর্তনী ধারাকে এখানে যুগপরম্পরায় দেখাতে চেষ্টা করব।

পালি ভাষায় লিখিত যে বিশাল সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে গাথাসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য, টীকাধর্মী রচনা এবং কৃত্রিম পদ্যভাষায় লিখিত সাহিত্য রয়েছে। এই বিশাল সাহিত্যের ধারাকে মূলত চারটি স্তরে বিভাজিত করা হয়েছে।

পালি ভাষার জন্মলগ্ন হিসাবে পণ্ডিতমহল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়কেই নির্দেশ করেছেন। এই জন্মমুহূর্ত থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রবাহিত পালি ভাষার সাহিত্যিক ধারাকে সুস্পষ্ট পাঁচটি স্তর বা যুগে বিভাজিত করা হয়েছে। এগুলো হল--

প্রথম যুগ— গাথাসহিত্যের যুগ

দ্বিতীয় যুগ— গদ্যমিশ্রিত গাথাকাব্যের যুগ

তৃতীয় যুগ— ত্রিপিটক যুগ

চতুর্থ যুগ— সংস্কৃত প্রভাবের যুগ

পঞ্চম যুগ— টীকা ও ব্যাখ্যার যুগ

এবার পালি ভাষার উল্লিখিত এই যুগগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

**প্রথম যুগ ঃ**

সম্ভবত বুদ্ধদেবের সমসাময়িক প্রাচীন আখ্যান থেকে সংগৃহীত কিছু গাথা হচ্ছে এই যুগের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন। এ-যুগের পালি ভাষায় অনেক অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার এবং ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। প্রাচীন এবং নবীন উভয় ভাষাছাদের মিশ্রণ এতে বর্তমান। ক্বচিৎ গদ্যাংশের অন্তর্ভুক্তিও এতে লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাষার অর্থবোধ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

**দ্বিতীয় যুগ ঃ**

বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' ও 'সুত্তনিপাত' এই দ্বিতীয় স্তরের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন। প্রথম স্তরের তুলনায় এই স্তরের ভাষায় কোনো লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা না-গেলেও এতে প্রথম গাথার ব্যাখ্যা স্থলে অথবা প্রসঙ্গ নির্দেশ করতে গিয়ে গদ্যভাষার ব্যবহার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

**তৃতীয় যুগ ঃ**

পালি ভাষার ইতিহাসে এই যুগটিই সমৃদ্ধতম যুগ নামে অভিহিত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের প্রেরণায় পালি ভাষা গদ্য ও পদ্যমণ্ডিত হয়ে সাহিত্যিক উৎকর্ষের চরমসীমায় উন্নীত হয়েছিল। 'ত্রিপিটক' (সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক) এই যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন। সাবলীল গদ্যভাষা, ছন্দিত পদ্যভাষা, ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগের স্বল্পতা এই যুগের সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা গিয়েছিল। ভাব এবং বাক্যের পুনরুক্তি এই যুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

**চতুর্থ যুগ ঃ**

সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকাল (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। পিটকোত্তর এই যুগের অন্যতম গ্রন্থ হল 'মিলিন্দ-পঞহ' (মিলিন্দ-প্রশ্ন)। গদ্যভাষা এবং গদ্যে লিখিত টীকা এই যুগের সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট হয়। মহাযানপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে এই যুগের গদ্য ভাষার পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি ঘটায় এই ভাষা একদিকে যেমন সুগঠিত, সাবলীল, মার্জিত এবং অভিজাত ধর্মী হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি এই ভাষায় পণ্ডিতি ধরনের প্রয়োগ সাহিত্যকে কৃত্রিমতাধর্মী করে তুলেছিল।

**পঞ্চম যুগ ঃ**

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতককে পালি ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্চম যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই যুগের পালি সাহিত্য ধর্মীয় বিষয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে বর্ণনাত্মক কাহিনিকে আশ্রয় করেছিল। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুর ও শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরে এই যুগের সাহিত্যকৃতির ব্যাখ্যা ও টীকা হিসাবে যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে-- সেগুলি এ-যুগের অন্যতম সম্পদ বলে গৃহীত হয়েছে। ভাব ও ভাষার পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্ক এবং ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ এ-যুগের সাহিত্যকে সার্থকতার শীর্ষস্তরে উন্নীত করেছিল। এজন্যই কোনো কোনো পণ্ডিত এই যুগকেই পালি ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করার পক্ষপাতী।

এর পরেই পালিভাষা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা ও এর ব্যাপক উন্নতি পালিভাষার চর্চাকে নিষ্প্রভ করে দিল এবং পরবর্তীকালে নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব পালি ভাষায় নব নব সৃষ্টির পথকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দেয়। তবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পালিভাষা কোনোক্রমে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ**

বিচিত্র ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গমস্থল ভারতবর্ষে পালি ভাষা সুদীর্ঘ প্রায় হাজার বর্ষ ব্যাপী ভারতীয় ধর্ম-সাধনা, এর সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয়, ভৌগোলিক ও অর্থনীতি বিষয়ের লেনদেন সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের সুযোগ্য বাহন হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। শৈশবকাল থেকে বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে এই ভাষা যৌবনের চরমোৎকর্ষে উন্নীত হয়েছিল; কিন্তু প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব এই ভাষাকে বার্ধক্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এই ভাষাকে অবলম্বন করে ভারতীয় মনীষার যে অভূতপূর্ব বিকাশ সম্ভব হয়েছিল তা চিরদিনের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। বিশেষ করে সম্রাট অশোক ও কনিষ্কের প্রেরণা এই ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

**আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ**

কোন যুগকে কেন পালি ভাষার স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

পালি ভাষাকে পাঁচটি যুগে বিভাজিত করার কারণ নির্দেশ করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

## ৫.১০ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের সমগ্র আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত পালি ভাষার পরিচিতি, উদ্ভবস্থল, 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সামগ্রিক আলোকপাত করা হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরে স্থিত এই ভাষার সমসাময়িক অশোক প্রাকৃত কিংবা পরবর্তী কালের সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে পালির যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বর্তমান তাও এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত পালি ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এই ভাষায় সমসাময়িক প্রাকৃত থেকে গৃহীত মিশ্র উপাদান সমূহ নির্দেশ করার ফলে পালি ভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমারা অবগত হয়েছি। পালি যে কেবল মাত্র সমসাময়িক প্রাকৃত ভাষার উপাদান গ্রহণ করে রূপ নেয়নি, এই ভাষার যে একটি প্রাচীন ঐতিহ্য বা যুগসূত্র ছিল তা প্রাকৃতে অনুপস্থিত অথচ বৈদিক এবং প্রত্ন-আর্যস্তরের ভাষিক উপাদান থেকে পালিতে গৃহীত ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর আলোকপাত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে তুলনা করে পালি যে মধ্যভারতীয় আর্যের আদিস্তরের ভাষা তাও দেখানো হয়েছে। এই দীর্ঘ আলোচনায় পালির রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলো থেকে পালি ভাষা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি।

## ৫.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

(১) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তর পালির সামগ্রিক পরিচিতি তুলে ধরুন।

(২) পালিভাষার উৎপত্তিস্থল বিচার করে এই ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৩) 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করে এর ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৪) মিত্রভাষা হিসেবে পালিভাষা কতটুকু সার্থকতা লাভ করেছে আলোচনা করুন।

(৫) পালিভাষার কাল-নির্ণয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

(৬) পালি ও প্রাকৃতের ধ্বনি-পরিবর্তন সম্পর্কে লিখুন।

(৭) পালিভাষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।

## ৫.১২ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


(১) ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ সুকুমার সেন

(২) ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস ঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়

(৩) পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস ঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

(৪) বাংলা ভাষা পরিক্রমা ঃ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

(৫) আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে ঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার

(৬) সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রমবিকাশ ঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার

(৭) বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৮) বাংলা ভাষা চর্চা ঃ সুভাষ ভট্টাচার্য

(৯) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও ক্রমবিকাশ ঃ নির্মলকুমার দাস

(১০) ভাষাতত্ত্ব ঃ অতীন্দ্র মজুমদার

(১১) ভাষাতত্ত্ব ঃ নীরদা বরণ হাজরা

(১২) ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা ঃ মোহিতকুমার রায়


* * *